



# লক্ষ্মণসেন !

[ পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক ]

[ মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ]

শ্রীনিত্যবোধ বিদ্যারত্ন প্রণীত

ও প্রকাশিত

২নং রমানাথ মজুমদারের ইন্সটিটিউট

সন ১৩২৭, আবার

---

**Calcutta :**

PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL,

AT THE SIDDHESWAR PRESS,

*11, Jadunath Sen's Lane.*

---

# উৎসর্গ পত্র ।

বাঙ্গালীর অন্তরের ও বাহিরের রাজাধিরাজ মহারাজ বঙ্গালসেনের  
বংশাবতংস

অর্গ্য মহাআ রামকমল সেন মহোদয়  
বিনি

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপ্ততা ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দাওয়ানী  
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন,  
বাহার সহিত গ্রহকারের পূর্বপুরুষগণ  
অচ্ছেদ্য প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন,  
বাহার বংশের বহু কুল-প্রদীপগণ,  
বন্ধের বহু বিভাগ, বহু সমাজ ও সংস্কারের মধ্য দিয়া  
কীৰ্ত্তিশালী হইয়াছেন

ও

গ্রহকার ও তাঁহার পরবর্তী পুরুষগণও  
বাহার বংশাবলীর সহিত  
সমান নেহবন্ধনে আবদ্ধ আছেন,  
সেই বিক্রমপুরগরিমার উদ্দেশে  
তাঁহারই পূর্বপুরুষ, পূর্বগগনের জ্যোতিষ্মান সূর্য্যবংশের  
মহনীয় চরিত্রের কণামাত্রপ্রদর্শী

“লক্ষ্মণসেন”

অর্পণ করিয়া, সকলের নিকট প্রার্থনা ;—

হে বঙ্গবাসীগণ,

একজনের সম্মান, সকলের সম্মান হউক,

একজনের উদ্দেশে অর্পণ,

জাতীয় ভালবাসার,

সকলে স্ব স্ব প্রতি অর্পণ ভাবুন ।

গ্রহকার ।



## পুরুষগণ ।

|                              |     |                                       |
|------------------------------|-----|---------------------------------------|
| মহারাজ বল্লালসেন             | ... | বরেন্দ্র, রাঢ়, বগুড়ি, বঙ্গ প্রভৃতির |
|                              | ..  | অধীশ্বর । ( গোড়েশ্বর । )             |
| মহারাজ লক্ষ্মণসেন            | ... | ঐ পুত্র ।                             |
| কুমার কেশব                   | ... | ঐ ঐ পুত্র ।                           |
| বলদেব                        | ... | ঐ পুরোহিত ।                           |
| ধর্ম্মগিরি                   | ..  | ঐ অমাত্য ও ধর্ম্মাধিকার ।             |
| গালব                         | ... | ঐ ঐ সহকারী ।                          |
| ভৃঙ্গসেন                     | ... | ঐ পার্শ্বচর ।                         |
| সুবেণ                        | ... | ঐ নগর রক্ষক ; পরে চৌরোদ্ধরশিক ।       |
| ঋবসেন ( ছদ্মবেশে হেরাদ্ )... |     | ঐ ভ্রাতৃপুত্র ।                       |
| অন্নন্ত ( পরে জোহান্ )       | ... | সজ্জাত কুলীন-ব্রাহ্মণ ।               |
| বল্লভচন্দ্র                  | .   | গোড়ের প্রধান ধনী, বণিক-সম্প্রদায়ের  |
|                              | ..  | নেতা ও মগধেশ্বরের শত্রু ।             |
| কমল                          | ... | ঐ দৌহিত্র । ( মগধ রাজকুমার । )        |
| কাজীহুশ শাহ                  | ... | মুসলমান-সর্দার ।                      |
| গোরা সর্দার                  | ... | ঐ দলভুক্ত হিন্দু । ( রাজদ্রোহী )      |
| তুলীন                        | ... | ঐ দলভুক্ত নিরাশ্রয় বালক ।            |
| নিয়ামৎ                      | ... | ঐ গুপ্তচর । পরে বক্তব্যের সহকারী ।    |
| মহম্মদ বক্তব্যের খিলজী       | ... | মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধিক্রমে অবস্থিত   |
|                              | ... | কুতুবউদ্দীনের পূর্বদেশের প্রতিনিধি ।  |
| হারদর, জেহাত, জোহান্         | ... | ঐ অধিনায়কগণ ।                        |
| হেরাদ্                       | ... | ঐ পঞ্চপ্রদর্শক । ( ছদ্মবেশী ঋবসেন )   |

|                      |     |                      |
|----------------------|-----|----------------------|
| জয়দেব               | ... | ভক্ত ও বিখ্যাত কবি । |
| লুকা                 | ... | মেছ-সর্দার ।         |
| সাধানন্দ ( ফুলবাৰা ) | ... | বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী ।    |

সাধিক ব্রাহ্মণ, প্রহরীগণ, নাগরিকগণ, বণিকগণ, সভাসদগণ,  
হিন্দু ও মুসলমান সৈন্তগণ, কোঁচ, মেছ ও তিহিক  
সৈন্তগণ, সামন্তবর, নটগণ, টহলদার বালক-  
গণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

### স্ত্রীগণ ।

|             |     |                                  |
|-------------|-----|----------------------------------|
| শিলাদেবী    | ... | মহারাজ বলাল-মহিষী ।              |
| বিজয়া      | ..  | স্বষেণের স্ত্রী ।                |
| বল্লভ-কন্তা | ... | মগধরাজমহিষী । (কমলের মাতা)       |
| পদ্মাকী     | ... | জয়ন্তের পত্নী ।                 |
| শূদ্রাণী    | ... | পদ্মিনী-লক্ষণাকান্তা শূদ্ররমণী । |
| হোরা        | ... | ঐ সঙ্গিনী ।                      |

পদ্মিনী, নটীগণ, ভট্টবধূগণ, কৃষক-রমণীগণ,  
নর্তকীগণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

# প্রস্তাবনা T

( ক্ষেত্র-পার্শ্বস্থ গৃহ-প্রাঙ্গণ । )

[ সময়—প্রাক্ ; স্থান—গোড় । ]

[ আম, কাঁঠাল, কদলী ইত্যাদি বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে ; অপরদিকে  
পুষ্পিত উদ্ভানের একাংশ দেখা যাইতেছে ; ধাত্তের গোলা,  
বৎস হৃদ্ধগান করিতেছে ; কাটা-ধান মস্তকে লইয়া কৃষক-  
রমণীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি । নট, নটী, ভট্টপুরুষ ও  
ভট্টনারীগণ । দুইটী নটী দুইটী নটের দিকে  
উৎসুক- নয়নে দেখিতেছে—দুইটী নট  
সন্মুখে নটী দুইটীকে দেখিতেছে ।

১ম নটী ১ম নটকে ও

২য় নটী ২য় নটকে

সুধাইল :— ]

১ম নটী । কোথা ধানের গাদার, রোদের আভার, সোণা চিক্‌চিক্‌ করে ?

২য় নটী । কোথা রাঙ্গা মুখে, রোদ্‌ লাগলে, পদ্ম ফুটে পড়ে ?

ভট্টপুরুষ । যেথা চাঁদের কোলে, কুমুদ দোলে, হাসে জলাশয় ।

২য় নট । যেথা রবির করে, কমল তরে, ভ্রমর পাগল হয় ।

নটীদ্বয় । কোথা আম কাঁঠালের, ছায়ার ঘেরা, দরায় ভরা সারাদেশ ?

ভট্টনারীগণ । যেথা লক্ষণ আছে, বল্লাল আছে, নেইকো বাদের

বশের শেষ ।



গীত ।

ভট্টগণ ও কৃষক-রমণীগণ ।

এইত' সে দেশ, সোণার বঙ্গ, এদেশ অঙ্গে আছে সব ।

শৌর্য্য বীৰ্য্য আৰ্য্যকীর্ত্তি, সৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বশঃ গৌরব ॥

নটগণ । কোন দেশ হেন হুথের স্বৰ্গ, অতুল-কীর্ত্তি নৃপতিবৰ্গ,

লক্ষণ ধরে সমরে খড়া, বজ্রালের কৌণীয়াব ॥

নটগণ । কোন দেশে উষা পূরব-ভাগে, সিন্দূর পরে সবার আগে,

কোন দেশে ফোটে'কেতকী-কমল, প্রাবৃটে ছোটে হেন সৌরভ ॥

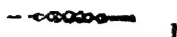
নটগণ । কার মুক্তহস্ত লজ্জ্য শির, তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমগিরির,

“পাতালচণ্ডী” “ফুলবাড়ী” দ্বার অতুল কাহাব গড়-বিভব :—

নটগণ । বরেন্দ্র, রাঢ়, বগড়ি বঙ্গ, পৌণ্ড্র সঙ্গ, পঞ্চ অঙ্গ,

পদ্মা, মেঘনা, ভীম-তরঙ্গ, গঙ্গা, সাগর সংজ্ঞা সব ॥

# লক্ষ্মণসেন



## প্রথম অঙ্ক ।

### প্রথম দৃশ্য ।

( অরণ্য-মধ্যস্থ ছাউনী শ্রেণী ; দূরে চাঁদমারী । )

[ চিস্তিতভাবে বাস্নাত্ম শাহ্ মানচিত্র দেখিতেছে ; বিষন্ন গালব দূরে  
দণ্ডায়মান ; হুলীন আপন মনে চাঁদমারীতে নিশানা অভ্যাস  
কবিতেছে । ]

নিয়ামৎ খাঁব প্রবেশ ও অভিবাদন ।

বাস্নাত্ম । আজ কি সংবাদ সংগ্রহ হ'লো ?

নিয়ামৎ । খুব, ঢেব, অনেক, বলবার মতন ।

বাস্নাত্ম । কি রকম ?

নিয়ামৎ । অমাত্য ধর্ম্মগিরিব সঙ্গে রাজ-পুরোহিত বলদেবের মতের ত'

ফরাক্ ছিলই, তার ওপর মহারাণী শিলার দেওয়া নৈবেদ্যের খাবার  
নিয়ে ঘোর শত্রুতা হ'য়ে গেছে । ঠোট, যা ঠোটের সঙ্গে একসঙ্গে  
জন্মেচে, এক হ'য়ে দিনরাত লেগে আছে, মুখের কথা আর খাবার  
তাদের ফরাক্ ক'রে দেয়,—কাজেই গরমিল !

বাস্নাত্ম । এই তুচ্ছ জিনিস্ নিয়ে বিবাদ ক'লে ?

নিয়ামৎ । একখানা মাছ নিয়ে যে ঘর ভাজে ; ভাজবার সময় অমনি ছোট  
জিনিস্ নিয়েই হয় ! এখন এমনি দাঁড়িয়েচে, যে, ধর্ম্মগিরি যদি ব'লেন  
নির্দোষ, বলদেব ব'লেন দোষী ; ইনি যদি ব'লেন মহারাজ বজাল কর

বাড়িঘে অন্ধ্য ক'চেন, দেশজুড়ে অভাব আন'চেন, বলদেব ক'ল্লেন, মোটেই নয়, বাড়ানই উচিত, সকলেই খুসী। আপনার শিক্ষামত ধর্মগিরি কাল ব'ল্লেন, গোরা সর্দার রাজভক্ত, বিদ্রোহ করেন নি, জনকতককে নিয়ে অভাবের তাড়নার পরামর্শ ক'রেছিলেন, বলদেব ব'ল্লেন, না, গোরাই মূল, তার কয়েদ হওয়াই উচিত।

বায়াহুম। কি হ'লো ?

নিয়ামৎ। কারাবাস।

বায়াহুম। ( চমকিয়া ) সে কি !

নিয়ামৎ। কিন্তু ধর্মগিরিও প্রতিজ্ঞা ক'রেচেন, আজই তিনি গোরাকে কারামুক্ত ক'রবেন ; এদিকে বলদেবও রাজাকে পরামর্শ দিয়ে ঠিক করিয়েচেন, আজই গুপ্তভাবে নগর দেখা উচিত। আর নগর রক্ষা ক'রবেন সুষেণ নিজে।

বায়াহুম। তবে আজই সুষেণ, সকলে বুঝুন, ধর্মগিরিই প্রবল, সুষেণ অকর্মণ্য। যাও গালব, গোরা আমাদের দলভুক্ত, তুমি ধর্মগিরিকে সাহায্য কর। মুসলমান-সম্প্রদায়ের এক প্রাণীর কারাবাস, আমাদের সম্মানের হানিকর। গোরার মুক্তি চাই।

গালব। বেশ।

[ গালবের প্রস্থান ও বায়াহূমের শিবিরাত্যন্তরে গমনোচ্ছোহ ] :  
হুলীন। ( বায়াহূমের নিকটবর্তী হইয়া ) সর্দার, আমার একটা কাজ দাও ; আমার নিশানা ঠিক হ'য়েচে, একশো গজের মধ্যে একটা তীরও ফস্কাবে না।

বায়াহুম। যদি প্রস্তুত হ'য়ে থাক, আজই পরীক্ষা দিও। ( নিয়ামতের প্রতি ) যাও, বালককে সঙ্গে নাও।

[ সৈন্তসহ বায়াহূমের ছাউনী-মধ্যে গমন ও  
নিয়ামৎসহ হুলীনের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গোড়—রাজপথ ;—চৌমাথা

সময়—রাত্রি

সাধ্যানন্দের প্রবেশ

সাধ্যানন্দ । এতো আলো, এতো আলো, দেখ', দেখ', তবু অন্ধকার !  
ভাব-নদী বেগে শুদ্ধ হবে, সত্য ভিন্ন মনওদ্ধির উপায় নাই, জ্ঞানে  
বুদ্ধি শুদ্ধ কর, বিতায় আত্মা শুদ্ধ কর, সত্যে মন শুদ্ধ কর, হিংসা-  
বর্জনে, দানে, সোণার গোড় স্বর্ণময় ক'রে রাখ ।

[ সাধ্যানন্দের প্রস্থান ।

ভৃঙ্গসেনসহ মহারাজ বল্লালের প্রবেশ ।

ভৃঙ্গসেন । শুভাগমন, শুভাগমন, পথ পবিত্র, পথ পবিত্র, কামরূপ ও  
কলিঙ্গজেতা, স্বর্গীয় মহারাজ বিজয়সেনের আশীর্বাদ আপনার উপর  
র'য়েচে, আপনার জয় সর্বত্র । প্রজাদের ভাবনা নেই, চিন্তে নেই,  
রাত্রে কেবল খোস্‌মেজাজে, ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ ক'রে নিদ্রা যাচে, আর  
দিনে খাচে । স্বেশাসন, চতুর্দিকেই স্বেশাসন, আপনার নগরীদর্শন,  
কেবলই কষ্ট, শুধু ইষ্ট নষ্ট, তার ওপর পষ্ট ব'লতে কি, তোমার গিয়ে,  
বোল'বুই বা কি, আর কিই বা ব'ল'বো, এই, আপনার গিয়ে, আমার  
গিয়ে, কি বলে, কি ছুই নেই, দরকারই নেই ।

বল্লাল । না, না, নগরীদর্শন, ওটা রাজধর্ম্ম ।

ভৃঙ্গসেন । আহা, তাত' বটেই, রাজা দেখ্‌চেন, স্বয়ং দেখ্‌চেন, সশরীরে  
দেখ্‌চেন, এর চেয়ে আর কথা !

বল্লাল । ( বিধাদে ) কিন্তু সকল রাজা তা দেখেন না ।

ভৃঙ্গসেন । কেউ দেখেন না, কেউ দেখেন না, দেখে আর কে ? এই ত'

পশ্চিমে বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট র'য়েচেন, দক্ষিণে স্তম্ভরবন-সন্নিহিত  
প্রদেশাধিপতি র'য়েচেন, পূর্বে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরেশ্বর  
র'য়েচেন, উত্তরে কুচবেহার আছেন, দেখে কে ? দেখবার  
যোগ্যতাটা কার ? বলি, জানে কে ? কেউ জানে না, আমার  
কাছে পষ্ট কথা, আপনার মুখের সাম্নেই বলুম, তা ভালই বলুন,  
আর কি বলে মন্দই বলুন।

বল্লাল। যজ্ঞের কথা নিয়ে কিছু আন্দোলন শুন্টো ?

ভূঙ্গসেন। অদ্ভুত, অদ্ভুত, সে কি আন্দোলন, একেবারে দোলন, আপনার  
যজ্ঞ, আহা, একবার হ'লে হয়।

বল্লাল। এইবার বল্লভচন্দ্র বুঝতে পারবেন ;—

ভূঙ্গসেন। আজ্ঞে পাচ্ছে, এরই মধ্যে, কি বলে, পাচ্ছে।

বল্লাল। রাজা, একদিনে যা দান ক'ত্তে পারেন, তা সমস্ত বণিক্-  
সম্প্রদায়ের জীবনে দেবার সামর্থ্য নাই।

ভূঙ্গসেন। বটেই ত', বটেই ত'।

বল্লাল। বণিক্ হ'য়ে তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, ব্রাহ্মণের বিষয় আন্দোলন।

ভূঙ্গসেন। দেখো, দেখো একবার ! বল্লভটা ভারী বিজ্ঞী।

বল্লাল। আবশ্যকে আমি কর বাড়াবো, শুদ্ধ স্থাপন ক'রবো, নীচ-  
জাতিকে উচ্চসম্মান দেবো, উচ্চকে নীচরূপে পরিবর্তিত ক'রবো,  
তুই বণিক্ প্রজা ! তোর আবার আপত্তি কি ? তুমি বৈশ্য, বৈশ্যের  
জ্ঞান থাকবে। ব্রাহ্মণের জ্ঞান আচার দেখাবে, বিক্রমে ক্ষত্রিয়কে  
পরাজয় ক'রবে, স্বজাতির জ্ঞান সঞ্চয়ী হবে, শূদ্রের জ্ঞান সেবা-রত  
থাকবে ! এসবে তোমার কি অধিকার ? বাণিজ্য করো, পশু-  
পালন করো, তোমরা বৈশ্য, তোমাদের এই ধর্ম।

ভূঙ্গসেন। এই ত', এই ত' জ্ঞানবিচার। টাকা হ'য়ে ভারি বেড়েছে,  
একেবারে তোমার গিঁয়ে কি বলে, ছঃশীল হ'য়ে প'ড়েছে।

বল্লাল। ধনগৰ্ভ, ধনগৰ্ভই তাদের প্রবল ক'রে তুলেচে, ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে, এ অবস্থা আন্দোলন নিবারণ হবে না, সুতরাং শুকের বুড়িই উচিত।

ভৃঙ্গসেন। আহা, এরই নাম রাজবুদ্ধি, ক্ষণজন্মা, ক্ষণজন্মা;—

বল্লাল। চলো, একটু এগিয়ে চলো, সকলেই ত' প্রজা, সকলেই সন্তান, গুপ্তভাবে সকলকেই দেখা উচিত।

ভৃঙ্গসেন। আহা, তা' আর উচিত নয়, তোমার গিয়ে, এই, ভয়ানক উচিত; প্রজারা দেখো, কি রাজা পেয়েচো, বোঝ। ওটা কারা-নিভাগের পথ, এই দিকে আসুন, এই দিকেই চলুন। আহা, কি উচিত জ্ঞান দেখো।

[ বল্লাল ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃঙ্গসেন প্রতি চাহিয়া প্রস্থান করিলেন। ]

ভৃঙ্গসেন। (সভয়ে অপ্রতিভ হইয়া) উচিত, ত' উচিত, ক্ষণজন্মা, ক্ষণজন্মা।

[ বল্লালের অনুগমন করিল ও ধর্মগিরি লুকায়িত ছিল বাহির হইল। ]  
 ধর্মগিরি। মাহুষের বেশী শত্রু কে, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, উত্তর দি, এই ক্ষণজন্মার দল, চোরের শাস্তি হয়, আর তোষামোদকারীর শাস্তি নেই, কি অত্যাচার, কি অত্যাচার।

( ধর্মগিরির প্রস্থানোচ্ছোগ ও গালবের ক্ষিপ্ৰগতিতে প্রবেশ। )

গালব। ধর্মাদিকার! উপায় করুন, আমাদের কোশলে গোরাসর্দার পালিয়েচে, বোধ হয় সন্বেশ বুঝতে পেরেচে।

ধর্মগিরি। সে কি! সে কি!

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

(সভয়ে চতুর্দিকে চাহিতে চাহিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ গোরার প্রবেশ।)

গোরাসর্দার। না ধ'লে হয়, আর একটু না ধ'লে হয়, পায়ের শেকল রইলো, একটা ছেনী, উকো, লোহা, বা হয় কিছু। আছাড় মারে

ঝন্ ঝন্ ক'রবে, শব্দ হবে, ভাঙ্গবে না। লোক র'য়েচে, হয়ত' লোক র'য়েচে। গাছের নিখেস্ পড়ে। ভয় কি ? মাথায় মারবো, যে আসবে, মাথায় মারবো, হু হু ক'রে রক্ত প'ড়বে, ধ'স্তে দোব না, খুন, খুন, চাঙ্গিকের মাটা লাগ হবে, রক্তে রক্তে ভিজ়ে উঠবে, রাস্তিরে শুথিয়ে যাবে, ছেনী, লোহা, উকো, যা হয় কিছু, যা হয় একটা কিছু।

অসিহস্তে একদিক দিয়া স্রুষণের প্রবেশ।

স্রুষণ। পাল্লো না, পলাতক বন্দি ! আর তোমার নিস্তার নেই।

[ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে গালবের প্রবেশ ও স্রুষণ সহ যুদ্ধ ! ]

গালব। কখনও নয়, কার সাধ্য গোরাকে আবদ্ধ করে।

ক্ষিপ্ৰগতিতে ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। ( গোবার প্রতি ) এসো, এসো, পালাও, পালিয়ে এসো।

স্রুষণ। ( যুদ্ধ করিতে করিতে ধর্ম্মগিরির প্রতি ) ধর্ম্মাধিকার ! ধর্ম্মাধিকার !

এ কাজ আপনার !

ধর্ম্মগিরি। ( গোবার প্রতি ) এসো গোরা, তোমায় নিয়ে আমি স্বর্গরাজ্যের স্থাপনা ক'রবো, যেখানে পক্ষপাত নাই, আকাজ্জা নাই, সকলে সবল, সকলে স্রুথী।

[ গোরাকে লইয়া ধর্ম্মগিরির গ্রন্থান এবং কুমার লক্ষ্মণের প্রবেশ। ]

লক্ষ্মণ। ( পলায়নপর ধর্ম্মগিরির প্রতি ) যদি এমন দেশ থাকে, আমায় সেখানে আশ্রয় দাও, সে স্বর্গভূমি সকলেরই দেখবার। ( যুদ্ধরত গালব ও স্রুষণের প্রতি ) কি ক'ছো, এক অন্টার সমর্থন ক'স্তে গিয়ে, আর এক অন্টার ক'রো না, বহুস্থ স্থাপনা কর, জেনে রাখ, ক্ষমার তুল্য ধর্ম্ম নাই, সহিষ্ণুই এ জগতে গৌরবমণ্ডিত।

[ কুমার লক্ষ্মণ উভয়ের মধ্যে আসিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিল। ]

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। ওই, ওই, হত্যা কর, সমস্ত বড়বড় গুপ্ত থাকবে।

স্বষেণ। (সভয়ে চীৎকার সহ) ওই, ওই।

[বর্ষা-হস্তে ছলীন আসিল, লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিল।]

ছলীন। (ভ্রাস্তভাবে) অ্যা, অ্যা।

[লক্ষ্মণ চাহিয়া ছলীনকে দেখিল ও বজ্রমুষ্টিতে হাত চাপিয়া ধরিল।]

লক্ষ্মণ। (হাত চাপিয়া সম্মুখে) কে তুমি সুন্দর বালক? উত্তর কর, তোমার মত আমার যদি সহায়হীন পেতে, কি ক'ত্তে বালক?

ছলীন। তোমায় হত্যা ক'ন্তেম।

লক্ষ্মণ। (হাসিয়া) জ্ঞানহীন ভেবে আমি কিন্তু তোমায় মুক্ত ক'রে দিতেম; বাও বালক, তুমি মুক্ত। শিক্ষা কর, দয়ার চেয়ে ধর্ম নাই, ক্রমার চেয়ে নীতি নাই, অস্ত্রের সাহায্যে শরীরের জয় হয়, সে জয়ে শ্লাঘা নাই, আনন্দ নাই, গৌরব নাই, মন জয় কর', মাছুষ, মাছুষ হ'তে চেষ্টা পাও।

ছলীন। (লক্ষ্মণের পদতলে পড়িয়া) রাজা, রাজা, আমার মাপ কর', প্রমাণ পেয়েচি তুমি কেন বড়, বুঝতে পেরেচি, আমাদের জাতেও মহৎ হয়। নিজের জিনিষ, তাই চিন্তে পারিনি। নাও রাজা, ইচ্ছে হয় এই বর্ষা আমার বুকে বসিয়ে দাও। আমি আত্মীয়হীন, কেউ বাধা দেবে না।

লক্ষ্মণ। কখন নয়, আত্মপ্রানিতে তোমার শাস্তি হ'য়েচে, রাজার স্নেহ সকলের জন্ত, শত্রু নাই, মিত্র নাই, আপনার নাই, পর নাই, সকলে আমার, ; সুন্দর বালক, তুমিও আমার।

[ছলীনকে সম্মুখে লইয়া কুমার লক্ষ্মণের প্রস্থান।]

স্বষেণের অনুগমন।

গালব। হ'ও শত্রু, কিন্তু কুমার, সত্যিই তুমি একটা দেখবার জিনিষ।

[প্রস্থান।]



## তৃতীয় দৃশ্য ।

( জয়ন্তের কুটীর-সম্মুখস্থ পথ । )

নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ ।

১ম নাগ । বলি হ্যাঁ হে, জয়ন্তটা বুকের ওপর ব'সে কুলীন হবে, আর আমরা অকুলীন ! বল্লালের জন্তে সে বেটা কিনা, আমার ঘরে খেলে, আমার মর্যাদা দিতে হবে !

২য় নাগ । নিশ্চয়, এর মানে আছে, যখন অমন সুন্দরী স্ত্রী, তখন আবার কুলীন হবার ভাবনা ।

ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ ।

ভৃঙ্গ । ঠিক ব'ল্‌চো, ঠিক ব'ল্‌চো, ওই জয়ন্তর কথা বুঝি হ'চ্ছিল ? ওটার জাতপাত করা যায় না ?

১ম নাগ । দোষটা কি দেখান চাই ত' ?

ভৃঙ্গ । হ্যাঁ, অমন সুন্দরী স্ত্রী র'য়েচে, ওর আবার দোষ দেখাবার ভাবনা, রটাও, ও মাগী নষ্ট ।

২য় নাগ । রটাতে হবে কেন ? সত্যি নষ্ট না হ'লে অত ঘোমটা দেয় ?

১ম নাগ । ঠিক, ঠিক, যখন ঘোমটা দিয়েচে, তখন ওর বাবা নষ্ট, ব'ল্‌বো কি মশায়, একদিন দেখি, ও ভয়ঙ্কর নষ্ট ।

ভৃঙ্গ । ঠ্যাঁ, ভয়ঙ্কর নষ্ট ; তবেই ত' ! একঘরে কর', একঘরে কর', নইলে জাত যায়, হিন্দুধর্ম যে গেল ।

১ম নাগ । আমি দশরথের মত, নিজের পুত্র রামচন্দ্রকে ত্যাগ ক'রবো, তবু ধর্ম ছাড়তে পারবো না, আমার ধর্মই সহায় ।

ভৃঙ্গ । বাপের বেটাই তো, বাপের বেটাই তো, আমার নানান্ কাজ আছে,

বুকে, প্রজা, সম্ভান কিনা, সকলেরই উপকার ক'স্তে হয়, আমি চলুম, আমি চলুম।

[ ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

[ অশ্রুদিক দিয়া কলসীকক্ষে সিক্তবসনা পদ্মাক্ষীর প্রবেশ ও উহাদের দেখিয়া সঙ্কুচিতা হওন ও আরো অধিক ঘোমটা টানিয়া নিজ কুটার মধ্যে প্রস্থান।

১ম নাগ। একবার চণার ভঙ্গী দেখেচো? লজ্জাশীলা, যেন পারে না।

২য় নাগ। ওর মানেটা কিছু বুকে? ও তোমার ঈশারায় ডাকলে।

ওই যে ঘোমটা টানলে, ওর মানে হ'চ্ছে 'সরে এসো'।

১ম নাগ। ছা, ছা, এত' লোকের সামনে ডাকলে, ঈশারা, যাঁ!।

২য় নাগ। এই দেখলে ত', এহ দশের সামনে, তোমার হাত ধ'রে টানাটানি ক'লে, এটা কি কুলদ্বীর আচরণ?

১ম নাগ। আমি পৈতে ছুঁয়ে ব'লতে পারি, কখন আচরণ নয়, একঘরে কর', নইলে ধর্ম যায়। হিন্দুর সর্কায়ে ধর্ম। দেখ খুড়ো, তোমায় প্রায়শ্চিত্ত ক'স্তে হবে। ও যে ঘাটে জল নেয়, তুমিও সেই ঘাটে জল নিয়েচো, কাজেই, ও বেস্তা-মাগীর ছোঁরাছুঁরি তোমায় খেতে হ'য়েচে, কাজেই, তুমি সংস্পর্শদোষে দুষ্ট হ'য়েচো। তুমি দাঁতে কুটো, আর হাতে সরা নিয়ে প্রায়শ্চিত্তের জন্ত ভিক্ষে মাগতে বেরোও, আর আমরা দশজনকে জানানু দিইগে। একঘ'রে ব'লে কেবল ওইজয়ন্ত বেটাকে নেমস্তন্ন ক'র্বো না। এ বিষয়ে যত বেশী ঘোঁট হবে, ওই পদ্মাক্ষী মাগী তত বেশী বেশী বেস্তা প্রমাণ হবে, কি বল?

২য় নাগ। সেই ভাল, এখনি দাঁতে কুটো আর হাতে সরা নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। সংস্পর্শদোষ, আমরা হিন্দু হ'য়ে কখন সহ্য ক'র্বো না, আমার ধর্মই সহায়, আমার সত্যই পথ।

১ম নাগ। বটেই ত', বটেই ত', মানসিক বল দেখ, জাতকাট কি না!

২য় নাগ । ওরে, আমি যে সত্যের সেবক, আমি যে ধর্মের দাস বে ।

[ প্রস্থান ।

১ম নাগ । কি নিষ্ঠা, কি নিষ্ঠা, আগ—

অশ্লুগমন ও পদ্মাক্ষীৰ উদ্বিগ্নভাবে প্রবেশ ।

পদ্মাক্ষী । এত'খানি বেলা হ'লো, কই ঠাকুর-মশায় এলেন না ত' ।  
এসে একরূপ চণ্ডী প'ড়বেন, তবে ত' জল খাবেন । হয় তো' কত  
বেলা হ'য়ে যাবে । যাই, গোয়ালঘবের কাজটা ততক্ষণে সেরে  
নিই গে ।

[ কুটীবে প্রস্থান ও এতদিক দিয়া দাঁতে কুটো, হাতে সরা লইয়া ২য়  
নাগরিক আসিল, প্রথম নাগরিকের পুনঃ প্রবেশ ও অন্তর্দিক  
দিয়া জনসঙ্ঘের সহিত বলদেবের আগমন । ]

২য় নাগ । হে সং-মণ্ডলী, আমি পতিত, বিপন্ন, সংস্পর্শ-দোষে ছুঁষ্ট হ'য়েছি,  
কাল প্রায়শ্চিত্ত, আপনারা উদ্ধার করুন ।

বলদেব । কি হে তুলসীলোচন, কোন গাভী মাতার অপালন হ'য়েচে না  
কি ৭ দাঁতে কুটো, হাতে সরা নিয়ে দোর দোর ভিক্ষের বেরিয়েচো যে ?

১ম নাগ । পদ্মাক্ষী-মাগী যে ঘাটের জল খায়, সেই ঘাটের জল খেয়ে ফেলে-  
চেন, জ্বাই সংস্পর্শ-দোষ-জাত যে পাপ, তার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে  
জুজোগী হ'য়েচেন ।

বলদেব । কেন, মা লক্ষ্মী ত'—

১ম নাগ । শুনুন না, শুনুন না ।

[ বলদেবের কর্ণে পদ্মাক্ষী যে কুচরিত্রা, তাহা ১ম নাগরিক চুপি চুপি কহিল । ]

বলদেব । যাঁ ! বল কি । যখন হাত ধ'রে টানে, তখন ত' প্রকান্ত বেস্তা !

ভাগুগি বাবা তুমি ব'লে, নইলে আমিই ত' চণ্ডীপাঠ ক'ত্তে যাচ্ছিলুম ।

লোকের সাক্ষাতে হাত ধ'রে টানে, সমাজের বৃকের ওপর দাঁড়িয়ে  
অত্যাচার দেখায়, এত সাহস, এত স্পর্ধা হ'য়েচে !

[ পদ্মাক্ষীর বহিরাগমন ।

পদ্মাক্ষী । বাবা আপনি এসেচেন, বেলা যে আর নেই ।

[ পদ্মাক্ষী গলবস্ত্র হইয়া প্রণতা হইতে গেল । ]

বলদেব । তুমি কুলটা, আমায় স্পর্শ ক'রো না ।

পদ্মাক্ষী । ঈশ ! [ পদ্মাক্ষী বাসিয়া পড়িল । ]

২য় নাগ । আমি সংস্পর্শ-দোষে দুষ্ট হ'য়েছি, ধর্ম্মই আমার সহায়, সত্যই  
আমার পথ, হে সৎ-মণ্ডলী ! আমি অমৃতপ্ত ।

পদ্মাক্ষী । বাবা, বাবা, এ সব কে প্রচার ক'ছে, আমি জোর-গলায়  
ব'লছি, সে যেই হো'ক, সে মিথ্যাবাদী । যে, এ সব রটনা করে, সে  
নিজে হীন, সে নিজের মত জগৎ দেখে ।

বলদেব । কি ক'র্ব্বো, দেশের মুখে ধর্ম্ম ।

[ বলদেবের প্রস্থানোচ্ছোগ । ]

পদ্মাক্ষী । বাবা ফিরলেন যে, চণ্ডী প'ড়বেন না ?

বলদেব । আমি কুলটার গৃহে যাব না । ( ১ম নাগরিককে দেখাইয়া )

তুই এই ব্রাহ্মণেরই হাত ধ'স্তে গিছলি ।

পদ্মাক্ষী । এ যে আমার পেটের সন্তান ।

বলদেব । দশ-মুখে ধর্ম্ম, আমি যেতে অক্ষম ।

[ বলদেবের প্রস্থান ।

পদ্মাক্ষী । বাবা, আমি তোমার হাত ধ'রেছি, আর তাই তুমি প্রচার  
কোরে বেড়াচ্ছো ?

জনসম্মত হইতে জঁনেক । ওই শোন, হাত সত্যি ধ'রেছিল, আর তাই  
প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে ব'লে যত রাগ ।

### জয়ন্তের প্রবেশ ।

১ম নাগ । ( পদ্মাক্ষীর প্রতি ) সত্যি কথা ব'ল্‌বো না কেন ? তুমি কুলীন-  
পত্নী, এই ভয়ে নাকি ?

জয়ন্ত । ব্যাপার কি ?

পদ্মাক্ষী । স্বামী, পতি, গুরু, আমার লজ্জা রক্ষা করুন । আমার মিথ্যা-  
কলঙ্ক হ'তে বাঁচান, আপনার সমক্ষেও এরা প্রচার ক'ন্তে সাহস করে,  
আমি কুলটা । আমার মুখ দেখুন, ছেলেবেলা হ'তে আমার আচরণ  
ভাবুন, আমার রক্ষা করুন ।

১ম নাগ । তুমি ত' বাছা, এই দেশের সাম্নে স্বীকার ক'লে, একদিন না  
হয় হাত ধ'রেই টেনেচি, তাকি দেশের সাম্নে প্রচার ক'রে বেড়ায় ।  
বাছা তুমি ক'লে, আর দশ জনে ব'ল্‌বে না ।

জয়ন্ত । এতদূর হ'য়েচে । সর্বশক্তিমান্—

( জয়ন্ত নিজ-কুটারে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রোধ করিয়া দিল । )

পদ্মাক্ষী । দরজা খুলুন, দরজা খুলুন ।

১ম নাগ । ( ২য় প্রতি জনান্তিকে ) আগুন লেগেচে, চল হে, রগড়  
পাকান যাক্ ।

২য় নাগ । হে সংমণ্ডলী ! আমি অমৃতপ্ত, আমি সংস্পর্শদোষে ছুঁই হ'য়েচি,  
ধর্ম্মই আমার সহায়, সত্যই আমার পথ ।

[ প্রস্থান ।

জনসত্ত্ব হইতে জনৈক । নষ্ট নাগী, দেখচো না, আমরা প্রথম থেকেই  
জানি ।

[ জনসত্ত্বের প্রস্থান ।

পদ্মাক্ষী । ঠাকুর, ঠাকুর, ওগো, ওগো, একবার দরজা খুলুন ।

জয়ন্ত । তুমি অত্মাসক্তা কুলটা, তোমায় বর্জন ক'রেচি ।

পদ্মাক্ষী । হা দৈবর ।

পদ্মাক্ষীর ভূপতিতা হওন ও ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।

ভৃঙ্গ। বাপের বেটাই তো, বাপের বেটাই তো, কাজ ঠিক উৎরে দিয়েছে।

দেখি, ছুঁড়ীটাকে নিয়ে যদি কিছু করা যায়। (অগ্রসর হইয়া) এই, দিদি যে, দিদি যে, ভায়া বুঝি রাগ ক'রে দোর দিয়েচে? (পদ্মাক্ষী উঠিয়া দাঁড়াইল) তা, যে রকম ঘোঁট চলে। তুমি রাজার কাছে, জয়ন্তের নামে একটা অভিযোগ কর, উপায় হ'য়ে যাবে, এসো।

পদ্মাক্ষী। স্বামীর বিপক্ষে, ছি!

ভৃঙ্গ। স্বামী হ'য়েচে তার হ'য়েচে কি?

পদ্মাক্ষী। সে যে স্বামী, সে যে দেবতা, সে যে ইহকাল পরকাল।

সোণার বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে শেখাতে যেও না, এখানে স্বামীর বিপক্ষে জ্ঞী অভিযোগ ক'ন্তেও সাহস করে।

ভৃঙ্গ। তা হ'লে, সমাজের, জাতের, স্বামীর, সকলেরই ঠেলা হ'য়ে থাক।

তোমার ভালর জন্তেই ব'লচি। স্বামী হ'ক, কিংবা সমাজ হ'ক, বর্জন করুক আর বাই করুক, যদি রাজা নিয়ম ক'রে দেয়, নিতেই হবে।

পদ্মাক্ষী। সে যদি গ্রহণ করে, সে যদি দোষ ভোলে, আমার যা ব'লবে তাতেই স্বীকার।

ভৃঙ্গ। দেখি, আমার হাত-বশ আর তোর বরাত, সঙ্গে আয়।

পদ্মাক্ষী। হে ঠাকুর! আমার স্বামী যেন আমার মাপ করেন, তিনি যেন বোঝেন আমি নির্দোষ, আমার এই ভিক্ষা দাও, আমার এই ভিক্ষা দাও।

[প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য ।

( বল্লভচন্দ্রের বহির্কোণটি । )

বল্লভ উপবিষ্ট ।

বল্লভ । কমল !

নিমন্ত্রণের তালিকা-হস্তে কমলের প্রবেশ ।

কমল । কেন দাদা ?

বল্লভ । ( উদাসভাবে ) কি ক'ছো ভাই ?

কমল । কোন ব্রাহ্মণের নাম বাদ প'ড়লো কি না দেখ্‌চি ।

বল্লভ । দেখো, দেখো, স্বর্গে গেছেন, দেখো ।

[ ফর্দ দেখিতে দেখিতে কমলের প্রস্থানোচ্ছোগ ।

দেখ্‌তে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে, নয় ?

কমল । হ্যাঁ । [ প্রস্থান ।

বল্লভ । কমল !

কমলের পুনঃপ্রবেশ ।

কমল । হ্যাঁ দাদা, আবার ডাক্‌চো কেন ?

বল্লভ । দরকার যে ভাই, তোর দিদি ত' এমন ব'ল্‌তো না ; দেখ,  
তোরা এক কথায় ভুল কৌচকাস, তোরাও মানুষ, সে জীবনে কখন  
উত্তর করেনি, সেও মানুষ । ( কমল লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিল । )  
( স্নেহপূরে ) কমল !

কমল । ( সাগ্রহে ) কি দাদা ?

বল্লভ । এই বল্‌ছিলুম কি, মনটা বড্ড কেমন ক'ছে, অনেক দিনের  
সম্পর্ক, একদিনে কি ভোলা যায় দাদা ! ঘরের যেদিকে তাকাই,  
সেই দিকেই তোর দিদি । তার শিক্ষা, তার পছন্দ, তার সাজান,

স্বর্গে গেলেও যে আমার জড়িয়ে আছে। দাদা, এবার আমার সব খরচ করাও ; লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর উদ্দেশে সব যাক্ ।

কমল । দিদির মত মানুষ বুঝি পৃথিবীতে হয় না । ( চক্ষু মুছিল )

বল্লভ । ( সাক্ষনয়নে ) কেঁদ না, চোখের জল ফেলতে নেই, আমার কে বোঝাবে দাদা ? স্বামী রেখে মরা যে ভাগ্যি ! তুমি ফর্দ দেখগে ।

[ কমলের প্রস্থান ।

### প্রথম বণিকের প্রবেশ ।

১ম বণিক । দাদা মশায়, দাদা মশায়,—

বল্লভ । ( স্নেহে, সাগ্রহে ) কি দাদা, কি দাদা,—

১ম বণিক । বল্লভ আবার নূতন শুকের স্থাপনা ক'ল্লে ।

### দ্বিতীয় বণিকের প্রবেশ ।

২য় বণিক । সর্ব্বশেষে বল্লভ বণিকের ওপর পৃথক্ শুক বসালে ।

বল্লভ । ভয় কি ভাই, রাজা, রাজা আছে, আমাদের সমাজ, আমাদের সমাজ, আমার ঘর থেকে টাকা নাও, একজন গরীব হবে, সমাজের কিছুই ক'ত্তে পারবে না । যাদের সমাজ বাঁধা রইলো, রাজার হুকুমে তাদের ভয় ! কিছু ব'লো না, যা খুসী ক'ত্তে দাও, বাজারীর নিজের ব'লে থাকতে এক মহারাজ বল্লভ আছে, সে আমার কে জানিস ? সে শুধু রাজা নয়, সে আমার, সে আমার বিক্রমপুরের লোক, তার বাপ আমার বাপের বন্ধু, তার পূর্ব্বপুরুষ আমার গ্রামবাসী, আমার গাঁয়ের লোক রাজা, আমার গাঁয়ের লোককে আমার সামনে ধারাপ বলিসনি । পাপ হ'লো, পাপ হ'লো, গাঁয়ের লোকের নিন্দে শুনতে হ'লো, মহাপাপ, এ শোনাও মহাপাপ ।

### কমলসহ বলদেবের প্রবেশ ।

আহ্নন, আহ্নন, পাণ্ড আন, অর্ঘ্য আন, দেব অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ অভ্যা-



গত ! ( করযোড়ে ) দেবতা, দেবতা, আমি পত্নীহারী হ'য়েছি,  
আমার যে প্রণামের অধিকার নেই ।

বলদেব । কুণ্ঠিত হবেন না, আমি সমস্তই জানি । মহারাজ বল্লালের  
বক্ত, আমি প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রণ ক'ন্তে এসেছি । ( পত্নদান )  
বল্লভ । অন্নগ্রহ, রাজ-অন্নগ্রহ, আজ ত' তিনি নেই, তোমরা হাস,  
তোমরাই আনন্দ করো, রাজ-নিমন্ত্রণ, রাজা আমার ডেকেচে, আমার  
বল্লাল আজ আমার ডেকেচে ।

সসজ্জ সৈন্যসহ স্রুষণের প্রবেশ ।

স্রুষণ । হ্যাঁ, ডেকেচে, তবে নিমন্ত্রিত বন্ধু ব'লে নয়, অপরাধী বন্দী ব'লে,—  
রাজসমীপে উপস্থিত হবার জন্ত । বল্লভ, তুমি বন্দী ।

সকলে । সে কি ! সে কি !

স্রুষণ । রক্ষিগণ ! বন্দী কর !

সকলে । কখনই নয় ! কার সাধ্য বন্দী করে !

( বণিকদ্বয় ও কমল অস্ত্রধারণ করিল । )

স্রুষণ । আমি, সপ্ত-সমাজের নেতা ও অধীশ্বর মহারাজ বল্লালের নাম  
উচ্চারণ ক'রে ব'ল্গি, যে বাধা দেবে, আবদ্ধ হবে । ক্ষুদ্র বল্লভ,  
তুমি বিদ্রোহী, তুমি বন্দী ।

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । না, না, কখন নয় । সে ক্ষুদ্র নয়, ক্ষুদ্র তুমি, সে মহৎ, সে  
অতি মহৎ । অত্যাচারের নাম রাজধর্ম নয় । শোন স্রুষণ, আমি  
প্রতিভু, বিচারের জন্ত যখন প্রয়োজন হবে, মহাত্মা বল্লভকে আমি  
উপস্থিত ক'রবো । মুক্ত কর, জগদীশ্বরের নামে মানীকে সম্মান দাও,

স্থান ত্যাগ কর, জেনে রাখ, মানীকে সম্মান, নিজেকে সম্মান, মানীকে সম্মান, জগদীশ্বরকে সম্মান।

[ সৈন্তসহ স্রবেণের প্রস্থান।

বল্লভ। বাবা, বাবা, হত্যা ক'ত্তে এলে যে আদর ক'রে নিয়ে যেতে পারে, এ কথা তার মুখেই মানায়। এসো, দেবতা এসো, এসো নররূপী নারায়ণ এসো! ওবে মানুষ দেখ, সোণার বাজালায় সোণার মানুষ দেখ! দেবতা, পাণ্ড নেবে এসো, এস দেবতা, এই আমার মাথা, এই আমার অর্ঘ্য।

( ভূমিতে মস্তক রক্ষা। )

লক্ষ্মণ। কি ক'চেন, কি ক'চেন, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ।

বল্লভ। বাবা, বুড়োর একটা কথা রাখ। তোমার পায়ের ধূলো, তোমার বাড়ীতে একবার ছড়িয়ে দেবে এসো।

লক্ষ্মণ। উঠুন, চলুন, মায়েদের প্রণাম ক'রে আসি।

বল্লভ। আয় বাবা, ক্রীতদাসকে পবিত্র ক'বি আয়।

( লক্ষ্মণকে লইয়া বল্লভের গমন। )

বলদেব। বাজালা, তুমি সোণায় ভরা থাকবে না ত' থাকবে কে? আর কোন্ দেশে রাজা প্রজাঙ্গ এমন মিল? আর কোন্ দেশে এমন লক্ষ্মণ জন্মায়, এমন বল্লভ হয়?

( বলদেব কুমার লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন। )

তৃতীয় বণিকের প্রবেশ।

৩য় বণিক। কি হ'য়েছিল হা?

কমল। ওই, রাজার লোক দাদামশায়কে ধ'ত্তে এসেছিল।

৩য় বণিক। অ্যা!

কমল। দাদা যে কেবল “রাজা” “রাজা” ক’রেই অস্থির, নইলে একবার দেখিয়ে দিতুম।

ওন্ন বণিক। লক্ষ্মণ এসেছিল নয় ?

কমল। এসেছিল বেটা খোসামুদে রামপ্রসাদে, খোসামোদ ক’ত্তে।

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। রাজনিন্দা ক’চো! অষ্টদিকপালের অংশে নিম্নিত চক্রবর্তী মহারাজকে যে কটু বলে, সে চণ্ডাল।

কমল। ফকা ব’লে একশো বাব সই, তাই বুঝি ? তবে রে বিট্লে।

( সকলে মিলিয়া বলদেবকে প্রহার করিতে গেল। )

বলদেব। ( একপদ হটিয়া ) ছর্কিনীত বণিক, ব্রাহ্মণের অপমান ক’ত্তে সাহস কবিস্ ? স্ত্রমে ক’তে কুমে ক’ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, আজ্ঞা যাদের আজ্ঞানত, সেই ঋষি-আদেশ-প্রচারকারীর এই অপমান, জানিস্ বিধাতা কাণে পৌছুবে। বসুমতী গতিহীন হ’তে পারে, সূর্যের আলোক নাশ হ’তে পারে, তবু, নির্দোষ রাজার নিন্দাকারী, নিরীহ ব্রাহ্মণের অপমানকারী, এহ গর্কিত জাতির পতন, হবে, হবে নিশ্চয় হবে।

কমল। কি, ছোটমুখে বড় কথা !

( সকলের বলদেবকে প্রহার। )

বলদেব। উঃ।

কুমার লক্ষ্মণ ও তৎপশ্চাতে বল্লভের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ( বল্লভ প্রতি ) একি বয়ীমান্ ! একি অত্যাচার ?

( সকলে প্রহার বন্ধ করিল। )

বল্লভ। এরা বালক, এরা বালক, উদ্ধত, কমা ককন, কুমার, কমা ককন।

[ বলদেবকে লইয়া লক্ষ্মণের প্রস্থান। ]

লক্ষ্মণ। ( ক্রুদ্ধভাবে ) আসুন দেবতা ।

বল্লভ। ( বণিকৃগণ প্রতি ) কি কল্লি ? কি সর্বনাশ কল্লি !

কমল। ( বল্লভ প্রতি ) তা কি হবে, ( বণিকৃগণ প্রতি ) এস হে ।

[ বণিকত্ৰয়সহ কমলের অগ্রদিকে প্রস্থান ।

বল্লভ। আমার মুণ্ড নাও, আমার জাতিকে রক্ষা কর', আমার জাতিকে রক্ষা কর' ।

[ লক্ষ্মণের অহুগমন ।

## পঞ্চম দৃশ্য ।

( রাজ-উদ্যানের একাংশ । )

বর্ষাহস্তে চিস্তিতভাবে ছুলীনের প্রবেশ ।

ছুলীন। আমি কে ? একজন আশ্রয়হীন । ছেলেবেলায় বাপ মা ম'ল, ~~কি~~ ভেসে বেড়ানুম । গরীব ব'লে ধনী আমার ঘৃণার চক্ষে দেখলে, জ্ঞান ~~কি~~ সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধনীকে ঘৃণা ক'তে শিখলুম, বায়াজুম শাহ আশ্রয় দিলে, বুঝলেম ধনীর মধ্যে বুঝি সেই উদার । কিন্তু কুমার লক্ষ্মণ আমার সব ব'দলে দিলে । কি ক'লে প্রভু ! ইচ্ছে হ'চ্ছে, ছুটে গিয়ে মহারাজ বল্লালকে বলি, ধর্ম্মগিরি বিশ্বাসঘাতক, গালব বিশ্বাস-ঘাতক, কিন্তু কুমারের নিষেধ । এখন' তিনি সময় দিচ্ছেন উভয়কে, নিজেদের ভুল নিজেদের শোধরাবার জন্তে । তাই নিজে প্রকাশ ক'চ্ছেন না, আমারও ব'লেতে দিচ্ছেন না, কি উদারতা, কি মহত্ব !

( কিয়দূরে গালব ছুলীনের প্রতি বর্ষা লক্ষ্য করিতেছে হঠাৎ দেখিয়া )

( চমকিয়া ) এক্তি ! আমার লক্ষ্য ক'চ্ছে, সাধনান গালব, এখনও

সাবধান, আমিও নিরস্ত্র নই। ( গালবের প্রতি বর্ষা লক্ষ্য করিয়া হটিতে হটিতে ) স্বচ্ছন্দে এগুতে পার, কিন্তু একটু যদি হাত নড়িয়েচ' এ অঙ্গে তোমার মৃত্যু।

( উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিল, গালব অগ্রসর হইতে হইতে ছলীনের সম্মুখে আসিল। )

গালব। এখন' দলে ফের'।

ছলীন। ( পূর্ববৎ দৃষ্টি রাখিয়া ) না।

গালব। ( পূর্ববৎ দৃষ্টি রাখিয়া ) তুমি বিশ্বাসঘাতক।

ছলীন। ( পূর্ববৎ দৃষ্টি রাখিয়া ) বিশ্বাসঘাতক তুমি।

সৈন্ত্যসহ বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। ( গালবকে দেখাইয়া ) বন্দী করো। (ছলীনের প্রতি) জান্তে পেরেচি, বালক, গালব অবিশ্বাসী। তুমি কৃতজ্ঞ, রাজভক্ত প্রজা। গোড়েশ্বরীর আশীর্বাদ তোমার অক্ষয় বর্ষ হবে।

( ছলীনের নতমস্তকে আশীর্বাদগ্রহণ। )

( সৈন্ত্যগণ প্রতি ) নিষে যাও। ( ছলীনের প্রতি ) এসো বালক!

[ সৈন্ত্যগণ গালবকে বন্দী করিয়া একদিকে লইয়া গেল,  
বলদেব ও ছলীনের অপরদিকে প্রস্থান।

[ শক্তিতভাবে, চতুর্দিকে চাহিতে চাহিতে বেন কাহাকে অবেষণ  
করিতেছে এরূপভাবে, ধর্মগিরির প্রবেশ ও  
অপরদিক দিয়া মহারাজ বজ্রালের আগমন। ]

বজ্রাল। ধর্মগিরি!

ধর্মগিরি। আদেশ করুন।

বজ্রাল। গালব বোধ হয় বন্দীকে ধ'রেছিল, অবেশই বাধা দেয় ?

ধর্মগিরি। গালব কিন্তু এইরূপ বলে।

বল্লাল। গালব আপনার অতুগত, আপনি বোধ হয় বিশেষভাবে তার পক্ষ-সমর্থন ক'রবেন না; উদার লক্ষণও হয় ত' কারুর অনিষ্টের আশঙ্কায় সত্যপ্রকাশ ক'রবেন না, এরূপ অবস্থায় আমি ভাল বুঝি, সুতরাং, নগর-রক্ষকের পরিবর্তে প্রধান গুপ্তচর হ'ন, বালক ভুলীন তাঁর সহায় হ'য়ে কার্য-শিক্ষা করুন। (ধর্মগিরি চমকিত হইল।) ধর্মের সংস্কার অতি আবশ্যিক, আপনি পূজাকার্যে সর্বদাই ব্রতী থাকুন, উপস্থিত শাস্তিই আছে, বলদেবই আপনার কার্যগ্রহণ ক'তে পারেন। কে আছে?

(সৈন্তস্বরের প্রবেশ ও সামরিক নিয়মে অভিবাদন।)

যাও, দেবীমন্দিরে নব রাজ-পুর্বোহিতকে স্থান দেখাও। (ধর্মগিরির প্রতি) আপনি অগ্রসর হ'তে পারেন।

ধর্মগিরি। বেরূপ অভিকৃতি।

বল্লাল। আমারও বিশ্রাম আবশ্যিক।

[সৈন্তস্বরের পশ্চাতে ধর্মগিরি একদিকে যাইল, অপরদিকে মহারাজ যাইলেন। যাইতে যাইতে একই সময়ে ধর্মগিরি ও মহারাজ বল্লাল পশ্চাতে চাহিলেন, চোখে চোখে পড়িতেই ধর্মগিরি শঙ্কিতভাবে মুখ ফিরাইয়া সৈন্তসহ প্রস্থান করিলেন।]

বল্লাল। (স্বগত) ধর্মগিরি, কার বিপক্ষে যড়যন্ত্র ক'তে চাও, বল্লাল বালক' নয়, বাল্যলার অধীশ্বর, সন্ত-সমাজের নেতা, ব্রাহ্মণের অতুগ্রহ ও আশীর্বাদের পাত্র।

(মহারাজ বল্লালের প্রস্থানোত্তোগ।)

পদ্মাস্কীর প্রবেশ।

পদ্মাস্কী। রাজা, রাজা, একটু দাঁড়ান, আমি কুলীন-পত্নী, ক'দিন হ'তে সাক্ষাতের আশায় অতিবিশালার প'ড়ে আছি।

বল্লাল। তোমার কি অভিযোগ বলা ?

পদ্মাক্ষী। সমাজ আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'ছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে ধর্মের আবরণের মধ্যে রেখে, প্রমাণ ক'তে চান, আমি কুচরিত্রা, বর্জনের যোগ্য। আমি নির্দোষী, তবু বলেন, কুলটা। ক'দিন হ'তে সমাজের দ্বারে দ্বারে অনুগ্রহ চেয়ে বেড়িয়েছি, পাই নি। আপনি রাজা, দেশের শান্তিদাতা, আমার শান্তি দিন, আমার হারা-স্বামী ফিরিয়ে দিন।

বল্লাল। তুমি সমাজের নিকট আবার আবেদন করো।

পদ্মাক্ষী। সমাজ দেখেও দেখছেন না, সকলেই নিজের স্বার্থে অন্ধ, সকলেই শোনা কথায় আমার দোষী স্থির ক'ছেন। আমি কুলটা নই, নির্দোষ, তবু জোর ক'রে ব'লছেন আমি দোষী, আপনি বিহিত করুন। আপনার নিকটেই আমার শেষ আবেদন।

বল্লাল। দেশের মুখে ধর্ম, তোমার স্বামী যদি তোমায় ত্যাগ করেন, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ত্যাগের ক্ষমতা আছে, কিন্তু গ্রহণ ক'তে বাধ্য করানর নিয়ম সমাজের বা রাজার নাই।

পদ্মাক্ষী। যদি না থাকে, আপনি নিয়ম স্থাপন করুন। পুরুষে বহু-পত্নী গ্রহণ ক'রবেন, মহাকুলীন ব'লে জরাগ্রস্ত অবস্থায় গঙ্গাতীরে এসেও শ্রাণ-বাটে বালিকা-পত্নী গ্রহণ ক'রবেন, তার নিয়ম আছে, আর আমি নির্দোষা, দুর্বলা নারী, তাই বোধ হয় আমার গ্রহণ ক'রবেন না, কারণ নিয়ম নাই ! পুরুষ ব্যভিচার ক'রবেন, কারণ তাঁদের শক্তি আছে, তাঁরা শাস্ত্রকর্তা, নিয়মকর্তা ; নারী দুর্বলা, নিয়মের অধীনা, তাই বোধ হয়, তারা নির্দোষা হ'লেও তাদের গ্রহণ ক'রবার নিয়ম নাই। আপনি রাজা, নিয়মের কর্তা, নিয়ম করুন, যদি বিনাদোষে আমি সমাজ-চ্যুত হই, যে আমার সমাজচ্যুত ক'রেচে, যাদের জন্ত আমি দোষী হ'য়েছি, সেই পুরুষজাতিও সমাজত্যাগ ক'ক'।

বল্লল। ব্যাপিকা-নারী, তুমি বহির্গত হও, সতাই তুমি বর্জনযোগ্য।

[ বল্ললের প্রস্থান। ]

পদ্মাক্ষী। ঠিক হ'য়েচে, ঈশ্বর আমার উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েচেন, স্বামী ছেড়ে, নারীর পরম-গুরু পতি ছেড়ে, অপরের কাছে অভ্যুযোগ ক'তে এসেছি, তার ঠিক ফল হ'য়েচে। আবার তার কাছেই ফিরে যাই। যে সর্বস্ব, তারই আশ্রয় নিই গে। আজ বুকেচি, নারীর ইহকালের পরকালের সহায়, সমাজ নয়, রাজা নয়, হৃদয়ের অধীশ্বর স্বামী, সমস্ত পৃথিবী নয়, আজ বুঝ্লেম স্বামী। হিন্দুনারীর সর্ববিষয়ের স্বাক্ষর, শাস্তদাতা, জ্ঞাতা, সাকার ঈশ্বর এক স্বামী, এক স্বামী, এক স্বামীই সর্বস্ব !  
( প্রস্থানোত্তোগ। )

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। তুমি এখানে ! ও, ক'দিন হ'তে শুনিছিলুম বটে, তুমি গৃহত্যাগ ক'রে এসেচো।

পদ্মাক্ষী। গৃহত্যাগ ক'রিনি নাব, রাজার অতিথিশালা, সে যে দেবমন্দির, সেইখানেই ছিলাম।

বলদেব। (স্বগত) শক্তি, মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ ক'রে ছলনা ক'তে দাঁড়িয়েচে, একরকম বুঝিয়ে দেবেই। পাখী ঢের রাধাকৃষ্ণ বলে, শুধু শেখা বুলি আওড়ায়।

পদ্মাক্ষী। একটা কথা বলুব, আমি আমার ভুল বুঝ্তে পেরেচি, আমি স্বামীর বিপক্ষে অভিযোগ ক'তে এসেছিলাম, কি শাস্তি নিলে সে পাপস্বয় ?

বলদেব। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। হিন্দুনারী আর মাতীর হাঁড়ী, একই জিনিস, যদি উচ্ছিষ্ট হয়, ফেলে দেওয়াই বিধি।

[ বলদেবের প্রস্থান। ]



পদ্মাক্ষী। কি কল্পম, ভূঙ্গসেন আমার কত আশ্বাস দিলে, আনন্দে,  
আমায় স্বামীর বিপক্ষে নাচালে, সমাজের দোরে দোরে ঘোরালে,  
নিজের স্বার্থ পেলে না, আপনি স'রে গেল। সমাজের কোলে কত  
ভূঙ্গসেন আছেন, তাঁরা শাসন পাবেন না, রাজা বলবান, তাই  
নির্দোষকে “বর্জনের যোগ্য” ব'লেও শাসন পাবেন না, আমি দুর্ব্বলা,  
অশিক্ষিতা নারী, তাই বত শাসন তা' আমাকেই নিতে হবে। হায়  
সমাজ, আপনাদের মধ্যে নামিয়ে দিতে কত লোক আছেন, কিন্তু  
হাত ধ'রে তোলবার লোক দেখতে গেলে, খুঁজে পাওয়া যায় না।  
মা, মা, কেন আমার পেটে ধ'রেছিলে? ওগো, নষ্ট ক'ত্তে সকলে  
আছে, রাস্তা দেখিয়ে দিতে আপনাদের কে আছেন, আসুন। কে  
দাতা আছেন, আমার ভিক্ষা দিন, আমার স্বামীর পায়ে কাছ নিয়ে  
চলুন, আমার সংপথ দেখিয়ে দিন। আমি গরীবের মেয়ে, না বুঝে  
স্বামীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি, প্রথম ভুল, একবারের ভুল, মাপ করান;  
এ দোষ হ'তে আমার জ্ঞাপ করুন।

[ পদ্মাক্ষীর প্রস্থান। ]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান ;—গোড়, বল্লাল-বাড়ী।

প্রাসাদ—অদূরে সিংহদ্বার।

[ একদিকে পটুবস্ত্র-শোভিত মহারাজ বল্লাল এবং অপরদিকে অমাত্য রাজ-  
পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ ও চৌরোদ্ধরণিক ইত্যাদি। ]

রাজঅমুচরগণের ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ। ]

বল্লাল। ( বলদেবের প্রতি ) আচার, বিনয়, বিত্তা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন,  
নিষ্ঠা, বুদ্ধি, তপঃ ও দানবুদ্ধি ব্রাহ্মণকে প্রথম আসন দান করুন,

শ্রোত্রিয় তৎপণ্ডাতে থাক্, কিন্তু স্বয়ং রাখবেন, মালাচন্দনের প্রথম অধিকার শ্রোত্রিয়ের। কুলাচার্যাগণকে পৃথক্ বৃত্তি দান করুন, তাঁরাই জাতির ইতিহাস। তাঁরাই সং অসং কার্য্য কীর্ত্তন ক'রে জাতির প্রত্যেকের উন্নতিসাধন কছেন।

[ বলদেব সম্মতি জানাইল এবং প্রস্থান করিল।

( ধর্ম্মগিরির প্রতি ) সপ্ত সমাজ-অন্তর্গত বর্ণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেক নেতার অভ্যর্থনার ভার, আপনার উপর হস্ত থাকুক, অগ্রসর হ'ন, কার্য্যের গুরুত্ব অমূল্যব করুন।

[ ধর্ম্মগিরির সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান।

সুধেণ ! দরিদ্র ও অনাহত প্রজার সম্মানের ভার তোমার, প্রাণপাত-পরিশ্রমে সকলের মর্য্যাদা রাখ।

[ সুধেণের প্রস্থান।

( অমাত্যের প্রতি ) বন্দীদের মুক্ত ক'রে দাও, দেশ অদীন কর', মুক্ত-হস্ত হও, স্বর্ণ, ভূমি, অশ্ব কিম্বা যান, ইচ্ছামত বোগ্যপাত্রে বিতরণ কর', সবৎসা গাভী দাও, অন্ন ঘৃত ও তিল দানে, সোণার বাংলা স্বর্ণময় ক'রে ফেলো, দেশ ধনশালী হ'ক্, বজ্রাল-যজ্ঞে বাজালীর কীর্ত্তি, প্রজার হৃদয়ে হৃদয়ে লিখিত থাক্।

অমাত্যের প্রস্থান এবং সুধেণের প্রবেশ।

সুধেণ। মহারাজ যশস্বী হ'ন্। "পঞ্চকোট" "কলিঙ্গ" "মগধ" ও "মিথিলেশ্বর" উপঢৌকন দিচ্ছেন।

বজ্রাল। গ্রহণ কর', সম্মান জানাও, মঙ্গল-ইচ্ছা প্রকাশ কর', আনিত জব্যের বিংশতিগুণ রাজ-আশীর্বাদরূপে অগ্নির দ্রব্যে প্রত্যর্পণ কর'।

নিবীত আকারে যজ্ঞসূত্রধারী ভৃঙ্গসেনের ধামা-হস্তে প্রবেশ।

ভৃঙ্গসেন। সব মাটি ক'লে, এক বণিক্ হ'তে যজ্ঞ পণ্ড হ'তে ব'সেচে,  
সমস্ত বণিক্-সম্প্রদায় অভুক্ত অবস্থায় ফিরচে।

বল্লাল। সে কি! দেখো, কারণ অনুসন্ধান করো।

ভৃঙ্গসেন। কারণ মাথা আর মুণ্ড, বৃহৎ ব্যাপার, কাজেই শূদ্র-ভোজনের  
পর বণিকদের আহ্বান হ'য়েচে, বলে, ও শূদ্রের স্পৃষ্ট হ'য়েচে খানো  
না, বোঝাতে গেলুম, বলে রেখে দাও তোমার কথা, একেবারে  
আশুন।

বল্লাল। যাও, পুনরায় আসন গ্রহণ ক'তে বসো, সমস্ত শুকের অব্যাহতি  
হবে, সূবর্ণবণিক্ ধনশালী থাকবে, তারা আবার আসন গ্রহণ করুক।

( ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান )

জাতীয় অত্যাচার জাতীয় বর্ষণ, ধনগর্ভিতের উপযুক্ত পরিণাম,  
শান্তি, শিক্ষা, নাশ, ধ্বংস।

ভৃঙ্গসেনের পুনঃপ্রবেশ।

ভৃঙ্গসেন। তারা অনুগ্রহ চায় না, বলে, রাজার ও ছকুম আবার  
শুনবো কি!

বল্লাল। রাজ-অনুগ্রহ নিলে না? ধনগর্ভিত বলভ, নীচ, দুর্কিনীত  
দাস্তিক বণিক্! তবে ফল ভোগ কর। কে আছে, রাজ-  
আহ্বান-গোচর করো, সকলে মিলিত হও, সপ্ত-সমাজের আদেশ  
শোন।

( নেপথ্যে দামামা বাজিল। চতুর্দিক হইতে ধর্ম্মগিরি, বলদেব, গালব,  
সুবেণ, বলভ ও বণিকগণ প্রভৃতি এবং কমল আসিল। )

উত্তর দাও, আসন গ্রহণ করতে প্রস্তুত কি না?

কমল। না।

বল্লাল। শুকের অব্যাহতি হবে।

কমল। শুক ভিক্ষাদানমাত্র।

বল্লাল। দাস্তিক বণিক্, তুমি তোমার জাতির প্রতিনিধিরূপে উত্তর ক'চো, বণিক্-সম্প্রদায় সকলে উপস্থিত, এ উত্তরে কেউ প্রতিবাদ ক'ছেন না, আবার বল্চি, এখন' আসন গ্রহণ করুন। শুকের অব্যাহতি হবে।

কমল। না।

বল্লাল। বলভ, উত্তর শুনলে? রাজার প্রতি প্রজার এই আচরণ, কোন্ জাতির উপযুক্ত? উত্তর করো, কোন্ জাতির উপযুক্ত? রাজার সমক্ষে প্রজাব ঔদ্ধত্য প্রকাশ, নীচতার পরিচায়ক কি না? উত্তম বর্ণ ও জাতিকৃত ব্যবহারের বিন্দুটি ও বর্জন কি না? উত্তম, বলভ তবে আজ হ'তে তোমার সম্প্রদায় পৃথক্ জাতিরূপে পরিগণিত হ'ক্। এসো।

( অম্বুচরবর্গ ও অমাত্যাদিসহ মহারাজ বল্লালের প্রস্থান )

বলভ। রাজা, রাজা, কি ক'লে? কি ক'লে? জাতিনাশ ক'রো না, ক্ষমা, ভিক্ষা, সূর্য্য তোমার নয়নে প্রকাশ হ'ছে। তুমি অষ্টদিক্-পালে নির্মিত হ'য়েচো, সমাজ রাখ', জাতি রাখ', ধর্ম রাখ', অশান ক'রো না, রাজা, রাজা, কি ক'লে? কি ক'রে দিলে।

( রাজাভিমুখে প্রস্থান ও উন্নতবৎ তথনি কিরিয়্য )

চলো, চলো কমল, আবার আমরা পায়ে ধরি গে, আবার মাগ চাই।

কমল। এখন কি রাজাকে চিন্তে পার নি?

বলভ। না, না, এখন' সে আমার সেই বল্লাল, এখন' সে বাঙ্গালীর গর্ক, এখন' সে বাঙ্গালী, আমার জাত, বাপে রাগ ক'রেচে, রাজার রাগ ক'রেচে, প্রতিবেশীতে রাগ ক'রেচে, অপমান ভাবতে নেই, যে

অপমান ক'ত্তে জানে, সেই আদর ক'ত্তে পারে, অপমান করারঃ  
লোকই আদর করে, আদর করার লোকই অপমান ক'রে যায়।

[ কমলকে লইয়া বল্লভের প্রস্থান।

## সপ্তম দৃশ্য।

( জয়ন্তের কুটীরসম্মুখস্থ পথ। )

বিমর্ষভাবে জয়ন্ত উপবিষ্ট, তৎপার্শ্বে প্রথম নাগরিক দণ্ডায়মান।

১ম নাগ। তুমি যখন তার হাতে খেয়েচো, তখন তোমার আর জাত কৈ ?  
জয়ন্ত। হুঁ।

১ম নাগ। সে মাগী এখন একেবারে যাচ্ছেতাই হ'য়ে প'ড়েচে, সমস্ত পাড়া  
যজ্ঞাচে।

জয়ন্ত। হুঁ।

১ম নাগ। এখন রাজবাটিতেই রাত কাটাচ্ছে ; দেখ, আমি বলি তুমি  
বে-খা ক'রো, তবে প্রাণে বড় চোট্টা লেগেচে, পাগল হও নি এই  
চের। তবে একবরে হ'য়ে আহ, করা যায় কি, সমাজ ত' আর  
অমান্য ক'ত্তে পারি না, ছেলেমেয়ের বিয়ে ত' দিতে হবে। আমি  
বরং বলি, তুমি একটা বৈধ প্রায়শ্চিত্ত কর', পাঁচ জনারে ডাকাও,  
সমাজ যদি দয়া করেন, তোমায় নিতেও পারেন।

জয়ন্ত। হুঁ।

১ম নাগ। নইলে যেখানেই যেতে চাও না কেন, সকলই ছন্ন ছন্ন  
ক'রবে। যাই, আবার বৈধ জ্ঞানটা ক'রে ঘরে কিরে যেতে হবে।  
তোমায় উপদেশ দিতে যখন এসেছি, তখন সমাজ একটু বৈধ জ্ঞান  
কন্নিবে নেবে বৈ কি।

জয়ন্ত । হাঁ ।

১ম নাগ । ( স্বগত ) একেবারে শুন্ । কেমন, কুলীন হও, মৰ্যাদা চাও,  
(প্রকাশে) চল্লম্ দাদা, আমরা গরীব লোক, আমাদের সমাজই সৰ্ব্বশ্ব ।

[ প্রস্থান ।

জয়ন্ত । ( দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ) ঈশ্বর ।

( জয়ন্তের চিন্তা । )

### পদ্মাক্ষীর প্রবেশ ।

পদ্মাক্ষী । সেই স্বামী, সেই আমারি ঘর, কি ক'রে ব'ল্‌বো আজ, আমার  
অপরাধ ভোল, আমায় নাও প্রভু ! কেউ আমার দেখলে না, আমার  
আশ্রয় তুমি, তুমি না ঠাই দিলে, আমার ব'ল্‌তে যে কেউ নাই ঠাকুর ।  
জয়ন্ত । কে ? এসেচিস্ । এখানে কেন ? এখানে কেন ? যাও, লজ্জা  
করে না, লজ্জা করে না, এখনো সরে যা । আমার মুখ পোড়াস্ নি ।

পদ্মাক্ষী । মাপ করো, শুধু মাপ—

জয়ন্ত । রাজার কাছে ত রাত কাটাতে গিছিলি, তোর রাজা কি  
ক'ল্লে ? যাও, রাজাব কাছে কিরে যাও । আমার গৃহে তোর  
স্থান নেই ।

পদ্মাক্ষী । আমার দোষ হ'য়েচে ।

জয়ন্ত । তুই কলঙ্কিনী ।

পদ্মাক্ষী । ( সগৰ্বে ) মিথ্যে কথা ।

জয়ন্ত । বল্‌ অপর পুরুষে তোর হাত ধ'য়েচে কি না ? তোকে ছুঁয়েচে  
কি না । ভূদ্রসেন তোর হাত ধ'রেছিল ?

পদ্মাক্ষী । হাঁ ।

জয়ন্ত । তোকে ছুঁয়েচে, তোর হাত ধ'য়েচে, আর কিছু জান্‌বার দরকার  
নেই, তুই পতিতা, এ গৃহে তোর আর অবস্থান নেই ।

পদ্মাক্ষী। আমি ত' হাত ধরো ব'লে হাত বাড়িয়ে দিতে যাই নি। আমি  
কি সেধে ব'লতে গেছি, হাত ধরো।

জয়ন্ত। আবার উত্তর ক'চিস্, যে বেষ্ঠার গর্ভজাত, সেও তোর চেয়ে  
ভাল।

পদ্মাক্ষী। ( গর্ভবিস্ফারিত-নেত্রে ) কি ?

জয়ন্ত। আবার চোখ রাঙাতে এসেচিস্, আমি তোকে বর্জন করিচি,  
দেখি, কে তোকে গ্রহণ করায়।

পদ্মাক্ষী। বিনাদোষে বর্জন ক'রবে, আবার কটু কথা বলবে, আমিও  
প্রতিজ্ঞা কর্চি, যদি আমি সজীৱ গর্ভসমুত্তা হই, আমিও দেখাবো,  
এই আমার গ্রহণ করবার জন্য তুমিই উপযাজক হবে, দরিদ্র ভিক্ষুকের  
ছায় নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চাইতে আসবে।

জয়ন্ত। কুলটার এত স্পর্ধা, ( সবলে পদ্মাক্ষীকে আকর্ষণ ও ভূপাতন )  
খুন ক'রবো, এমনি ক'রে খুন ক'রবো ( পদাঘাত ) কার জন্তে আমি  
সমাজবর্জিত, ঘৃণ্য, হেয় কুকুর ? তোর জন্তে, তোর জন্তে ( পুনঃ পুনঃ  
আঘাত । )

পদ্মাক্ষী। আঃ ( অট্টোত্ত হইয়া গেল । )

জয়ন্ত। মরো, মরো, আমিই গঞ্জনা নিতে রইলুম, গঞ্জনা নিতে, পাগল  
হ'তে, উঃ, মাথার ভেতর দিয়ে কি যাচ্ছে, মাথার ভেতর দিয়ে কি  
যাচ্ছে, পাগল আর কিসে হয় ? আর কিসে হয় ? এমনি ক'রে হয়,  
এমনি করে হয়, এমান করে হয়।

[ বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে উদ্ভতবৎ প্রস্থান ।

পদ্মাক্ষী। না ( উত্থান ) পৃথিবীতে একা রেখে গেল। বাঁকু, ক্রোধের  
তাড়নায় কি ক'ল্লেম। ভগবতি ! আমার মুখ দিয়ে এ দিব্যি কেন  
বার ক'ল্লে না ? তুমি ক'র, তুমি বাণী। আর একবার কি  
বোঝাতে যাবো ? না, না, না, কেন বোঝাবো, সমাজের দ্বারে

দ্বারে ভিক্ষকের ভাব কেন ঘুরবো, কেউ ত' আমার দেখলে না। সমাজ দোষহীনা জেনেও বর্জন ক'লে, রাজা নির্দোষ বুঝেও নিয়ম ক'লে না। স্বামী, সেও নিলে না, স্বৈচ্ছাচার ক'লে, আমি সমাজের নই, রাজার নই, স্বামীর নই, হ'তে চাইনে। আমি সকলের শত্রু হবো, যে রাজা আমার প্রতি অত্যাচার ক'লে, যে সমাজ আমার দেখে দেখলে না, দেখবো, সে রাজা কত প্রবল, সে সমাজ কত বলবান, সে স্বামী কত নিষ্ঠাবান। এই আমার স্বামীর গৃহ, পুণ্যানিকেতন। প্রণাম নাও। স্বামী, দেবতা, পুরুষহোয়ার যদি দোষ হ'য়ে থাকে, তোমার পারের ধুলার সে পা পৌঁছে না, আমার অগতি কখন হবে না, কিন্তু নিষ্ঠাবান পুরুষ, সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে নোব, নারী অপেক্ষা তোমাদের জাত কত সৎ। দেখিয়ে দোব, নারী দুর্বল, তাই তাদের উপর তাড়না হ'চ্ছে। সমস্ত ব্যভিচারী পুরুষ, গর্ভভরে পৃথিবীর ওপর বেড়াবে, সমাজের সমক্ষে গণিকা সৃষ্টি ক'রবে, সমাজ দেখবে, তবু শাসন ক'রবে না, দুর্বল। রমণী, তারই তাড়না হবে। সমাজ, তুমি পৃথিবীর সমালোচনা কর, আমার মত নিরাশ্রয়কে দেখ না, হিন্দু! তুমি শাসন নিয়ে আড়ম্বর কর, পর-নারীভক্ত নরের দিকে ফিরেও তাকাও না।

### ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। সত্য, খুব সত্য, আমি তোমার সাহায্য ক'রবো, সমাজ নামে যদি কোন ক্ষমতাশালী শক্তি থাকে, প্রতিবিধান করুক। হিন্দুর হিন্দু নামে যদি কোন গর্ব থাকে, প্রতিবিধান করুক। হ'ক সে রাজা, হ'ক সে সমাজের পতি, দোষী পুরুষকেও শাস্তি দিক। যে সমাজ সে শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক, সে সমাজ নয়, শাসন, শিষ্যের লীলাভূমি। এসো, অমৃতপান করো ভয়, এসো, প্রতিহিংসা নিতে উৎসাহিতা হ'ও, এসো, জর্জরিতা মাতা এসো, হিন্দু-কদাচার পৃথিবীর কাণে ঢেলে



দাও, প্রতিহিংসা নাও, অলো, জালাও, সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে প্রতি-  
হিংসা নাও, অবিচারের মর্ষভেদী বিবাক্ত ছুরির ফলা, কুৎসিত সমাজের  
বুকের ভিতর বসিয়ে দেবে এসো ।

[ ধর্মগিরি ও পদ্মাকীর প্রস্থান ।

সুধেগসহ দুলীনের প্রবেশ ।

দুলীন । এসো, অনুসরণ কবো, বিপদের নিশ্চয় সন্ধান পাবে ।

( উভয়ের অনুসরণ ও সাধানন্দেব প্রবেশ । )

সাধানন্দ । যা মা প্রকৃতি, তোর কোমলতা ফেলে কঠিন হ'গে যা, নারী !

মহাশক্তি !! তুই মাতারূপে সন্তানকে অমৃত দিস্, পত্নীরূপে পতিকে  
সুখী করিস্, কণ্ডারূপে সেবা দেখাস্, আর সকল ত্যক্তা হ'লেই বুঝি  
এই গণিকারূপে সমাজেব সর্বনাশ ক'ন্তে ছুটিস্ ।

[ প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।

( বল্লভচন্দ্রের বহির্কীর্টি । )

বল্লভ ও কমল দণ্ডায়মান ।

বল্লভ । ( উদ্ভিন্নভাবে ) এলো না, এলো না, কেউ এলো না ? ভাল ক'রে  
দেখ, একজনও এলো না ?

কমল । না দাদা, কেউ আসেনি, একজন ব্রাহ্মণও উপস্থিত হয় নি ।

বল্লভ । এত' আয়োজন, এত' আয়োজন, সপ্ত-সমাজ নিমন্ত্রণ হ'য়েচে,  
একজনও এলো না ? সব পণ্ড হ'লো, সব পণ্ড হ'লো ।

কমল । এই রকমই ক' বোধ হ'চ্ছে ।

বল্লভ । চুপ, চুপ, শব্দ শুনতে পাচ্চো, শব্দ শুনতে পাচ্চো ? শোন, শোন, পায়ের আওয়াজ হ'চ্ছে, ওই কে আস্চে, ওই কে আস্চে, অভ্যর্থনা কর, সকলকে অভ্যর্থনা কর ।

কমল । ( কিয়দূর গিয়া ) কৈ দাদা, কেউ ত' নেই ! বাইরে সকলেই তেমনি গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে, তেমনই মুখ চুপ । পাছে চোখোচোখী হয়, লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ।

বল্লভ । দেখো, দেখো, আমার বল্লাল কত বড় বোঝ'। আমার প্রতিবেশীর কত প্রভুত্ব দেখো, কেউ আস্চে পাশে না, কেমন হ'য়েচে, কেমন হ'য়েচে, কেউ আস্চে পাশে না ।

কমল । কিন্তু, একবার ভাব্লে কি, কি অপমান ক'ল্লে ? আজ না উদ্ধার হবার দিন ।

বল্লভ । ক্ষতি কি দাদা ! জাত গেল, গেলেই বা, কিন্তু এ অপমানের মধ্যেও আমি একটা গর্ব্ব অল্পভব কচ্চি, আমার উপর অভ্যুত্থার হ'য়েচে সত্য, কিন্তু এখনও সে আমার রাজা, এখনও সে আমার সেই বল্লাল । আমার বল্লাল সমস্ত জাতটাকে কেমন শাসন ক'রেচে, আমার সহায়ভূতি দেখাতে পারে, কিন্তু সাধা নেই ; ইচ্ছা থাকুক, আমায় কাড়ী দিকে একটা পাও তুলতে পারবে না ।

বল্লভ-কন্ঠ্য প্রবেশ ।

বল্লভ-কন্ঠ্য । না পারুক, রাজা প্রবল হ'তে প্রবল হ'ক্, কিন্তু আমার জননীর ক্রি ক'ল্লে ? সতীর কি সর্ব্বনাশ ক'রে দিলে ? একজনেও মেই, উদ্ধার ক'ন্তে একটা ব্রাহ্মণও নেই ।

স্বর্ণময়ী গাভী হস্তে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ ।

ব্রাহ্মণ । ভয় কি না, জগদীশ্বর তোদের রক্ষা ক'রবেন ।

বল্লভ । আহ্নন, আহ্নন, দেবতা আহ্নন, আমি শরণাগত, আমার রক্ষা করুন ।

ব্রাহ্মণ । আপনিই রক্ষক, আপনিই রক্ষক, আমরা সামান্ত ব্যক্তি । আমি ঋণজালে জড়িত, উদ্ধার হ'তে এসেছি, কিন্তু শুধুন, আমি রাজ-নিয়মে আবদ্ধ, দান গ্রহণ ক'ন্তে পারবো না । বল্লাল-যজ্ঞে এই স্তবর্ণময় ধেনু পেইচি, এখনি উপযুক্ত মূল্য প্রার্থনা করি ।

বল্লভ । আমি স্বয়ং বিপন্ন, ক্রয়-বিক্রয়ের চিন্তা-স্থিরতা আমার নাই ।

ব্রাহ্মণ । আমি আশ্রিত, শরণাগত, ঋণজড়িত, আমার রক্ষা করুন ।

বল্লভ । তবে ওই পার্শ্বের কক্ষে চলুন ।

[ সকলের প্রস্থান ।

সম্ভূতপুণে ভৃঙ্গসেনেব প্রবেশ ।

ভৃঙ্গসেন । গেছে, গেছে, ঘরের ভিতর ঢুকেছে, ( উকি মারিয়া ) বাসু, ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে, এসো—এসো—

উন্মত্তবৎ রাজ-পাবিষদগণের প্রবেশ ।

সকলে । হা হা হা হা পবিত্র জাতি ! পবিত্র জাতি ! !

মহারাজ বল্লালের প্রবেশ ।

বল্লাল । হিন্দু, হিন্দু, এরই নাম হিন্দুত্ব, গো-হত্যা, গো-শোণিতে তর্পণ ।

( কমল ও ব্রাহ্মণসহ ভগ্নগাভীমূর্তি হস্তে উৎকণ্ঠিত ভাবে বল্লভের পুনঃ প্রবেশ । অপর দিক্ দিয়া উদ্ভ্রান্তভাবে বল্লভকণ্ঠা আসিল । )

বল্লভ । আমি দারগ্রস্ত, বৃদ্ধ, স্থবির, একি অত্যাচার ; রাজা, রাজা, একি অত্যাচার, এ স্বর্ণময়ী গাভী, এ কর্ত্তনে দোষ কি ?

বল্লাল । উত্তর ক'রো না, দাস্তিক বণিক ! নীচ-সহবাসে তুমি কত বুদ্ধিহীন

হ'য়েচো বুঝ্তে পারনি ; এত বিকৃত হ'য়েচো, যে গাভীর গলদেশে  
আঘাত ক'ন্তেও সঙ্কুচিত হও না। হ'ক স্বর্ণনির্মিত, কিন্তু যখন  
গাভীমূর্তি, তোমার আঘাত না করাই উচিত ছিল। তোমার মাতার  
প্রস্তরময়ী মূর্তি নির্মাণ ক'রে, যদি কেউ তার গলায় জুতোর মালা  
পারিয়ে দেয়, ধর্মের দিকে চেয়ে উত্তব করো, তা কি তোমার সহনীয়  
হয় ? দেবতার চিত্র, দেবতা নয়, চিত্র মাত্র, তা কি তুমি পদদলিত  
ক'ন্তে সাহস কর' ? উত্তর দাও, শিব-মূর্তিকে পাষণ ভাব্তে পারো ?  
তাতে পদাঘাত ক'ন্তে সাহস কর' ?

বল্লভ । না।

বল্লাল । তুমি দোষী, স্বীকার করো তুমি দোষী।

বল্লভ । ( ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, পরে :—কম্পিত-কণ্ঠে ) হ্যাঁ।

বল্লাল । সামন্তবর্গ ! দেখ্‌চো কি, ধর্ম যায়। কুলাচাধ্যায় নিকট ঘটনা  
প্রকাশ করো, এ জাতিকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত রাখো, এসো, গৃহত্যাগ  
করো, আজ হ'তে এ জাতি যজ্ঞোপবীত ধারণের অযোগ্য।

[ সদলে মহারাজ বল্লালের প্রস্থান।

বল্লভ-কন্ডা । শ্রীদ্ধ পণ্ড হ'লো, প্রেতত্ব গেল না। মা, মা, নরকই তোমার  
স্থান হ'লো !

( বল্লভ-কন্ডা মুচ্ছিতা হইল, কমল তৎসেবায় নিযুক্ত রহিল। )

বল্লভ । প্রজারক্ষক, এই কি তোমার ভ্রাতৃবিচার ! হিংসাঞ্জনোদিত হ'য়ে  
সোণার জাতিকে অতি নিরস্তুরে নিক্ষিপ্ত ক'লে কেন ? এ কলঙ্ক  
আমার নয়, ব্যক্তি-বিশেষের নয়, সমগ্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালী রাজার।  
যদি ধর্ম সত্য হয়, এর প্রতিফল পাবে, যদি মানবপুঞ্জের সমবেত  
শক্তির তেজ থাকে, যদি দেবদত্ত বৈখানর, এ বৃদ্ধের লোল শরীরকে  
এখন চালনা ক'রে থাকে, তবে এর কল, তুমি নয়, আমি নয়, সমগ্র  
বাঙ্গালী জানুতে পারবে। এ মিথ্যা কলঙ্ক রটনার বিনিময়ে, যদি ধর্ম

থাকে, তোমার বংশে এমনি বৃথা কলঙ্ক রটবে, তোমার বংশধরের নামে, রণার, সকলে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

কুমার লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ধার্মিকের বাক্য পূর্ণ হ'ক্, আশীর্বাদ; পিতার প্রারশ্চিত্ত। বর্ষায়ান, আশস্ত হ'ন, আমি নতশিরে কলঙ্ক নিচ্ছি, বল্লালবংশে কলঙ্ক রটুক, লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে নেবে। যদি এ কলঙ্ক না রটে, গোড়ের দ্বিতীয় অধীশ্বর, জেন', সত্য থাকবে না, ধর্ম থাকবে না, মাতৃ-মূর্তিতে কলঙ্ক আসবে, পুণ্য যাবে, হাহাকারে, দিগ্দাহে, দাবানলে সমগ্র জগৎ জালাময় জড়পিণ্ডরূপে পরিণত হবে।

বল্লভ। বাবা, বাবা, বুঝতে পাচ্চিনে, তোমার অভিলাষ দোব', কি আশীর্বাদ ক'রবে।

( বিনয়াবনত লক্ষ্মণের হস্ত ধরিয়া বল্লভ ককণাপূর্ণদৃষ্টিতে

তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। )

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

### প্রথম দৃশ্য ।

( উজ্জানমধ্যস্থ মন্দির সম্মুখ । )

টহলদার বালকগণের প্রবেশ ।

টহলদার বালকগণ ।

গীত ।

ওকে ? কোথায় ? কোন্‌খানে ?

চাঁপার বরণ কিরণ রেখা দেখা গেল পূর্বকোণে !

সুখের বুকে সুখার রাশি, অধরে কার ঝরে হাসি,

করুণা কার শিশিরকণা, ফুল ফুটে বল্‌ কার গানে ?

সোণার কাটা ছুঁইয়ে ও কে সারা ধরার প্রাণ জীয়ায়,

আদরে ভোরের দোরে, শেফালিকার হার গলায় ?

বিধাতার নবীনতা ! গুণ জানে গো গুণ জানে ॥

[ গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান ।

চিস্তিত বল্লালের প্রবেশ ।

বল্লাল । কি কল্লেম । কেউ ভাবলে, বগিক্‌ ধনী হ'য়েচে, তাই গর্ক চূর্ণ  
কল্লেম, কেউ বুঝলে, প্রাধান্ত দেখালেম, কেউ ত' ভাবলে না, এক-  
খানা হাত কেটে দিলুম, বুকের একখানা পাজর জোর ক'রে খসিয়ে  
কেন্নুম । বল্লভ ! আমি জান্তুম্, তুমি কত উদার, তুমি জানতে,  
কি উপাদানে আমি গঠিত । সেই ছেলেবেলায় একত্র খেলা, বুক  
দিয়ে জড়িয়ে ধরা মনে পড়ে, আর মনে পড়ে, সেই আমি, সেই তুমি ;

তোমারই জাতিপাত ক'ত্তে হ'লো। এক তোমার মুখ চেয়ে, সমস্ত জাতিকে ক্ষমা ক'রেছিলাম, বিদ্রোহে, তাদের যোগদান ভুলেছিলাম, ধনগর্বে ধবাকে দৃকপাত না ক'বা, দেখিনি, কিন্তু নিরীহ ব্রাহ্মণকে অপমান জ্ঞা, বাজাব প্রতি কর্তব্যবিস্মৃতির জ্ঞা, আজ অতিপ্রিয় সেই তোমাকেও, কঠোর শাসনে আবদ্ধ ক'ত্তে হ'য়েচে, পুত্রের অঙ্গুলি যদি স্পর্শদষ্ট হয়, ছেদন, তার পক্ষেও প্রশস্ত। যদি সকল বঙ্গবাসীর স্নায় আবার তোমরা স্থলীল হ'তে পার, সমাজ স্বয়ং তোমাদের উচ্চস্থান দেবেন, কিন্তু যদি সমাজ অগ্রাহ্য ক'রে, নিজেদের গর্ব নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে, তোমরা দূচ হ'য়ে দূরে থাক, এ দুবছ চিরদিন থাকবে, এ ব্যবধান কেউ নষ্ট ক'ত্তে পাব্বে না, আমার অবর্তমানেও নয়।

কমণ্ডলু-হস্তে ভস্মাচ্ছাদিত সাগ্নিক ব্রাহ্মণেব প্রবেশ।

স। ব্রাহ্মণ। রাজা, অশীর্বাদ ক'ত্তে এসেছি, আমি সাগ্নিক-ব্রাহ্মণ।

বল্লাল। (প্রণামান্তে) আপনার অদ্ভুত তপঃপ্রভাব, আমি অবগত প্রভু।

স। ব্রাহ্মণ। তোমায় এক অভিলাষ জানাতে এসেছি।

বল্লাল। আদেশ করুন।

স। ব্রাহ্মণ। দেবকার্যে ব্রতী হবার পূর্বে, তোমার অচলা লক্ষ্মী-কামনার ধ্যানস্থ হ'য়েছিলাম, জান্লেম, কাল সূর্যোদয়কালে, পদ্মিনী-লক্ষণা-ক্রান্তা অদৃষ্টপূর্বা এক নারী ধলেশ্বরী নদীতীরে প্রস্তরবেদিকায় উপবিষ্টা থাকবেন, তুমি তাঁকে জীভাবে গ্রহণ ক'র্ব্বে, নিজগৃহে আন'বে, স্নায় হ'ক্, অন্নায় হ'ক্, তাঁর কোন বাক্যের হেলন ক'র্ব্বে না।

বল্লাল। আমি প্রাচীন, আমার পুত্র বর্তমান।

স। ব্রাহ্মণ। সেই শক্তিরূপিনী নারীকে তুমি ব্যতীত কেউ ধারণ ক'ত্তে

পারবে না। ধরায় সর্বশুণযুক্ত প্রধান পুরুষ ব্যতীত, যদি অপর কোন নর তাঁকে গ্রহণ করে, তাদের জাতি পর্যন্ত ভিন্নবৃদ্ধি হবে, শব্দোচ্চারণে জড়তা আসবে; সে যুবতীকে গ্রহণ ক'ন্তে এক তুমিই সমর্থ।

বল্লাল। তবু, আমি প্রাচীন।

সা, ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মী অচলা থাকবে, সে সর্বমূলকগণযুক্ত, পত্নীভাবে তাঁর হস্তধারণ ক'ন্তে সমুচিত হ'য়ে না, সে প্রাতর্গায়ত্রীরূপিণী কুমারী, সে স্থিরযৌবনা মাতা।

বল্লাল। যুবতী কত দেখে যদি আমার বাৎস্যের উদয় হয়? আমার রাজ্যে যখন তিনি পদার্পণ ক'রেচেন, তখন তিনি আমার প্রজা, আমি স্বেচ্ছায়, তাঁব প্রার্থনার পূর্বে, কি ক'রে হস্ত ধারণ ক'র্বো? কি ক'রে তাঁর উপর মুগ্ধ হবো?

সা, ব্রাহ্মণ। এই সিন্ধুর গ্রহণ করো, সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ললাটে ধারণ ক'র্বে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে নারীকে প্রথম দেখবে, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তার প্রতি উন্মত্ত হবে, দেবকার্যা, বঙ্গে অচলা লক্ষ্মী স্থাপিতা হবে, প্রজার মঙ্গলের জন্য সম্মত হও বৎস!

বল্লাল। দিন। (সিন্ধুরগ্রহণ) আশীর্বাদ করুন, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যেন লক্ষ্মী অচলা থাকেন, এ গোড়ের নাম যেন সোণার বাঙ্গলা হয়।

সা ব্রাহ্মণ। ঈশ্বর তাই ক'র্বেন, আর বাঙ্গলার ব'ল্‌বার মতন, বঙ্গে গৌরব ক'র্বার মতন, বাঙ্গালীর নিজের ব'লে কিছু থাক্‌বার মতন, এক তুমিই থাক্‌বে। আমি তীর্থযাত্রার চন্দ্ৰম, যজ্ঞান্তে যজ্ঞীয়বাস্ত্র সহ আবার তোমায় আশীর্বাদ ক'ন্তে আস্‌বে।

বল্লাল। আপনার অসীম অমুগ্রহ। (প্রণত হইলেন।)

[ সাধিক-ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

ঈশ্বর, বাঙ্গলার মঙ্গলের জন্ত, এ বৃদ্ধের প্রতি শোণিতবিন্দু নাও,



আত্মীয়হীন, গৃহহীন, পথের ভিক্ষুক কর', তবু, আমার বাঙ্গলা,  
এ সোণার বাঙ্গলাকে, এ উদার, নির্ভীক, সরল বাঙ্গালীকে, দীর্ঘায়,  
বশস্বী ও মহিমাময় কর'।

[ বঙ্গালের প্রস্থান ও মৃত্তিকা ভেদ করিয়া

গালবের বহিরাগমন। ]

গালব। এ পদ্মিনী-নারীকে তোমায় নিতে দোব না, ধলেশ্বরীতীর, প্রত্ন-  
বেদিকা, এ পদ্মিনী বঙ্গালের নয়, এ বঙ্গভের, এ বঙ্গভের হবে।

[ গালবের প্রস্থান। ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য :

( অরণ্য-মধ্যস্থ শিবির। )

[ চতুর্দিকে অস্র-শব্দ সজ্জিত রহিয়াছে; বর্ষাহস্তে গ্রহরী পাহারা

দিতেছে ইত্যাদি। গোরাসদার ও কমলের প্রবেশ ও বৃক্ষ-

পার্শ্ব প্রস্তরথণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ভাবে উপবেশন। ]

গোরা। আমাদের যোগাড় হবার পূর্বে বিদ্রোহের কথাটা বেরিয়ে  
গেলো, ভাল হ'লো না।

কমল। কিছু ক্ষতি নেই। লোকবল, অর্থবল, আমাদের কিছুই কম নয়;  
গালবের জন্ত যা ভাবনা ছিল। যজ্ঞে বন্দীদের মুক্ত ক'রে রাজা  
নিজেই সুবিধা ক'রে দিয়েচেন।

গোরা। ছলীন হ'তেও অনেক অনিষ্ট হবে, সেও অক্ষত-শরীরে রইলো।

আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করা, রাজার পক্ষে সুবিধা, কিন্তু তাদের ভেদ  
জানা আমাদের কঠিন হ'চ্ছে।

কমল। কেন নিয়ামৎ ত' র'য়েচে ?

গোরা। সে মুসলমান, সে যাতায়াত ক'রলে, সকলেই সন্দেহ ক'রবে।

কমল। রাজগৃহে গালবকেই পাঠান।

গোরা। সহকারী চাই, একলাই সে যাচ্ছে, কিন্তু বিপন্ন হ'তে পারে।

কমল। তবে লোক সংগ্রহ করুন। আমার সব অর্থ, সব শক্তি, জীবন পর্য্যন্ত পণ, তবু বল্লাল-পতন দেখাতে হবে, আমার জাতিকে সে যেমন হীন ক'রেচে, জগতের চক্ষে তাকেও তেমনি হীন করা চাই।

পদ্মাক্ষী সহ ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। বাকী নেই, সমস্ত উপাদান একত্র হ'য়েচে, কেবল ইন্ধনে অগ্নি দিতে বিলম্ব।

কমল। এ জ্বীলোকটা কে ?

[ শিবিরের পশ্চাত্তাগ হইতে সুষেণ ও ছলীনের  
লুকারিতভাবে দর্শন। ]

ধর্ম্মগিরি। এই বালিকাই বল্লাল-অত্যাচারের প্রমাণ, এঁকে মুসলমান সর্দারের কাছে নিয়ে গিহ্লেম, তাঁর মত, এঁর প্রতি অত্যাচারকাহিনী অতিরঞ্জিত ক'রে ঘরে ঘরে ঘোষণা করো, রাজার প্রতি প্রজাদের অসন্তোষ আনাও, সত্য প্রকাশ হ'ক্, রাজা এই জ্বীলোককে গৃহ-ত্যাগ করান।

গোরা। মহারাজ বল্লাল ত' সে প্রকৃতির ননু। ( পদ্মাক্ষীর প্রতি ) কে তোমায় গৃহত্যাগ করিয়েছিল ?

পদ্মাক্ষী। সমাজ, রাজা, স্বামী, সকলে। আমি নির্দোষা, রাজা আমার বর্জনযোগ্য ব'লেন, আমি নির্দোষা, সমাজ আমার কুলটা ব'লেন, ঘরে কিহ্লেম, স্বামী বেস্তার অধম ব'লে ত্যাগ ক'লেন। কেঁদে ছ'পা জড়িয়ে ধ'রেছি, যদি ভুলই হ'য়ে থাকে, একবারের ভুল, ভুল কি হয়

না? কার ভুল হয় নি? বুকে হাত দিয়ে কে বলতে পারেন,  
“আমি কখন ভুলিনি?”

গোরা। সতাই তুমি অত্যাচারপ্রাপ্ত, তুমি উপস্থিত কি চাও?

পদ্মাক্ষী। আমার প্রতি স্বামীর বিশ্বাস।

গোরা। তুমি দাসীবেশে মহারাজ বল্লালেব অন্তঃপুরে আমাদের গুপ্তচর-  
রূপে থাক।

ধর্মগিরি। সেই উত্তম, আমি শপথ ক’ছি, যেমন ক’রে পারি, তোমার  
স্বামীকে তোমার ক’রে দোব।

পদ্মাক্ষী। এতে স্বামীর মন পাব কেন?

ধর্মগিরি। সেও রাজার অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হ’য়েচে, রাজার ক্ষতি হ’লে তুমি  
তুষ্ট, সেও তুষ্ট হবে।

পদ্মাক্ষী। বাবা, মেয়ে-মানুষ হ’য়ে জন্মেচি, বিশ্বাস ক’ন্তে শিখিচি, বিশ্বাসটা  
কিছু নয়, তা বুঝিও না, আমার ঠকিও না, জেনে বেখ’, সেই আমার  
ইহকাল, সেই আমার পরকাল।

গোরা। তুমি নির্ভয়ে থাক। যদি সুযোগ পায়, সমাজের উপরেও  
প্রতিশোধ নিও। প্রতিশোধ ধর্ম, ছোট বড় নেই, সাপকে মাড়ালে,  
সেও ফণা তোলে, পিঁপ্ড়ে কে মারলে, সেও কামড়ে মরে।

পদ্মাক্ষী। হ্যাঁ, বুঝেচি, বুঝেচি, স্বামীকে আগুন করা ছাড়া আমার আরও  
একটা কাজ আছে। এ হৃদয়কে যে মরুভূমি ক’রেচে, তার বৃক্কের  
ভেতর, আমার মত জালা আনা, আমার মত গৃহহীন, আশ্রয়হীন  
করা, এ বৃক্কের ভেতর যেমন আগুনের শিখা বইচে, সেই রাজার  
বৃক্কের ভেতরেও তেমনি করা, দেখাও, রক্ত দেখিয়ে দাও, হত্যা,  
না না হত্যা আগে নয়, আমার মত আগে তাকে আশ্রয়হীন ক’রবো,  
আমার মত আগে তাকে পথে পথে ঘোরাবো, দেখাও, পথ দেখিয়ে  
দাও।

ধর্মগিরি । এসো, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি । ( হস্ত ধরিতে গেল । )

পদ্মাক্ষী । ছুঁয়ো না, এই হাত আর একজন ধ'রেছিল ; জীলোককে হাত দিয়ে, পুরুষের ছুঁতে নেই, স্বামীতে সন্দেহ করে, ত্যাগ করে, একবার ছুঁয়েছিল, এই একবার ছোঁয়ায় আমি বর্জিতা, আর ছুঁয়ো না, যখন সমাজের নিয়ম, তখন পুরুষ হ'য়ে ইচ্ছে ক'রে, কারুর হাতে হাত দিও না, তোমাদের না জানা হ'তে পারে, খেলা হ'তে পারে, আমোদ হ'তে পারে, কিন্তু নারীর এতেই সর্বনাশ হয়, এতে সে দাগ লাগে, যা মোছা যায় না, সে দাগ লাগে, যা সমাজ ছাড়াতে পারেন না ।

[ পদ্মাক্ষীর প্রস্থান । ]

ধর্মগিরি কি খেন ভাবিয়া, নিখাস ফেলিয়া অহুসরণ করিল ।

কমল । ছুঁড়ীটা দেখতে মন্দ নয় ।

গোরা । ( হঠাৎ ছলীন ও স্তম্বেণেব প্রতি দৃষ্টি পড়ায় ) কে দেখ্চে, কে দেখ্চে, তীর ছোড়'—তীর ছোড়' ( কমল তীর বর্ষণ করিল । )

[ গোরার প্রস্থান । ]

( নেপথ্যে পতনশব্দ । )

কমল । কিসের শব্দ ?

নিয়ামতের প্রবেশ ।

নিয়ামৎ । ছলীন পালিয়েচে, স্তম্বেণ আহত । আহুন, মহারাজ বল্লভের আদেশ ।

[ উভয়ের প্রস্থান । ]

## তৃতীয় দৃশ্য ।

( ধলেশ্বরী নদীপার্শ্বস্থ পদ্মবন । )

দূরে বৃক্ষে ময়ূর, পারাবত প্রভৃতি । প্রস্তর বেদিকায়, হস্তে কপোল  
 শ্রুত করিয়া আল্লায়িতকুন্তলা পদ্মিনী উপবিষ্টা ।

গালব সহ বল্লভের প্রবেশ ।

গালব । ওই দেখুন, ওই সেই রমণী, বঙ্গে অচলা লক্ষ্মী স্থাপন করুন,  
 হাত ধকন ।

বল্লভ । কি সুন্দরী, ভগবতী যেন কুমারীমূর্তিতে র'য়েচেন, কি প্রশান্ত  
 সমদৃষ্টি, শিশিরসিক্ত পদ্মের মধ্যদেশে পদ্মালয়া, নবস্বর্ষোর নূতন  
 চন্দ্রোতপতলে দাঁড়িয়ে পূজা কর, মন, আনন্দের বীণা বাজা, আলোকে,  
 শিশিরে, ধরণী শ্রামলা হ'য়ে উঠুক । এসো, এসো কুমারী, আমার  
 ঘর আলো কর্বে এস ।

( বল্লভ পদ্মিনীর হস্তধারণ করিল, পদ্মিনী গলবন্ধে  
 বল্লভের পদে মস্তক রাখিয়া উঠিল । )

পদ্মিনী । চলুন, আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী ।

বল্লভ । তু—তু—আহা, হা, হা ।

[ ভ্রান্তভাবে বল্লভের গ্রহান ও পদ্মিনীর নতমুখে অত্মগমন ।

গালব । বাঙ্গালী ধন্ত হও, অক্ষয় ধনধাত্তে এ পূর্ববঙ্গ ঐশ্বৰ্য্যের আধার  
 হ'লো ।

[ গালবের গ্রহান ।

বিরক্তমুখে কড়ির ও তালপত্রের অলঙ্কারসজ্জিতা চিত্রিতরসন-  
 পরিধানা শূদ্রাণী ও তৎপশ্চাতে কমলের প্রবেশ ।

শূদ্রাণী । আশ্চর্য্য বাগু !

কমল । শূন্য না ।

শূদ্রাণী । ( বিরক্তভাবে ) মুখে আগুন, কি বলবি বল না ?

কমল । তুই বঙ্গের অধীশ্বরী হবি ।

শূদ্রাণী । কি বক্চিস্ ! মুখে আগুন, ও আমার জানা কথা, এক  
দৈবজ্ঞের কাছ থেকে শুনে মা আমার বলতো ।

( স্বাধীনভাবে চতুর্দিক দর্শন । )

কমল । কি বলতো ?

শূদ্রাণী । মা বলতো, দৈবজ্ঞি বলতে, আমি শাপভ্রষ্টা, চক্রবর্তী মহা-  
রাজের স্ত্রী হবার লক্ষণ আমার হাতে আছে, একটু আগে জন্মালে  
আমিই পদ্মিনী হতুম ।

কমল । ছোটলোক বলি অনলুম, না অনুলেই হ'তো, আশ্পর্ক  
দেখেচো ।

শূদ্রাণী । তুই বকব বকব ক'রে আপন মনে কি বক্চিস্ ?

হোরার প্রবেশ ।

হোরা । একে বার ক'রে দে, এ স্ত্রীলোকের সম্মান ক'ত্তে জানে না ।

কমল । বক্কে যা, কেবল ওই পাথরে বসিস্ নি ।

শূদ্রাণী । ভয়ে তোর কথা শুনবো নাকি ? আমি ওই পাথরেই বসবো ।

কমল । বসিস্ নি ।

( প্রস্তর-বেদিকার দিকে গমন ও উপবেশন । )

শূদ্রাণী । আমার খুসী ।

কমল । সকাল হ'য়ে গেল, দূর হ'গুগে, যা হয় করগু ।

( কমলের প্রস্থান । )

শূদ্রাণী । হোরা, ঐ পাথীটা ধ'রে দেও' ।

( শূদ্রাণী পাখী দেখাইয়া দিল, পক্ষী লইয়া হোরা আসিল । )

শূদ্রাণী । দেখি । ( পক্ষী-গ্রহণ ও চুষন ) চোঁচাচে দেখ, চোঁচাচে দেখ,  
ওর চোঁট চাপাই উচিত, ওর কাণ ম'লে দে, বেইমানের জাত কি না,  
ওরা সব পারে, চুষ খাও, আদর কর', যেন কত আপনার, আবার  
ছেড়ে দাও, উড়ে যাবে, ওরা যে বেইমানের জাত, ওদের কি ভাল  
হয় । ( পক্ষীকে গ্রহণ ) চোপুয়াও ।

হোরা । দেখুচে দেখুচে : ~~এই একটা বন্ধুর ব'য়েচে~~ আনিগে ।

[ হোরার প্রস্থান ।

শূদ্রাণী । ভারী ছুট', ( পক্ষীকে চুষন ও গ্রহণ ) আদর করুন, চুষ খেলুন,  
তার বেলা কথা নেই ; একবার মেরিচি ত' ~~ক'রা~~ ক'রা ক'রা, মুখে  
আঙুন, পুরুষের জাত কিনা ?

( গগনপটে স্বাক্ষরিত প্রকাশ ।

ভূঙ্গসেনসহ ললাটে সিন্দুর-শোভিত মহারাজ  
বল্লালের প্রবেশ ।

বল্লাল । কি সুন্দর ! কি কজ্জলপূরিত চক্ষু !! শোন, শোন ।

( অগ্রসর হইলেন । )

শূদ্রাণী । ( উপবিষ্ট থাকিয়া স্বগত ) ব'য়ে গেছে, ( প্রকাশে ) বদমাইস  
পাখী । ( গ্রহণ । )

বল্লাল । এমন পাখী, একেও তুমি মার ?

শূদ্রাণী । আর আদর করি যে, তার বেলা কথা নেই, পুরুষ কিনা, তাই  
মানাতে গিরে বগড়া ক'ন্তে এসেচো । আমার খুসী, মারুবো, আদর  
ক'রুবো, চুষ খাবো, দেখবে, দেখবে, উড়িয়ে দোব ? ( উড়াইয়া  
দিল ) কেমন, আর কথা আছে ?

বল্লাল। যদি ইতর-প্রাণী না হ'তো, তোমার কোল থেকে স'ব্ভো না।

তুমি কঠিন হ'লেও কোমল, নির্দয় হ'লেও স্নেহর।

শ্রদ্ধাঙ্গী। ভাগুন্নিম্ বন্নে, নইলে হরত' আমি মনে ক'রে ফেলতুম্ আমি কালো। এই অল্পগ্রহ করার অন্তে বোধ হয় তোমাব কাছে কৃতজ্ঞ হ'রে থাকতে হবে, কি বল, অ্যা ? বলি ওহে পুরুষ, তুমি যে চাগ না হে, অ্যাঃ, একেবারে নেহাৎ পুরুষ ! কি বল ?

বল্লাল। তুমি অতি স্নেহর। (শ্রদ্ধাঙ্গীকে হৃদয়স্থাপন করে।)

শ্রদ্ধাঙ্গী। তোমার চেয়ে ?

বল্লাল। অ্যা অ্যা ;—

শ্রদ্ধাঙ্গী। তুমি ক্যাল ক্যাল ক'রে সুখের দিকে যে বড় তাকিয়ে রইলে ? হ্যাঁ, তুমি যে কখনো দুঃখের দিকে তাকানো না দোল ? মরণ আর কি ! কি মরণ, কেবল আঁতেরে পুরুষগুলো যেন সিং, নাচালেই হ'লো, হাতকালি দেবার আগেই পা তুলে বসে। ভবি, ভাত খাবি, না, আঁচাব কোথা ?

[ ভদ্রীসহকারে বল্লাল প্রতি চাহিয়া প্রস্থান।

বল্লাল। স্নেহর, স্নেহর, অতি স্নেহর, হৃদয়ভেদী চাহনী, আমার উন্নত ক'রে তুলেচে। অভিমান নেই, আবেগ নেই, আশঙ্কা নেই, সঙ্কোচ নেই, হুটুত, পরিমলপূর্ণ, নির্মল। যাও, আন, পরিচর দাও, উন্নত হবো, আমার শিরার বিছাৎ, নিখাসে অগ্নি, আশ্রুক, একবার দেখুক। মান, সজ্জন, প্রভূষ, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি, সমস্ত জলাঞ্জলি দোব', সেবারত থাকবো, জানো, কেরাও, একবার দেখাও, শুধু একবার তাকে ফিরিয়ে আন।

( বল্লালের অল্পগমন। )

ভদ্রসেন। অ্যা। এ যে অবাক ক'রে। এমন পদ্মাকীকে দেখে



মজ্জো না, আর এইতে ভুল্লে! খুব জাত কিন্তু, যতই বেবগ্গা-  
 ৩৩ না কেন, একদিন না একদিন এরা গলায় গাম্ছা দেবেই দেবে।

অশ্বদিক হইতে হোরার প্রবেশ।

হোরা। (মুহূর্ত্তে) এস না, এস না, আমার একটা ময়ূর ধ'রে দেবে?  
 আমি নাগাল পাচ্ছি নি।

ভৃঙ্গসেন। চলো বাবা, অঙ্ক জাগো, কিবা রাত্র কিবা দিন।

[হোরা সহ একদিকে ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

অশ্বদিক দিয়া শূদ্রাণী সহ বল্লালের পুনঃপ্রবেশ।

বল্লাল। অনুগ্রহ করো, শুধু অনুগ্রহ করো। আমি প্রতারণা কচ্চিনি,  
 নান, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য, মানুষে যা কিছু চায়, আমি তোমায় সমস্ত দোব',  
 অধীশ্বরী ক'র্ব্বো, চলো পদ্মিনী, আমার গৃহ আলো ক'র্ব্বো এসো।

শূদ্রাণী। রাজা, রাজা, কুমারী হ'লেও আমি শূদ্রাণী।

বল্লাল। আমি তোমায় পদ্মিনীর চক্ষে দেখেছি, তুমি পদ্মিনী। তুমি সাধ্বী,  
 শাপভট্টা, আজ হ'তে সমস্ত বঙ্গে তুমি পদ্মিনী নামে কথিতা হবে,  
 পদ্মিনী, বল্লালমহিষী, পদ্মা! চাও, চাও, করুণার নয়নে দেখ।

শূদ্রাণীর হস্তধারণ ও ভৃঙ্গসেনের হাত ধরিয়া

হাস্তমুখে হোরার প্রবেশ।

হোরা। (রাজাকে দেখাইয়া) এই বুঝি আমার সেই পাখী?

শূদ্রাণী। (ভৃঙ্গসেনকে দেখাইয়া) খুব ময়ূর ধ'রেচো কিন্তু!

(উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া ছইদিকে যাইল ও

পরস্পরকে দেখিয়া হাসিল।)

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। কি দেখালে, জগদীশ্বর, কি দেখালে? আমার বিশ্বাস অইট

রাখ, আমার এখন' ভাবতে দাও, পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, এখন' উচ্চ-  
কণ্ঠে আমার ব'লতে দাও—

আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ ।

মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্তিস্ত ভ্রাতা স্ত্রীং মূর্তিরায়নঃ ॥

প্রস্থানোত্তোগ ও বলদেবের প্রবেশ ।

বলদেব । কুমার, সর্বনাশ হ'য়েচে, কোথেকে এক শূদ্রাণী এসেচে, রাজা  
তাকে পরীক্ষারূপে গ্রহণ ক'তে চান, সে যজ্ঞস্থলের সম্মান দেবে না,  
বৈশ্ব শূদ্র হবে, কুকাতি গাইবে, বল্লাল-নামে কলঙ্ক আসবে; যাও,  
দেখ, যদি পার' এখন' উপায় করো; সকলকে সংবাদ দোব, আমার  
ধর্ম নির্ভর । ভগবান মম্বর নিষেধ, শূদ্রপ্রধান দেশে কখন' বসতি  
ক'র্বো না ।

[ বলদেবের প্রস্থান ।

লক্ষ্মণ । মা জন্মভূমি! আর ত' আমার বেঁধে রাখতে পারিনি মা!  
যেখানে ধর্মহীন, দাস্তিক, ক্রোধী কিম্বা নাস্তিক বাস ক'র্বে,  
আর ত' সেখানে থাকতে পার্বো না । তোর পদ্মা, শীতল লক্ষ্য,  
ব্রহ্মপুত্র, সিংধর কিংবা ধলেশ্বরী, আর ত' আমার বেঁধে রাখতে পারবে  
না! আত্মীয়ের ভালবাসা, প্রতিবেশীর দান, আমার, চোখের জল ফেলে,  
ঠেলে যেতে হবে । আমার আরোপিত বৃক্ষ থাকবে, পরিচিত গাভী  
থাকবে, মাঠভরা খান্ত থাকবে, চেনা পাখীর আদরের ডাক থাকবে,  
অজানা পাখের মত, নির্দম হ'য়ে তাদের ত্যাগ ক'তে হবে । জন্ম-  
ভূমিকে বাঁসাবাড়ী ভাবতে হবে, ভাবতে হবে জননী বিমাতা । আমার  
পিতা শত্রু, সূর্য্যো কলঙ্ক, সন্তোষে অন্ধার! সমাজ অন্ধলৌ নির্দেশ  
ক'র্বে, উপহাসে ভুবন ভরিয়ে দেবে । কুপুত্র আমি, আমার দেবদত্ত  
শরীর অগুচি! অমৃতপ্ত বল্লভ, মিলিয়ে নাও, ঈশ্বরের তুল্যদত্ত দেখ,

তোমার শ্রদ্ধা পণ্ড হ'য়েছিল, আজ অধীশ্বরের কীৰ্ত্তি পণ্ড হ'লো ।  
অমৃতপ্ত হ'য়ে তুমি গৃহত্যাগ ক'রেছিলে, আজ বল্লাল-বংশধরও  
তোমার মত বিদায় নিচ্ছে ।

( ভূমিস্পর্শ করিয়া মস্তকে হস্ত দিল, বাইতে গিয়া ফিরিল । )

আর একবার দেখি ; দেশ, তুমি এত মিষ্টি ! বাল্যের স্বপ্ন-জড়িত  
স্মৃতি ! জান্তেম্ না, তুমি বুকের ভেতর এত' ব'সে আছ, তুমি এত'  
মধুর ! যে দেশ ছাড়েনি, সে ভিন্ন জানে না, দেশ ছাড়া কি কঠিন !

বলদেবের পুনঃপ্রবেশ ।

বলদেব । কুমার, কি স্থির করলেন ?

লক্ষ্মণ । ভাবচি ।

বলদেব । আমার সংকল্প শুনুন, যে স্থানে নারী প্রধান হবে, ধর্মের মর্যাদা  
ধাক্বে না, প্রকাশ্রে রাজা নীচ নারীর কাছে আত্মবিক্রম ক'রবেন,  
সেখানে কখন' বসতি ক'রবো না । আমি নূতন ভূখণ্ডে যাবো,  
প্রয়োজন হয়, নবদ্বীপ স্থাপন ক'রবো, নিরক্ষর, সরল, নূতন প্রজা  
নিরে, সমাজ গঠন ক'রবো, তবু আচারভ্রষ্ট রাজার দেশে কখন' বসতি  
ক'রবো না ।

লক্ষ্মণ । চলুন আর্ঘ্য, আমিও আপনার সহযোগী ।

বলদেব । এসো রাজা, আমি তোমার বুকে ক'রে নিয়ে যাবো, দরিত্রের  
( উর অবতার এসো, এসো রাজা, আজ হ'তে' সে নবদ্বীপের

১ ।

রক্তের কি তীব্র অভিসম্পাত ।

লক্ষ্মণ । কি দেখ

[ উত্তরের প্রস্থান ।

## নিয়ামতের প্রবেশ ।

নিয়ামৎ । সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর হ'য়েচে, ছুজনেই আপনার তরফে লোক  
টান্বে ; এইবার শক্তির ভাগ হ'য়ে যাবে, ঘর ভাঙলো, পর সেঁধুবার  
এই রাস্তা, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কি সুন্দর, কি সুন্দর !

[ গুপ্তচর নিয়ামতের প্রস্থান ।

## চতুর্থ দৃশ্য ।

( ভোজনাগার । )

( মহারাজ বজ্রালের চিত্র লক্ষ্যমান রহিয়াছে ; নেপথ্যে সঙ্ক্যান্ধক  
শব্দ বাজিল, দাসী আসিয়া ধূনা দিয়া গেল । )

বন্দনাকারিণীগণের প্রবেশ ।

বন্দনাকারিণীগণ ।

গীত ।

এস সঙ্ক্যা, এস বন্দ্যা, লয়ে শব্দ আরতি ধারা ।

তুমি শুক ধরার সুধার হাসি, আলো করা দীপে সারা ॥

অজানা অচেনা বাহারে তাহারে,

দুরাগতে আন আপন ছরারে,

সুখ-পালকে তোমারি অঙ্গে, শঙ্কাহার ॥

গৈরিকবসনা, নয়নে করুণা,

ইতরে বিতর অধেরি সাধনা,

বুকেরি তিতরে আঁখার ভাবনা বাহিরে চক্রে তারা ॥

[ প্রস্থান ।

( পঞ্চশ্রদীপহস্তে পদ্মাক্ষী আসিল ও উহা

যথাস্থানে রক্ষা করিল । )

পদ্মাক্ষী । যা ক'ন্তে এলুম, তার কিছুই হ'লো না, তার খবর পেলাম না, রাজাব মন পেলাম না, শুধু দাসীরূতিই সার হ'লো । এরাও ছলনা ক'লে, পৃথিবীতে কি পরের ভাল নেই, নিজের কাজই সব ? আমি বিপন্ন নারী, শুধুরে উঠবো ব'লে, প্রাণের আবেগে তোমাদের সাহায্য নিলুম, তোমরা আশায় টানিয়ে রেখে আমার দিয়ে স্বার্থসাধন ক'চো ; পুরুষ, এই কি তোমাদের ধর্ম ? আমি মূর্থ স্ত্রীলোক, শেখাবে না, কেবল শাসন ক'রবে, এই কি তোমাদের শ্রায় বিচার ! ছেলেবেলার "ধোয়াখুরি" কল্পুম, "পুণিপুখুর" ক'ন্তে শিখলুম, শিখলুম রামের মতন রাজা স্বামী পাব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব ; দিলে কি ? শেখালে কি ? একবার বিপথগামিনী হ'লে যদি শোধরাবার উপায় না থাকে, এমন ক'রে স্ত্রীলোককে শেখাও, যাতে স্ত্রীলোক স্বামীকে সত্যই দেব-তার মত ভাবতে পারে, না শিখিয়ে শুধু শাসন কর কেন ? সমাজ, একবার ভাব' ; বেঞ্জা-সৃষ্টি কি এই সমাজই করেন নি ? পুরুষকে শিক্ষা দেবে, তবু তাদের অত্যাচার অমানবদনে সহ ক'রবে, নারীকে শিক্ষা দেবে না, একটা ভুলেও তাদের শুধু নির্ধ্যাতন সহিতে হবে । কীটপতঙ্গ হ'য়ে জন্মো, চিরকুণ্ড বাধিগ্রস্ত হ'য়ে জন্মো, তবু, হিন্দুর ঘরে নারী হ'য়ে জন্মো না, বিচার পাবে না, হাস্বে, প্রতিবাদ ক'লে জিব্ কেটে দেবে, ব্যাপিকা ব'ল্বে, ধেঁতলাবে, নারীর প্রতি কি স্নহর নিয়ম ! সমাজের কি উত্তম বিধান !!

[ পদ্মাক্ষীর প্রস্থান ।

খাবার সজ্জিত থালা-হস্তে আসন সহ শিলার

ধীরে ধীরে প্রবেশ ও রক্ষা ।

শিলা । ( নতজাহ্নু হইয়া চিত্তের প্রতি দীনভাবে ) এসো, এসো প্রভু !

আমি যে প্রতীক্ষা ক'রে র'য়েছি। তুমি আসবে, আহারে ব'সবে, আমি প্রসাদে অমৃত পাব ব'লে যে অপেক্ষায় আছি। এসো, এসো, নারীর সর্ব্ব্ব্ব এসো, এসো সাকার ঈশ্বর এসো, আমার পূজা নাও। আজ ক'দিন দেখা দাও নি, স্বামী, নারায়ণ, আমি খাব' না, তোমার প্রসাদ ভিন্ন আমি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ ক'র্ব্বো না, এই হত্যা দিয়ে রইলুম, অপেক্ষায় রইলুম, তোমার যবে ইচ্ছে এসো, যখন ইচ্ছে, দেখা দিও। তোমার পায়ের তলার বেড়েছি, আমার অস্থান নাই।

( মহারানীর ভূমে শয়ন। )

পা টিপিয়া ধীরে ধীরে পদ্মাক্ষীর পুনঃপ্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। ঘুমিয়েচে, ঘুমিয়েচে, প্রতিশোধ (কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিল) এই সুযোগ! রাজাই কি দোষী নয়? সে রাজা, সে বিচার করেনি কেন? এ বুকে যেমন জালা, তার বুকেও তেমনি জালা দি, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! (ছুরিকা হস্তে অগ্রসর হইয়া মহারানীকে দেখিল) না, না, এ আমারি মত ছঃখিনী, এও বর্জ্জিতা। একে হত্যা ক'লে ত'রাজার লাগবে না! কি কাতরতা! নারী আকুল-নয়নে প্রতীক্ষা ক'ছে, পুরুষ গালসায় মত্ত হ'য়ে অত্যাচার আনন্দে বিভোর, হিন্দুর ঘরে ঘরে এ দৃশ্য! (ছুরিকা নুকাইল) সমাজ, হিন্দু হিন্দু ক'রে গর্ষ ক'রো না, তোমাদের নিয়ম দেখ', বিচার দেখ', শাসন দেখ', আর দেখ', আমি একবার ভ্রম ক'রেছি, তাই আমি দোষী। শ-নারী, শতরাত্রি প্রতীক্ষায় এমনি ক'রে থাকে, তাতে একটা পুরুষ দোষী হয় না।

শিলা। (জাগ্রত হইয়া) কে দাঁড়িয়ে?

পদ্মাক্ষী। মধ্য রাত্রি অতীত হ'য়েচে, আপনি শয়ন ক'ন্তে বান।

শিলা। এলে না, আজও এলে না প্রভু! খাব' না, আজও গোমার সেই  
চিত্রের পার্শ্বে মাথা রাখবো, আজও উপবাসে থাকবো।

( থালা ও আসন লইয়া বিষমভাবে  
শিলার প্রস্থান। )

পদ্মাক্ষী। দেশে হৃদয়বান্ আছেন, সংস্কারক আছেন, একজন দেখুন,  
একজন নারীর হ'য়ে বুঝুন। একজন বুঝুন, একটা জাতি শুধু অমান-  
বদনে আঘাত ক'রে যাচ্ছে, আর, আর একটা অশিক্ষিত জাতি  
শুধু তা সহ্য ক'রে নিচ্ছে। এর বিচার রাজা যেন করেন, এ  
অত্যাচার সমাজ যেন দেখেন।

[ পঞ্চ-প্রদীপ হস্তে প্রস্থান। ]

### পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান ; রামপাল ;—বল্লাল-বাড়ী।

( দূরে বল্লাল-দীঘি, পার্শ্বে শুক গজারি বৃক্ষভয়। )

### শূদ্রাণীর প্রবেশ।

শূদ্রাণী। কি ক'চ্চি, ভাল ক'চ্চি কি ? রাজা যদি বদলায়, আমার দোষ  
কি ? ভালকে খারাপ ক'রে দিলুম ; এ ঐশ্বর্য্যেও যেন সুখ নেই। দূর  
হগুণে, আর ভাববো না, না ভাবলে যে দিন যায় না।

গীত।

আর কেন হাসি তার কি হবে গাহিয়া গান।

আপন নরন-জলে ভুলেছে যে অভিমান ॥

আশা কি যে বুকে গেছে, বাসনা ভালারে দেছে,

সাধনা লোহাপ রাশি, পার পার অপমান।

আদরে কাতর হ'য়ে, হ'য়েছে কঠিন প্রাণ ॥

## মহারাজ বল্লালের প্রবেশ ।

বল্লাল । স্বপ্ন, স্বপ্ন, ইন্দ্রভুবন গড়', আমি থাকি, তুমি থাক', ভাস্কর,  
সব ভেসে থাক্ ।

শূদ্রাণী । আপনি বুঝি শুন্তে পেয়েছেন ? আমার গান আপনার কেমন  
লাগলো ? বলুন না, বলুন না, বলবেন না ? আচ্ছা !

বল্লাল । সুন্দর, অতি সুন্দর, এমন সুন্দর বুঝি কিছু হয় না ।

শূদ্রাণী । এই গান বুঝি আমার মুখে ভাল ? আমি এমনই বটে !

বল্লাল । না পদ্মা, অতি বিস্তী, এ করুণ গান, সত্যি তোমার মুখে  
মানায় না ।

শূদ্রাণী । আমি গাইলুম আর বিস্তী হ'লো, মানালো না ? বাঃ, তুমি ত'  
বেশ লোক হা ?

বল্লাল । না পদ্মা, সুন্দর, অতি সুন্দর !

শূদ্রাণী । সুন্দর ?

বল্লাল । না, না, কি বলিচি, কি বলিচি, ভুলে যাচ্চি, সব ভুলে যাচ্চি ।

চলো, চলো, এ কঠিন মৃত্তিকা তোমার জন্ত নয় ।

নেপথ্যে । মুঞ্চ নৃপ মুঞ্চ নৃপ পঞ্চমুখকামিনী

পঞ্চবদনেন সহ পঞ্চশরদামিনী ।

কুঞ্জবনমেতি মদমন্তগজগামিনী

যামি নৃপ যামি নৃপ যাতি নৃপ যামিনী ॥

শূদ্রাণী । বারণ কর', কেউ যেন তোমায় বিরক্ত ক'ত্তে না আসে ।

বল্লাল । কেউ আসবে না, কেউ বিরক্ত ক'র্বে না, সব আদেশ দিয়েচি,

ঈশ্ব-দৃষ্টিতে হ'জনে হ'জনের দিকে কেবল অনন্তকাল তাকিয়ে  
থাকবো ।



কমণ্ডলুহস্তে গৈরিকবসনধারী সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রবেশ ।

সা, ব্রাহ্মণ । রাজা, রাজা, ফের', তোমার আসন্ন বিপদ, আশীর্বাদ নাও ।

জনৈক রক্ষীর প্রবেশ ।

রক্ষী । আপনি স্থানান্তরে যান, মহারাজ আহায়ে ব'সেচেন, এখানে দাঁড়ান নিষেধ ।

[ রক্ষীর প্রস্থান ।

সা, ব্রাহ্মণ । নিলে না, এখন' ফিরলে না ! এ আশীর্বাদ, এ যজ্ঞীয়বারি নিলে তুমি অমর হ'তে, বিধাতা বিমুখ, দৈবের বিড়ম্বনামাত্র ।

( হস্তস্থিত জল বৃক্ষে নিক্ষেপ, বৃক্ষ পত্রপুষ্পে ভবিয়া উঠিল । )

শিলাদেবীর প্রবেশ ।

শিলাদেবী । বাবা, বাবা, কে আপনি ?

সা, ব্রাহ্মণ । আমি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, রাজা আশীর্বাদ নিলে না, বৃক্ষে যজ্ঞীয় বারি দিয়ে গেছি ; এ রামপালে যা' বণন ক'রবে, তাই উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে প্রধানরূপে পরিগণিত হবে ।

[ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রস্থান ।

শিলা । রাজা, রাজা, কেন এ আশীর্বাদ উপেক্ষা ক'লেন !

দুল্লীনের প্রবেশ ।

দুল্লীন । যা, সর্বনাশ হ'য়েচে, কাল যুদ্ধ, কাল আক্রমণ, উপায় ক'রবে এসো, রাজাকে এখনি সংবাদ দাও, পাহাড়-চূর্ণে আগুন জ্বালাও, ঘরে একটা বন্ধু নেই, দেশ শত্রু, অনার্য্য তুরস্ক স্ত্রাক্র, শত্রুতে সোণার বিক্রম-পুর ছেয়েচে ।

শিলা । দেশবৎসল সন্তান ! নির্ভয় হও, আমার বীরপুত্র লক্ষ্মণ এখন' জীবিত, স্মরণ এখন' গুপ্তচর ।

দুল্লীন । সে বন্দী ।

শিলা । মা' মা, বিক্রমপুত্রেশ্বরী, মুখ তুলে চেয়ে, অধীশ্বরের মান, তুমি  
রক্ষা ক'রো ।

[ শিলাদেবীর প্রস্থান ।

হুগীন । চল মা, আমি দুর্বল প্রজা, তবু রাজভক্ত, এই আগাব গর্ব ।  
বাক্সালার মাটি, বাক্সালার জন, বাক্সা'র ভাল কর', রাজ্যের সুখের জ্ঞাত  
নিজের সহস্র বিপদ নাও ।

[ হুগীনেব প্রস্থান ।

সাম্বিক ব্রাহ্মণেব পুনঃপ্রবেশ ।

স, ব্রাহ্মণ । ভুল, ভুল, আমারই ভুল, প্রায়শ্চিত্ত চাই, প্রায়শ্চিত্ত চাই,  
এ সিন্দূরের প্রভাব, এ সিন্দূরের প্রভাব !

[ বেগে প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

[ শিবিরভ্যন্তর ; মঙ্গলা-গৃহ । ]

( বায়ান্নম শাহ, গোরা, ধর্মগিরি, নিয়ামৎ ও গালব  
উপবিষ্ট, সৈন্তগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান । )

কমলের প্রবেশ ।

বায়ান্নম । আস্থন, আস্থন, মহারাজ বসন্ত ভাল আছেন ?

কমল । দেহ ঠিক নেই । ৬

ধর্মগিরি । সেরে যাবে, সেরে যাবে । এইবার কার্য আরম্ভ হ'ক, বন্ধু-  
বর্গ ! এখন আপনারা সকলেই বুখুন, ভায়তঃ বা ধর্মতঃ কোন  
সক্টেই বজ্রাল গোড়েশ্বর হ'তে পারেন না । আপনারা বোধ হয়,  
সকলেই জানতে পারেন, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রবর্জন

নিরে বর্তমান গোড় গঠিত হ'য়েচে। এও বোধ হয় জাটমেন, উত্তর রাঢ়ে নহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র ও গৌড় বর্দ্ধনে ধর্ম্মপাল রাজস্ব ক'ন্তেন, এবং সেই সমস্ত বাজ্যেশ্বরগণ রাজেন্দ্র চোলের নিকট অধীনতা স্বীকার ক'রেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে রাজেন্দ্র চোলই গোড়েশ্বর। এ কথা বোধ হয় সকলেরই স্বরণ থাকতে পারে, সুদূর দাক্ষিণাত্য হ'তে বল্লাল-পিতা, রাজা বিজয় সেন রাজেন্দ্র চোলকে পরাজিত ক'রে বিক্রমপুরে রাজ্যগ্রহণ করেন। বল্লাল বিজয় সেনের পুত্র, তৎস্থলাভিষিক্ত, সূতরাং রাজা। কিন্তু ভ্রাম্ববিচারে, তাঁকে অধীশ্বর-রূপে স্বীকার ক'ন্তে কোন প্রজাই বাধ্য ন'ন; কারণ প্রজা ভূ-সম্পত্তি নয়, তারা গো মহিষ নয়, তারা মনুষ্যজাতি। তাদের শাসন ক'ন্তে হ'লে স্নেহ চাই, ভালবাসা চাই, সকল জাতির প্রতি একটা প্রীতি চাই।

সকলে। সত্য, সত্য।

ধর্ম্মগিরি। বন্ধুবর্গ! বিশেষতঃ আপনারা এও বুঝুন, বল্লালের ভ্রাম্ব আড়-স্বরী লোকের হস্তে, রাজ্য না থাকাই উচিত। ব্যবসায়ের সহিত জাতির সম্বন্ধ কি? সমস্ত প্রজাকে, কার্যের অধীন ক'রে এক একটা স্থান দেওয়া, তাঁর কি অধিকার? ঈশ্বরের নিকট জাতি নাই, মনুষ্যমাত্রেরই এক সম্প্রদায়ভুক্ত। যজ্ঞ ক'রবেন বা কোলীভ্র স্থাপন ক'রবেন, এতে দেশের কি উপকার? নিজের কীর্তি রাখতে তিনি যা অপব্যয় করেন, তার বিনিময়ে যদি শুদ্ধলোক ক'ন্তেন, দেশের অনেক উপকার হ'তো। যে দেশে গুড়, চাল কিছা চিনি, দেশের প্রয়োজন সাধন ক'রেও, প্রতিদিন তিন সহস্র গোশকট পূর্ণ ক'ন্তে পারে, এরূপ উদ্বর্ত্ত হয়, সে দেশে ধনী দরিদ্র কেন? প্রভু ভৃত্য কেন? মাত্র বল্লালের অত্যাচার!

সকলে। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ধর্ম্মগিরি। কিন্তু আপনাদের সমবেত চেষ্টায়, যদি সেই অত্যাচার প্রশমিত

হয়, যদি রাজেন্দ্র চোলের বংশধর আবার এ রাজ্য ফিরে পান, তবে সংপ্রজায় পরিচয় দান করা হয়। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ, ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য ক'রবেন।

বারাহ্ম। সত্য, নিশ্চয়।

ধন্যগিরি। কিন্তু এই মহাহুভব, আপনাদের জন্য সৈন্ত-সাহায্য ক'তে এসেছেন; আমাদের মধ্যে এইরূপ অস্বীকারপত্র থাকুক, যদি রাজ্য জয় হয়, বঙ্গ বারাহ্ম শাহ পুরস্কাররূপে নেবেন। আর পৌণ্ড্রবদ্ধন মহারাজ বন্দিত্ব লাভ পাবেন।

কমল। তাই হ'ক ?

বারাহ্ম। বিভাগ অতি উত্তম হ'য়েচে।

ধন্যগিরি। অপরূপ স্থান রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাধিকারীরই থাকবে। ধন্বাদেবের সহিত সভাভঙ্গ হ'ক। আহ্নন বন্ধুগণ, সকলে একযোগে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

[ সকলের প্রস্থান। ]

সপ্তম দৃশ্য।

( বিলাস কক্ষ । )

নর্তকীগণের প্রবেশ।

নর্তকীগণ।

গীত।

তুমি বিধু, তুমি মধু, তুমি যে আমার।

তুমি যে আমার, শুধু তুমি যে আমার ॥

তোমার তোমার আমি, হিরা যে দিয়েছি ঢেলে,

তুমি কেন কেলে চলে যাও ?

পরানে পরানে তুমি,  
চির-অনুগত আমি,  
আমারে আপন ক'রে নাও ।

এস বধু হাসি দাও, হৃদয় কিনিয়া নাও,  
অনুগত তোমারি তোমার ॥  
[ নর্তকীগণের প্রস্থান ।

শূদ্রাণী সহ বল্লালের প্রবেশ ।

বল্লাল । পদ্মা, পদ্মা, আমি যেন সব হারিয়ে ফেলছি । এ সুন্দর স্বপ্ন-  
রাজ্যেও আমার ক্লান্তি । এক একবার ভাবি, আমি কি সেই বল্লাল !  
উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে শাসন ক'ন্তে, সমগ্র গোড় অদেবমাতৃকায় পরিণত  
ক'ন্তে, বিপন্ন প্রজাকে সতর্ক করবার জন্য পাহাড়হর্গ নির্মাণ ক'রে  
অগ্নি জাণবার উপায় ক'ন্তে, রাজত্ব-বর্গকে অধীনে আনতে, যার এক-  
দিনও অবসাদ আসেনি, তার কি ক্লান্তি, কি আচ্ছন্নতা ! এত  
অধীরতা কেন ? ভাবলে মনে হয়, সে আমি বোধ হয় আর আমাতে  
নেই ।

শূদ্রাণী । বুঝিচি গো বুঝিচি, কারুর জন্তে বুঝি মন ছুটেচে ? আর আমার  
ভাল লাগচে না, কেমন, কথা ত' এই ? না হয়, একটা ছুতো নাতাই  
কর', ছেলেকে দেখতে যাবার অছিলে ক'রেও ত' দুদিন কাটান যাব' ।  
পুরুষ কি না, তোমাদের জাতের দোষ যে । বলে, "ছাঁদন দড়ি তুমি  
কার ? না, যখন যার তখন তার !"

বল্লাল । না পদ্মা, সে উপায় আর নেই, লক্ষ্মণে আমার অনেক প্রভেদ,  
আমি শূদ্রবৎ হ'য়েছি, বহু স্বজাতিকে আচারভ্রষ্ট ক'রিচি, নিজে নিয়ম  
স্থাপন ক'রে তা'ও রাখতে পারিনি, অসন্তোষ এনেচি । লক্ষ্মণ সমস্ত  
প্রজার হৃদয় অধিকার ক'রে আছে, শূদ্র নবদীপ তার উৎসাহে

পণ্ডিতের সমাজরূপে পরিণত হয়েচে। সে মহৎ, উদার, বজ্রের  
উপযুক্ত নেতা।

শূদ্রাণী। খুব যাচ্'ক্, ব'সে ব'সে তাই ভাবো।

[ পদ্মার প্রস্থানোচ্ছোগ।

বল্লাল। না পদ্মা, যাস্নি, আত্মহীন করিস্ নি। আর ত' আমি সে  
বল্লাল নই। সোণার বিক্রমপুরের সীমায় পদ্মা ছিল, রাখতে পারিনি,  
বুকে এনেচি। তুই ধর, সঙ্গিনী ডাক্, লঙ্গীতে ভুবন ভরিয়ে দে,  
অস্তিত্ব থাক্, আমাব জীবন্তে চিরসমাধি হ'ক্।

শূদ্রাণী। ও বাবা, সে আবার কি রকম গো? তুমি খুব কথা জান  
কিন্তু, সত্যি!

বল্লাল। পদ্মা, পদ্মা।

গাহিতে গাহিতে সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

( রাজা চিন্তিতভাবে বসিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন। শূদ্রাণী তাঁহার  
সন্তোষাবধানার্থ হস্তে মালা জড়াইয়া দিল। )

সঙ্গিনীগণ।

গীত।

এমনি চাঁদের কোলে এমনি হাওয়ায়।

আমি হাবান্নে ফেলেছি আজ তোমায় আমার ॥

আবেশে অবশ কাষ,

ভাসি লালসায়,

হাসির আসরে আসি বসি নিরাশায় ॥

ওই ফুটেছে চাঁদিনী রাত,

ছুটেছে মলয় বাস,

অজানায় জেগে গেছে,

মরমেরি অভিলাষ,

এমন হাসির মাঝে,

কি ব্যথা মরমে বাজে,

এমন চাহনী কেন ধর নিরাশায়।

পিত্রাসায়, নিরাশায়,

চাতকী বারিদে ায়,

নিদ্রয় নীরদ কেন এত সাধনায় ॥

[ সন্নিগণের প্রস্থান ।

বল্লাল । অর্থে নয়, ভোগে নয়, লাগসায় নয়, ধরায় স্থখ মাত্র রমণীর  
কণ্ঠে, পদ্মা, পদ্মা—

( পদ্মার হস্ত ধারণ ও গবাক্ষ দিয়া সহসা পাহাড়-চূর্ণে  
অগ্নি জলিয়া উঠিল দেখিয়া )

একি ! একি !! দেশ আজাক, পাহাড়-চূর্ণে আলো !!! শজ্জ, শজ্জ,  
রাজপুরী আজাক হ'য়েছে, কুহুম-ভূষিত হ'য়ে, মালা নয়, কুহুম নয়, অজ  
দাও, অজ দাও, হাসি আধেকাধেক পরিণত হ'ক্ ; পদ্মা, শিলা হ, লাভ  
বিকট তাণ্ডবে ব্যাপ্ত হ'য়ে ধাক্ ।

খড়গহস্তে শিলার প্রবেশ ।

শিলা । রাজা, রাজা !

বল্লাল । শিলা, শিলা, ঘুম ভেঙ্গেচে, আর আমি বিলাসী নই, ( শিলার  
খড়গদান ও শূদ্রাণীর প্রস্থান ) কুহুম-ভূষিত হস্তে আবার খড়গ তুলিচি,  
বুঝিচি, এ বাসর নয়, শ্মশান ; বিরাট অন্ধকার-স্তূপ জালার তাড়নায়  
আপনি স'রে গেছে ।

শিলা । যদি জেগেচো, আরক্ত-নয়নে আলোক-ছটা দেখ', জয়সীল হস্ত  
তোল' । তোমার গৃহ, তোমার অধিকার, অনার্থে তা' নষ্ট ক'তে  
চায়, সাহায্যকারী তোমারই স্বদেশী !

বল্লাল । শিলা, শিলা, তবে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দাঁড়া ! বঙ্গলক্ষ্মী, সন্তানকে  
শিক্ষিত করে দে, আর পবিত্রতা আর, হিন্দুর উৎসাহে সজিনী, আনন্দে  
বনিতা, ধর্ম্মে সীমন্তিনী আর ; জাঠ মুসলমানে নয়, গ্রীক মুসলমানে  
নয়, আজ ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ, আজ স্বদেশীর বিপক্ষে স্বদেশী, হিরণ্যক-

মুর্ছিতে 'আপনার শোণিত, আপনি খেতে আস্চে। (কিয়দূরে  
অগ্নিশিখা দেখা গেল) একি !

(ধূম্রাচ্ছন্ন হইল, এক দিক দিয়া অসিহস্তে নিরামণ ও গালব এবং  
অস্ত্রদিক হইতে অসিহস্তে ছলীনের প্রবেশ ও একক

উত্তরের সহিত যুদ্ধ। যুদ্ধ করিতে করিতে বলদেব

ও ধর্ম্মগিরির প্রবেশ। ধর্ম্মগিরির পলায়ন ও

বলদেবের নিরামণকে আক্রমণ

(নিরামণের পলায়ন।)

দেখ চন্দ্র, বাজল বাক্সের গর্জন !

বলদেব ! (নিরামণের পলায়নকে আক্রমণ করিতে) দেখ অনার্য, যে হস্তে  
মামের আরতি করি, সে হস্তে কত বল !

(পলায়নপর গালবকে ছলীন অহুসরণ করিল।)

বেগে কুমার লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। পিতা, পিতা, থাকতে পারিনি, ছুটে এইচি, বিদ্রোহী গোরার ছিন্ন-  
শির নাও, তোমার শত্রু এই তোমার পদতলে।

(পদতলে গোরার ছিন্নমুণ্ড স্থাপন।)

বরাল। বাক্সার গর্জন ! বাজালীর গোরব ॥ আয় লক্ষ্মণ আয় আলিঙ্গন  
দে, অপরাধ ভোল, ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে আর বাস্ নি।

(পিতাপুত্র আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিল।)

শিলা। (যুক্তকরে) দেবতা, আশীর্বাদ কর, বাক্সার ঘরে ঘরে এমনি  
লক্ষ্মণ থাকুক ! হৃদ্বিনে, পুত্র যেন পিতার সহিত স্বেচ্ছায়, এমনি,  
এমনি মিলিত হয়।



## তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজ উদ্ভান ।

।চিন্তিতভাবে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে মহারাজ  
বল্লালের ও অশ্বদিক হইতে বলদেবেব  
উৎকণ্ঠিতভাবে প্রবেশ ।

বলদেব । রাজা, ধর্মগিরি বহুছন্দে আপনার নিন্দাবাদ, শ্লোক রচনা  
ক'রে বণিকদের সাহায্যে প্রচার ক'ছে । “তাপো নাপগতঃ  
তুষা ন চ কুশা” যা ইচ্ছে তাই লিখ্চে ।

বল্লাল । ব'ল্তে দাও, যে মন্তপায়ী, তাকে কু মনে ক'রে তার প্রতি  
বিরক্তও হওয়া যায়, আর সে কত বিকৃত, কত লাহিত, কত আত্ম-  
বিস্মৃত ভেবে দয়াও করা যায় । ( পুস্তকে দৃষ্টিস্থাপন । )

বলদেব । পূর্ববন্ধের গৌরব, বাঙ্গালীর একমাত্র গর্বের সামগ্রী !  
আপনি বশব্দী হ'ন, দীর্ঘায়ু হ'ন, পৃথিবীতে অমর হ'য়ে থাকুন ।  
কি উদারতা !

[ বলদেবের প্রস্থান ।

বল্লাল । গৃহস্থত্বের কি স্নন্দর নিয়ম ।

( বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া তন্নয় হইয়া পুস্তক পাঠ ও রোক্তমানা  
বিজয়ার প্রবেশ ও পদতলে পতন । )

বিজয়া । আমার রক্ষা করুন, রাজা আমার রক্ষা করুন ।

বজ্রাল। কে তুমি মা ?

বজ্রা। আমি প্রধান গুপ্তচরের স্ত্রী, নিকপায় হ'য়ে সাহায্য নিতে এসেছি, আমার বধাসর্বস্ব গেছে, স্বামী এখন নিকৃদ্দেশ আছেন। একমাত্র শিশুপুত্র ছিল, তাকেও মুসলমানে চুরি ক'রেচে।

বজ্রাল। মুসলমানে চুরি ক'রেচে তুমি কিরূপে বুঝলে ?

বিজয়া। দোলনায় বাছাকে রেখে পুজার বসেছিলাম, পূজা সাক্ষ ক'রে দেখি, শিশু নেই, গৃহে, প্রাঙ্গণে খুঁজেছি, শেষে দরজার পাশে এই কাপড় দেখলুম, মুসলমানই একপ বস্ত্র ব্যবহার কবে, তারাই নিয়ে গেছে। কি হবে বাবা ? আমার রক্ষা করুন, স্বামী নিকৃদ্দেশ, জানিনা, ছেলেও হারালুম কিনা ? এই শিশুই আমার সঙ্গী, সেই আমার সব।

বজ্রাল। তুমি নির্ভর হও, যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে, তোমার শিশুর কেশ পর্যন্ত স্পর্শ ক'তে পারবে না। বালিকা, বিপদ আর তোমার নয়। যখন সেন-বংশে আশ্রয় নিয়েচো, অত্যাচার-কাহিনী রাজার কাণে তুলে দিয়েচো, তখন, আমার জীবন নষ্ট হবে, তবু আমাব আশ্রিতের, আমার শিশু নারায়ণের, কোন ক্ষতি, সহস্র বিদ্রোহী একত্র হয়েও ক'বুতে পারবে না।

বিজয়া। ( ভক্তিন্বয় হইয়া পদতলে গুনঃ পতনপূর্বক করযোড়ে ) বলুন রাজা, আবার অভয় দিন্।

বজ্রাল। তুমি নির্ভর হও, তোমার শিশু-পুত্র একদিকে, আর আমার জীবন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সমস্ত অস্ত্র দিকে। হিন্দুরাজা পুত্রের জীবন দিতে পারে, কিন্তু প্রজার ক্রন্দন শুনতে পারে না।

[ বজ্রালের প্রস্থান। ]

বিজয়া। ( উঠিয়া ) জৈশ্বর, এ আশ্রিতবৎসল রাজাকে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

কর', মহারাজ বল্লালের নাম যে মুখে আনবে, তার যেন দিন  
ভাল যায়।

( ছদ্মবেশী তুর্কিসৈন্যদলসহ প্রথম বণিকের প্রবেশ ও  
তাহাদের অলক্ষ্যে বর্ষাহস্তে ছলীনের অনুসরণ । )

১ম। এই সেই ছুঁড়ি, একেও ধরো।

বিজয়া। কে তোমরা ?

১ম। ধরো, ধরো,

( সৈনিকদল ধরিতে গেল ও পদ্মাক্ষী আসিল । )

পদ্মাক্ষী। সাবধান, এখনো সাবধান। ভারতে এখন' এমন নারী আছে,  
যারা তাদের মত, শত পুরুষকে গ্রাহ করে না। ব্যভিচারি! জাত  
নিতে পার, জাত ত' দিতে পারনা! আপনার মা বোন্ ভাবো,  
ভাবো, যে নারীকে তুমি নষ্ট ক'তে নিয়ে যাচ্ছো, সেই নারীর পেটেই  
তোমার জন্ম। হায় পুরুষ, তোরা নারীর পেটেই জন্মাস, আবার  
নারীকেই নষ্ট ক'তে চাস। তাদের মা যে জাত, সেই জাতেই দাগ  
দিতে বাস। ( বিজয়ার প্রতি ) এসো মা, অসহায় পেয়ে যারা অত্যা-  
চার করে, তারা পুরুষ নয়, তাদের এই রকম ক'রেই শাসন  
ক'তে হয়। চ'লে, এসো।

( যে ধরিয়াছিল, তাহাকে পদাঘাতে ভূপাতিত  
করিয়া বিজয়া সহ পদ্মাক্ষীর গ্রন্থান । )

১ম বণিক। আবার পাক্ড়াবো, এসো এগিয়ে এসো।

( বর্ষা-হস্তে ছলীনের পথরোধ-পূর্বক অবস্থান । )

ছলীন। স্থির হও, তোমরা বলী।

সকলে। আঁা আঁা।

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

জলাভূমি ।

চক্ষু কোটরগত, গালে দাগ পড়িয়াছে, রুক্ষকেশ,  
হিন্নবসনপরিধৃত জয়ন্তের প্রবেশ ।

জয়ন্ত । আমার দেখ্‌চে, আমার দেখ্‌চে, সবাই যেন আমার দেখে, আর  
হাসে, আশ্রি যেন পাগল । দোর দোর কুড়িয়ে ভাত খাই পাগল  
নই ! ধর নেই, দোর নেই, আপনার নেই, বস্ত্রের কেউ নেই, পাগল  
নয় ত কি ? যার বস্ত্রের কেউ নেই, তাকে আমার মতই পাগল  
হ'তে হয়, না দেখ্‌লে ভাল পাগল হয়, আবার দেখ্‌বার লোক হ'লে  
এই পাগল, না না হ'তে পারে না, ভুল, জুল, রাজার বাড়ী রাত  
কাটিয়েচে, রাজা নিই গেছে, আর কি হবে না, আমি বড়  
সাজিয়ে বর পেতেছিলুম, সাজসজ্জা প্রতিমা এনেছিলুম, মাখি মেরেচি  
লক্ষীকে পায়ে ঠেলে দিয়েছি । একবার শোধ নিতে পারি ? বাপরে,  
বাপরে, কে টের পাবে, পাগুগে, পাগুগে, এই যেন রাজা এলো,  
হেরে গেল', হেরে গেল', রাজার সাজা হ'লো, আর লোক থাকবে কি  
ক'রে, কৈ সে ত' এলো না ? আসবে না ত', সে ত' আর আসবে না ।  
বিসৃজ্জন দেওয়া ঠাকুর বরে রাখতে নেই, হেরে গেছে, রাজা হেরে  
গেছে, হা, হা, হা, চুপ্ চুপ্ চুপ্ !

নিয়ামতের প্রবেশ ।

নিয়ামৎ । ( জয়ন্তকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তিতভাবে ) লোকটা কে ?

জয়ন্ত । রাজা হেরে গেছে, রাজা হেরে গেছে, হা, হা, হা, চুপ্, চুপ্, চুপ্ ।

( জয়ন্ত নিজেকে নিজে যেন সামলাইতে লাগিল । )

নিয়ামৎ । শোন না, শোন না ।

জয়ন্ত । ( সভয়ে ) ধ'ব্বে ।

নিয়ামৎ । ( সম্মুখে ) তুমি রাজাকে হারিয়ে দেবে ?

জয়ন্ত । আমার ত' অস্ত্র নেই, গরীব কি না, ইম্পাতের মতন কিন্তু মন আছে ।

নিয়ামৎ । আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় দিয়ে হারাবো ।

জয়ন্ত । যত্ন ক'রোনা, যত্ন ক'রোনা, আমি ভাল হ'য়ে বাবো, ও, খোলস বদলাতে হবে, এ জাতে থাকতে বাজার ওপর পার্বো না, সে যে রাজা । বাঙ্গলাব মাটি যে রাজাকে দেবতা ভাবে, একবার জাত বদলাতে পারি হবে ? হবে ? হ'য়ে গেছে, রাজা হ'য়ে গেছে, হা, হা, হা, চুপ্, চুপ্, চুপ্ !

নিয়ামৎ । এসো, তুমি বা চাও আমি দোব ।

জয়ন্ত । সে আসবে ? সে আসবে ? এলে ত' ঘরে রাখতে পাব্বো না, বিসর্জন হ'লে ঠাকুর ঘরে রাখতে নেই ।

নিয়ামৎ । আসবে । রাখবেনা ? ( জয়ন্তের হস্তধারণ )

জয়ন্ত । অ্যা ! অ্যা !! তুমি বেশ, স্নানর, যত্ন ক'রোনা, যত্ন ক'রোনা, তাকে মনে পড়বে, পাগলকে আর কেপিয়ে না, চলো, চলো ।

নিয়ামৎ । এ অত্যাচারপ্রাপ্ত, উত্তম ইম্পাত, এতেই অস্ত্র গোড়বো, এসো ।

জয়ন্ত । হা, হা, হা, হা ।

[ উভয়ের গমনকালে জয়ন্ত হাসিতে হাসিতে গেল । ]

## তৃতীয় দৃশ্য ।

( অজলমধ্যস্থ বন্দীগৃহ । )

প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত । গৃহেব পশ্চাৎদিকে কাষ্ঠের সেতু দেখা

যাইতেছে, দূরে বৃক্ষাচ্ছন্ন সৈন্ত-শিবিরশ্রেণী । একটা বৃহৎ

বৃক্ষতলের ছায়ায় উক্ত পাষাণনির্মিত গৃহ রহিয়াছে ।

ছাতের এক অংশ ভগ্ন, তদ্বাধ্য দিয়া আকাশ

দেখা যাইতেছে, গৃহটির একদিকে রেলীং

দেওয়া, ঘরে গুলবাগ্ন যুক্ত, খড়ের

উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ সূষণ ।

সূষণ । বিদ্রোহীরা একজিহ্বিত হ'চ্ছে, রাজ্যকে সংবাদ দিতে পাচ্চিনি,

কত রাত্রি কত দিন গেল, এ শৃঙ্খল একবার খুলেনা । ( উর্ধ্বে

চাহিল ) ওই এক পথ, আমি আবদ্ধ, ( নিশ্বাস ফেলিয়া ) বিজয়া,

সাধি, হায় রাজা, আমার সাধ এইখানেই উঠবে, এইখানেই মিলুবে ।

একটা শিশু ক্রোড়ে লইয়া জনৈক তুর্কিসৈন্য ও

তৎসহ বায়াদুর্মের প্রবেশ ।

বারাদুর্ম । বন্দি, এখন উত্তর দাও, তুমি রাজার বিপক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত

কি না ?

সূষণ । আমার এক উত্তর, না ।

বারাদুর্ম । তোমার শিশুপুত্র দেখো, এখন ভাবো ( প্রদর্শন ) ।

সূষণ । ( ব্যাকুলভাবে ) এ কোথেকে এলো ? আমার জী কোথা ?

বল সর্দার, আমার জী নিরাপদ ?

বারাদুর্ম । স্বীকার কর তুমি আমাদের দলভুক্ত হবে ?

সূষণ । না ।

বাঘাছম। (সৈন্তের প্রতি) ভাববার জন্ত একঘণ্টা মাত্র সময় রইলো; তার পর, যদি অস্বীকার করে, এই শিশুপুত্রকে সামনে রেখে, স্বর্ঘ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, একে হতা ক'বে, (স্বর্ঘ্যোদয় প্রতি) আমি শত্রুকে শিক্ষা দিতে জানি, তুমি শিষ্টাচারের বাইরে।

(বৃক্ষপার্শ্বে ফকিরবেশে লক্ষ্মণ দেখা দিল ও কটি হইতে রজ্জু লইয়া নিঃশব্দে বাঁধিতে লাগিল।)

(বাঘাছম শাহ ও শিশু লইয়া তুর্কিসৈন্ত গেল, নিখাস ফেলিয়া স্রবেণ ভাবিতে লাগিল ও জয়ন্ত মূল্যবান তুর্কিপরিচ্ছদে প্রবেশ করিল। যে গ্রহরী বাহিরে পাহারা দিতেছিল, সে জয়ন্তকে অভিবাদন করিল।)

জয়ন্ত। আমি কেমন সেজিচি, কেমন সেজিচি। সেও সাজতো, (নিখাস ফেলিয়া ও নিজেকে সামলাইয়া) না, না, ভাল হতে হবে, ভাল হতে হবে, ঈশ্বর! পাগলকে ভাল ক'রো, যাদের খাচ্চি, তাদের কাজ দিতে দাও। (স্রবেণকে দেখিয়া) বেশ হয়েছে, রাজার লোকের বেশ হয়েছে। ভাবনা নেই, ভাবনা নেই, আর আমার ভাবনা কি, আব আমার ভাবনা কি। ভাল হ'তেই হবে, এ মাথাকে ভাল ক'ত্তেই হবে।

[জয়ন্ত প্রস্থান করিল ও লক্ষণ চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল।]

স্রবেণ। তবে ত সত্যি আজ আমার শেষ রাত্রি। সকলের উপর আমার কর্তব্য প'ড়ে রইলো। ওই গুপ্ততারা, আকাশের কাছে বিদার নিচ্ছে। স্রবেণ, জন্মের মতন দেখে নে, আর একটু পরে শিশিরসিক্ত মাঠের উপর, পদ্মরাগের আভা জাগিয়ে, সমস্ত আকাশ মহিমাময় ক'রে সূর্য উঠবে। কতদিন সেই মহিমার সামনে, তোর শির আপনি নত হ'য়েছিল, কতদিন সেই দৃষ্টে, তোর সর্ব্বাঙ্গ অজানিত পুলকে ছেয়ে গিয়েছিল, সেই পুলকে পুলকিত তোর দেহ সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে,

মহিমাময়ের জয়গান ক'রে উঠেছিল, আজ মৃত্যু তোর জীবনের  
মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়েচে, স্কন্ধ হয়ে না স্নেহেণ, বৎসরই জীবনের পরিমাণ  
নয়, কার্যশূন্য জীবনে কোন ফল নেই, ওই দেখ মৃত্যুর হাতে জীবনের  
লব্ধপতাকা, তাঁদের জীবনই জীবন, যারা সমাজের মঙ্গলের জন্ত  
থাকেন, তাঁরাই দীর্ঘায়ু, যারা দেশের নিকট অবিখ্যাসী হবেন না।  
বান্দলার বুকে আজ শেষ শয়ন ক'রে নে, অযোগ্য প্রজা বলে আজ  
রাজার নিকট শেষ ক্ষমা প্রার্থনা কর।

স্নেহেণ শয়ন করিলেন ও ফকিরবেশে মহারাজ লক্ষ্মণ বৃক্ষগাত্রে  
হইতে নামিয়া বন্দীগৃহে প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মণ। ( স্নেহেণের প্রতি ) ওঠো, আমার বেশ পরো, এই অস্ত্র নাও,  
( দীর্ঘ ছুরি দিল ) বৃক্ষপার্শ্বে আমার অপেক্ষায় থেক'। ওই দড়ি  
ফেলো।

স্নেহেণ। আপনি!

লক্ষ্মণ। তুমি যেন ফকির, ধন্যবাদ দিয়ে চ'লে যাবে। গিতার আদেশ,  
তোমার শিশুপুত্র ভিন্ন ফিরবো না।

( লক্ষ্মণ শৃঙ্খল খুলিয়া দিল ও নিজবেশ স্নেহেণকে পরাইয়া নিজে হিন্দু-  
সৈন্তবেশ পরিল। স্নেহেণ লক্ষ্মণবৎ বৃক্ষগাত্রে দিয়া পলাইল। )

সৈন্তসহ বায়াদ্রুমের পুনঃপ্রবেশ,  
একজনের ক্রোড়ে শিশুপুত্র।

বায়াদ্রুম। বন্দি গৃহের বাহির হইতে তোমার শেষ অভিশ্রাব জ্ঞাপন করো।

লক্ষ্মণ। ( স্নেহেণের স্বরে ) আমার একই উত্তর, না।

বায়াদ্রুম। যাও, বন্দীকে হত্যা কর', এই কুঠারে মস্তক কাটবে।



( ঘাতক কুঠার হস্তে যেমন দ্বার ঠেলিল, লক্ষ্মণ দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইল,  
ও ঘাতক যেমন দ্বার বন্ধ করিল, অমনি লক্ষ্মণ তাহার মুখ  
বাধিয়া ফেলিল ও বৃক্ষ হইতে স্রবণে দড়ি ফেলিয়া  
দিল ও তাহাব সাহায্যে লক্ষ্মণ পলাইল । )

বায়াহুম । কিহে, আর একজন লোক পাঠাবো না কি ?

লক্ষ্মণ । ( দড়ি ধরিয়া উঠিতে উঠিতে ) না ।

বায়াহুম । কি ক'ছো ? দরজা ঠেলো ।

দ্বিতীয় গ্রহরী । দরজা ভিতর দিয়ে বন্ধ ।

বায়াহুম । ভাঙ্গ ।

পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া অশ্রু পথ দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে  
লক্ষ্মণের হিন্দু-সৈন্যবেশে প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । সর্দার, সর্দার, একটা কথা ! একটা কথা, স্রবণ আছে ?  
আমি তার বন্ধু ।

বায়াহুম । শত্রু, বন্দী করো ।

লক্ষ্মণ । করুন, আনিত' অস্ত্র ব্যবসায়ী নই । আমা হ'তেও যদি অনি-  
ষ্টের আশঙ্কা করেন, করুন বন্দী । কিন্তু ধারণা ছিল মুসলমান-সর্দার  
প্রকৃত বীর । যিনি নিরস্ত্র, যিনি ইচ্ছে ক'রেই অস্ত্র ধরেন না, চির-  
কাল দেবদেবীর পূজাই যার কার্য্য, তাকেও ভয় করেন, এ ধারণা  
ছিল না ! এটা স্রবণের পুত্র নয় ? শিশু পুত্র, একে কিরে দিন,  
এর অনাথা মা মব্বে, শিশুও বাঁচবে না । একেও কি ভয় করেন ?

বায়াহুম । ( গর্জ্জ্বলভাবে ) ভয় ! তার আত্মীয়ের মধ্যে যদি কেউ  
বীর থাকে, নাও, এই তরবারি তাকে দিও, বোলো, এই তরবারির  
সাহায্যে যেন শিশুকে উদ্ধার করে । দ্বার ভাঙো ।

লক্ষ্মণ । বেশ ( তরবারি গ্রহণ ) ।

১ম প্রহরী। ( দ্বার ভাঙিয়া ) একি সর্দার, বন্দী নেই।  
বারাহ্ম। সে কি !

( বারাহ্ম শা ভিতরদিকে দেখিতে গেল ও লক্ষ্মণ তরবারির  
বাঁট দিয়া সৈন্তের মস্তকে আঘাত করিয়া  
শিশু পুত্র বক্ষে লইল। )

লক্ষ্মণ। সর্দার, তার আত্মীয় ব'লে, সে সর্দারের হুকুম তামিল ক'রে  
গেল।

[ বেগে শিশু পুত্র সহ লক্ষ্মণের প্রস্থান।  
বারাহ্ম। ( বাহির হইয়া ) মুক্ত করো। বন্দী ধরো, শিশুপুত্র, শিশুপুত্র  
চাই, যে ধরবে, পুরস্কার হাজার দীনার, হাজার দীনার।

নেপথ্যে গেল গেল আর্তনাদ হইল, ও শিশুপুত্র বক্ষে  
লক্ষ্মণের পুনঃপ্রবেশ।

লক্ষ্মণ। সর্দার, তোমার তাঁবুতে আগুন লেগেচে, উচ্চকণ্ঠে আবার বল্চি,  
যদি পার, এখন রক্ষা কর।

[ লক্ষ্মণের বেগে প্রস্থান।

প্রবলবেগে ধূম নির্গত হইতে লাগিল।

বারাহ্ম। সব যাবে, সমস্ত বাহিনী নষ্ট হবে, আগুন, আগুন, চাঙ্গিকে  
আগুন ! চাঙ্গিকে আগুন !

গালবের প্রবেশ।

গালব। কি ক'লে সর্দার, হাতে পেয়ে কুমার লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিলে ?  
পথে পালাবার রাস্তা পায়নি, তাই খড়ের গাটার আগুন দিয়ে ছলনা  
ক'রে পালালো। কোথায় আগুন আর কোথায় লক্ষ্মণ ! আশ্চর্য  
সাহস ।

বায়াহ্ম । গালব, বাজলায় যদি আর একজন লক্ষ্মণ থাকত', সহস্র সহস্র তুর্কী এক হ'য়েও বঙ্গবিজয় করবার জন্ত আসতে এখন সাহস ক'তেন না ।

গালব । ওই দেখুন, সাকোর উপর দিয়ে আবার যাচ্ছে ।

( সুবেণ সহ লক্ষ্মণের সেতু অতিক্রমণ । )

বায়াহ্ম । চড়াও হও, ঘেরাও কর' । ছাউনী ভাঙো, যুদ্ধ ঘোষণা কর', এ জাতিকে এখনি আক্রমণ চাই ।

( বায়াহ্ম উন্নতবৎ গেল, গালব ভাবিতে লাগিল । )

## চতুর্থ দৃশ্য ।

রাজ-অন্তঃপুর ।

পারাবতদ্বয়যুক্ত পিঞ্জরহস্তে মহারানী শিলার প্রবেশ ।

শিলা । মা ভগবতি ! কুলদেবতা ! পুরনারীগণ ! সকলে আশীর্বাদ করো, মুসলমানসমরে, দেশের আশা, যেন বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন ।

বল্লালের যোদ্ধাবেশে প্রবেশ ।

বল্লাল । শিলা, শিলা ।

শিলা । প্রভু ! সাক্ষেতিকচিহ্ন ধরো, যদি যুদ্ধে পরাজয় হয়, পারাবত-যুগল উন্মুক্ত ক'রে দিও, যদি বিজয়ী হও, শত্রুর সহিত পারাবতযুগল বিনাশ ক'রো । ( পিঞ্জর প্রদান । )

বল্লাল । দেবি ! আশ্বস্তা হও, আমার নিকট এ ভবানীর আদেশ ।

শিলা । প্রভু ! দেবতা ।

শিলার গলবস্ত্রে প্রণাম ও পদ্মাক্ষীর অন্তরালে প্রবেশ ।

পদ্মাক্ষী । কি সুখ, আমাবণ্ড এমনি দিন ছিল, এদের ভাটার পর জোয়ার হয়, আমার কেবল ভাটা, কেবল ভাটা ।

বল্লাল । আশীর্বাদ করি, এ গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম হিন্দুনাথী যেন চিরদিন সৌভাগ্যের ও গৌরবের মনে কবে ।

[ বল্লালের প্রস্থান । ]

দ্রুতপদে পদ্মাক্ষীর প্রবেশ ।

পদ্মাক্ষী । শেচু ডাক, ঝেচু ডাক, ওই চলে গেল', ডাক' না, ডাক' না, বেশ ত', কেমন কিরে আসবে, কেমন কিরে আসবে । আমায় পায়রা দিলে না, আমায় পায়রা দিলে না, দাওনা, দাওনা, ঘাড় মটুকাবো না, ঘাড় মটুকাবো না, খাবার দোব, খাবার দোব ।

( ডাইনীরা ছায় অশুভ দর্শন হইয়া বকিতে লাগিল )

শিলা । বিড় বিড় করে কি বক্টিস্ ? ডাইনি, শনি, অমঙ্গল, দূর হ, রাজগৃহে আর তোরা থাকা নিষেধ ।

পদ্মাক্ষী । তাড়ালে, তাড়ালে ? তবে এগৃহে আর থাকবো না ; আমার যে আশ্রয় আছে, তাই নোব', হা হা হা হা হা হা হা ।

[ পৈশাচিক অট্টহাস্তপূর্বক পদ্মাক্ষীর প্রস্থান । ]

শিলা । মা সাবিত্রী ! শিবানি ! দেখিস্ মা, যেন অমঙ্গল না হয় ।

[ শিলার প্রস্থান । ]

পঞ্চম দৃশ্য ।

( রণস্থল । )

উল্লাসে নেপথ্যে । ল্যা ল্যা ল্যা ল্যা হো ।

উল্লাসে নেপথ্যে । জয় মা বিক্রমপুরেশ্বরী ।

কাতরকণ্ঠে নেপথ্যে । ছেয়ে গেল, ছেয়ে গেল ।

চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন হইয়া গেল ও স্বর্ণসূর্য্য অঙ্কিত

পতাকা ও অসিহস্তে বল্লালের প্রবেশ ।

বল্লাল । জন্মভূমির প্রিয়সন্তান ! ওই শোন হাহাকার, ওই দেখ চতুর্দিকে

অনলশিখা, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর', বিহ্যতের ত্যাক্স জালাময়ী

রশ্মিতে চারুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কে উপযুক্ত সন্তান আছ, এস ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । আদেশ করুন ।

বল্লাল । পতাকা যোগাপাত্রে অর্পণ কর', শ্রবণ করাও, তরবারির সম্মান,

নিজের সম্মান, নিজের সম্মান, জাতির সম্মান, জাতির সম্মান, গোড়ের

পতাকার সম্মান ।

[ পতাকা দানপূর্ব্বক বল্লালের প্রস্থান । ] .

সুবেগ ও ছলীনের প্রবেশ ।

সুবেগ । কুমার, কুমার, আর যদি কিছু সৈন্ত থাকত' ।

লক্ষ্মণ । না সুবেগ, মরণের বা জয়ের আর একটিনাত্রও সঙ্গী ক'র্ত্তে চাইনে,

বরং যেতে যেতে বলে দিও, যদি কেউ বুদ্ধ ক'র্ত্তে ভীত হয়, সে যেন

যোগদান না করে, আর ম'র্ত্তে যদি কেউ প্রস্তুত থাকে, বলো তাকে,

আজ জাতীর সম্মানের জন্ত যে অগ্রসর হবে, সে শত্রু হলেও বদ্ধ, যার

রক্তের সঙ্গে আমাদের রক্ত মিশবে, সেই দেশের গরিমা, সেই বঙ্গের উজ্জল রত্ন! বলো সুষেণ, এখন কি সৈন্ত চাও?

সুষেণ। না সন্মার, শুধু আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। যাও ভাই, প্রবেশমুখে বাধা দিতে মহারাজের সহিত অগ্রসব হও।

[ নেপথ্যে রণকোলাহল, সুষেণ

মহারাজাভিমুখে ছুটিল।

লক্ষ্মণ। ছলীন! কথা কইবার আর সময় নেই, প্রবেশের অপর মুখে আমি রইলাম, আর এই মধ্যস্থল রক্ষা করবার ভার তোমার। বতকণ না ফিরি, কোন অবস্থায় স্থান ত্যাগ ক'রো না। আমাদের উভয়ের মিলিত সৈন্ত ঋত্ন শত্রুকে বেষ্টন ক'রবে, তখন এই পথ ভিন্ন তাদের আর পালাবার উপায় নেই, একটীমাত্র সৈন্ত দেখলেও, প্রতিশ্রুত হও, তুমি তীর বর্ষণ ক'রবে?

ছলীন। স্বীকার ক'ব্লেম।

লক্ষ্মণ। নাও এই পতাকা, জানি, তোমা হ'তে কখনও এর অসম্মান হবে না, তবু বলি, প্রাণপণ, ছলীন, বাঙ্গলার গর্ব, গোড়ের পতাকার যেন অসম্মান না হয়, একজনও যেন এ মুখে জীবন্ত প্রবেশ ক'তে না পারে। স্মরণ রেখ', মধ্যস্থল তোমার, ছলীন! প্রাণপণ, কোন অবস্থায়, কোন সর্ত্তে, স্থানত্যাগ ক'রো না।

ছলীন। কুমার, কুমার, এ আমার মহৎ সম্মান!

( ছলীন পতাকা গ্রহণ করিল।

নেপথ্যে ঘন ঘন তীর বুড়ি হইতে লাগিল। )

লক্ষ্মণ। আবার বলি ছলীন, গোড়ের পতাকা, তোমার হাতে রইলো, শুধু তোমার হাতে।

[ প্রস্থান।

হুলীন। (পতাকা ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) ভয় কি, ভয় কি হুলীন, কেঁপো না, অমন ক'রে কেঁপ' না। কেন ? এত শত্রুভার কেউ কখন দেয় নি, তাই ? না না, কুমার তোমার উপযুক্ত ভেবেচে, তাঁর অসম্মান ক'রো না। এ কি গর্ব ! এ গর্ব যে বৃকের ভেতর ধ'রে বাধতে পাচ্চি নি। আমার রাজা আমার উপযুক্ত ভেবেচে। হুলীন দিন কিনে নে, কুমার তোকে এতদিন বাপের স্নেহ দিয়ে বিয়ে রেখেচে, বৃকেব রক্ত দিয়ে সে স্নেহেব কিছু পরিশোধ কর। এ কি উল্লাস, এ কি গর্ব, যার এক অংশ মহারাজ বল্লাল, অপর অংশ কুমার লক্ষ্মণ রক্ষা ক'রেন, তার মধ্যদেশ রক্ষার ভার একা তোমার ! “প্রাণপণ হুলীন, কোন অবস্থায় স্থান ত্যাগ ক'রো না”, ওই শোন', আবার কাণে বাজ্চে, “গৌড়ের পতাকা তোমার হাতে রইলো, শুধু তোমার হাতে।”

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। উভয় দিক দিয়ে বিরেচে, এই একমাত্র পথ।

হুলীন। সময় এসেচে, হুলীন সতর্ক হও।

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। পতাকা লক্ষ্য ক'রে তীর চালাও। ভাই সব অগ্রসর হও।

হুলীন। হারে বিশ্বাসঘাতক ! দেশের লোক তোর ভাই হ'লো না, আর আত্মীয় হ'ল এরা !

(সৈন্তগণ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া হুলীন তীরবর্ষণ করিতে লাগিল।)  
মুসলমান সৈন্তগণ। আর এগুতে পাচ্চি নি, পেছোও, পেছোও।

[ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল।

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। যে কোন মূল্যে স্থান অধিকার করো, তীর ছোড়', বালুকের উপর সকলে একত্রে তীর চালাও।

হুলীন। হুলীন, আবার পরীক্ষা ; সারি গেঁথে আসচে।

( পুনরায় ছলীনের তীরবর্ষণ, ছ একটা তীর ছলীনের  
গাত্রে লাগায় রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল । )

উঃ, উঃ, ঈশ্বর, ঈশ্বর, পানিয়েচে ।

নেপথ্যে ধর্মগিবি । ভয় নেই বায়ু অল্পকূল, বায়ুস্থে অধি ছুড়ে দাও ।  
পতাকাধারী এখনি দখ হবে ।

( সৈন্যের তথা করণ ও ছলীনের দিকে অধিশিখা আসিতে লাগিল )  
ছলীন । আশুন, আশুনের ঝড় ঝিচে, ঐই দিকে এলো, কি তেজ,  
দাঁড়াতে পাচ্চি নি, উঃ, উঃ, জলে গেল, জলে গেল । কুমার, কুমার !  
একটু সোজা হ'য়ে থাক । আর যে পাচ্চিনি, জলে গেলো, ছিঁড়ে  
গেল' । এ পতাকার সম্মান কি ক'রে থাক'বে ? কুমার, কুমার, সাড়া  
দাও, কুমার, কুমার, এখনো কি দাঁড়িয়ে থাক'বো ? জলে গেল', চ'খে  
দেখতে পাচ্চিনি, না, না, গোড়ের পতাকা আমার হাতে, প্রাণপণ  
ছলীন, ফের তীর, ফের তীর, শক্তি নেই, তবু—তবু— ।

নেপথ্যে । আশা হ্যা হ্যা হো ।

ছলীন । ( রক্তাক্ত-কলেববে ) শক্তি দে মা, একটা বার, সংজ্ঞা লোপ  
করিস্ নি ।

( বহু যবনসৈন্য সহ নিয়ামৎ, জয়ন্ত, ধর্মগিরি প্রভৃতি দেখা দিল । )

ধর্মগিরি । নিয়ামৎ, এগিয়ে যাও, পতাকা গ্রহণ করো, দাঁড়িয়ে দেখুচো  
কি ? পতাকা গ্রহণ করো ।

( ছলীনের টলিতে টলিতে লক্ষ্যশূন্যভাবে  
চতুর্দিকে তীরত্যাগ । )

গালব । চি'ক্তে পাচ্চিনি, এ নীচু জমি পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন ।

ছলীন । ( উচ্চকণ্ঠে ) কুমার, কুমার, এখন' কি থাক'বো ?

ধর্মগিরি । ভাবুচো কি, পতাকা নাও ।



নিয়ামৎ । আমি বীরত্বের পূজা ক'ত্তে শিখেছি, এতক্ষণ বালক হ'য়ে ঠে  
পতাকা রেখেচে, তার পায়ে তরবারি রাখতে পারি, হাত থেকে  
পতাকা কাড়তে পারিনে ।

হুলাইন । একবার, একবার যদি কুমারের দেখা পেতুম, এই গচ্ছিত বন  
ঠাঁরই কাছে দিগে নিশ্চিন্ত হতুম, মরা হবে না, কুমার, কুমার, এসো,  
এখন এসো । ( পতাকা বুকে চাপিয়া ধরিল । )

ধর্ম্মগিরি । ( অশ্রুসর হইয়া ) পাতাকা দাও ।

হুলাইন । বিশ্বাসঘাতককে পদাঘাত ক'ত্তে পারি, পতাকা দিতে পারিনে ।

( বুকে পতাকা লইয়া নতজাহ্নু হইয়া ভূমিতে উপবেশন । )

ধর্ম্মগিরি । তবে মৃত্যুকে বরণ কর' ।

বেগে স্রুষেণের প্রবেশ ।

স্রুষেণ । হয় না, একটা হিন্দু ধমনীতে একবিন্দু রক্ত থাকতে, বিশ্বাস-  
ঘাতকের পতাকাগ্রহণ কখন হয় না ।

হুলাইন । আঃ ( মূর্ছ্য ) ।

হস্তে তরবারি আঘাত ও শতগ্রী অস্ত্রের গাড়ী

লইয়া হিন্দুসেনার প্রবেশ ।

ধর্ম্মগিরি । পালাও, আশ্রয়কার চেষ্টা করো, ধুমকেতুর জ্বালা বজাল ছুটে  
আসচে, নরনে তার শতহর্যোর দাপ্তি । অস্ত্রপথ দেখো ।

[ মুসলমান সৈন্তের প্রস্থান । ]

স্রুষেণ । পলাতক নেতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করো ।

( স্রুষেণ ও হিন্দুসৈন্তগণ অহুসরণ করিল । )

বল্লালের অসিহস্তে বেগে প্রবেশ ।

বদল । ভেঙ্গেচে, ভেঙ্গেচে, সৈন্তশ্রেণীমুখে ঘোড়া ছোটোও, ছত্রভঙ্গ  
করো।

ভ্রাস্তভাবে অর্ধচন্দ্রচিহ্নিত পতাকা হস্তে  
বায়াহুম শীর প্রবেশ ।

বায়াহুম । গেলো, গেলো, বিজয়ীর চীৎকারে, শব্দের প্রতিধ্বনিতে,  
সৈন্তের আর্ন্তনাদে সব ভ'রে গেল । একি, একি ।

বদল । ওই, ওই দম্ভ ।

( উভয়ের অসিযুদ্ধ ও বায়াহুমের পতন । )

কেমন বীর, যুদ্ধের সাধ মিটেচে ? দেখো, দেখো, বিদ্রোহীর এই  
পরিণাম ।

[ আঘাত পূর্বক পতাকা লইয়া বল্লালের প্রস্থান ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । ছলীন, ছলীন, সাড়া দাও, ছলীন, ছলীন, সাড়া দাও ।

ছলীন । ( হাতের ভরে উঠিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ) নাও রাজা, মুক্তি দাও, তোমার  
গচ্ছিত রক্ত তোমারই হাতে দিলুম, পতাকার সন্মান আছে, আঃ ।

( ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল । )

লক্ষ্মণ । একি ! একি !! হায় বীর, মৃত্যু বরণ ক'রে নিয়েচো, তবু স্থান-  
ত্যাগ করনি, ধন্ত তোমার দেশভক্তি, ধন্ত তোমার কর্তব্যজ্ঞান ! যাও  
বীর, কর্তব্যপুলকে যশের হিরণ্ময় রথে যাও, দেখবে সেখানে, কণ্ঠে  
তোমার মন্দারের মালা, কর্ণে তোমার কুম্বহুড়ার মঞ্জরী, শীর্ষে তোমার

অগ্নিময় মুকুট! আমার আশীর্বাদ নাও, আমার চুখন নাও, আমার  
অক্ষরে অক্ষরে শিখিয়ে দিলে, বালক, শরীরের জয় জয় নয়, তুঁই  
শিক্ষক, আমি অভিমানে তোমায় শেখাতে গিচ্ছলুম।

( লক্ষ্মণ নতজানু হইয়া ছলীনের দিকে চাহিয়া রহিল। )

ষষ্ঠ দৃশ্য।

( ঈশ্বরান্বীত নদীতীর; পার্শ্বে জঙ্গল। )

( নেপথ্যে ঘন ঘন রণবাণ্ড হইতে লাগিল, )

চতুর্দিক সভয়ে দেখিতে দেখিতে পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। চাদিকে শব্দ হ'ছে, আমার ছাউনী, ক্ষুদ্র কুটার, আশ্রয়স্থল  
সব রাজসৈন্তে ভ'রে গেছে। এ জঙ্গলেও বুঝি পরিভ্রাণ নেই, এ-  
খানেও যুদ্ধশব্দ আসচে। যাই, না না, এই পথে; কি ক'ন্তে এলুম,  
কি হ'লো? প্রতিশোধ নিতে পাল্লুম না, রাজাকে বোঝাতে পাল্লুম না,  
ডুবতে ডুবতে আশ্রয়স্থল ভেবে খড় খ'রেছিলুম, ভার সহিতে পাল্লে না,  
ভার সহিতে পাল্লে না, কে আসচে, কে আসচে, লুকুই, লুকুই।

জঙ্গলের ভিতর গমন ও মুসলমানপতাকা ও পিঞ্জর বায় হস্তে  
লইয়া, রক্তাক্ত বম্বালের ক্রান্তভাবে অসি হস্তে প্রবেশ।

বম্বাল। ক্রান্ত, ক্রান্ত, সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে আসচে, আর যেন  
পাচ্চিনি, উঃ। ( উপবেশন )

ভূজসেনের প্রবেশ।

ভূজসেন। অঁ্যা! এই তোমার গির্ষে, বজের গৌরব, আপনি। আপনি  
এখানে! বটে কথা, দেখ', বলে, যার জন্তে সৈন্তেরা নেচে

নেচে বেড়াচে, সেই রাজা কিনা খাঁচা হাতে মাটিতে ! লোকে  
ব'লবে কি ? মাটিতে ব'সবেন, তা আবার স্বয়ং, প্রতিনিধি দিন,  
প্রতিনিধি দিন ।

বল্লাল । না, একক থাকতে দাও ।

ভৃঙ্গসেন । আহা, কি মন দেখ, সদানন্দ, সদানন্দ, একেবাবে মাটি, মন  
ত' নয়, যেন আঘা, আঘা ।

বল্লাল । যাও, স্থান ত্যাগ কর', আমি ক্রান্ত, সঙ্গী দেখতেও অক্ষম ।

ভৃঙ্গসেন । ( স্বগত ) ও বাবা, এ আবার কি রকম ক্রান্তি রে ? বড়লোকের  
মন কিনা, ওব ভাব বোঝাবাব যো নেই, খুসিও যত, গরখুসিও তত,  
ও সোণার পাথর বাটীই বলো, কিথা নিরেট ঘড়াই বলো, ভাব  
পাবার যো' নেই ।

[ ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান ।

বল্লাল । আজ মনে প'ড়েচে, সে অনেক দিনের কথা, এমনি ক্রান্ত  
ঠ'য়ে. এমনি নদীর কাছেই এসেছিলাম, এক যোগী নিদ্রা বাচ্ছিল,  
গর্কভরে তাঁকে অশ্বসহ উল্লঙ্ঘন ক'রেছিলাম, ক্ষুধা যোগী অতিসম্পাত  
দিরেছিল, বেদিন এমনি ক্রান্ত হবে, সেইদিনেই তোমার অগ্নিকুণ্ডে  
মৃত্যু হবে । ঈশ্বর জানেন সেদিন আসতে কত দেরী । উঃ, পিপাসা,  
দারুণ পিপাসা । ঈশ্বর ! ঈশ্বর !! বঙ্গসম্রাটের মঙ্গল করো, বাঙ্গালী  
সুখী হ'ক, বাঙ্গলার যশঃ চির অক্ষুণ্ণ থাকুক । পিপাসা, দারুণ  
পিপাসা, স্বচ্ছ নদী, এরই জল পান করি ।

( পিঙ্গুর রাধিয়া, জলপানার্থ নদী গর্ভে গমন ও পদ্মাক্ষীর

সম্পর্পণে বিফারিতচক্ষে বহিরাগমন । )

পদ্মাক্ষী । পেয়েচি, পেয়েচি, সুবিধে হ'য়েচে, প্রতিহিংসা নেবার সুযোগ  
পেয়েচি, যাই, যাই, এইবার পায়রা খুলে দি । পরাজয় হয়েচে মনে

ক'রবে, অগ্নিকুণ্ডে ম'রবে। কেমন হবে, কেমন হবে। রাজা, রাজা, আমার বুকের রক্ত চো'ক দিয়ে ফেলেচো, এইবার তোমার, সব আপনার ফেলবে। তোমার পদ্মা কঁাদবে, প্রজার বুক ভাসাবে। প্রতিশোধ, এই আমার প্রতিশোধ, এক কাজের শেষ, একটা কাজের শেষ।

( পদ্মাকী পারাবতবয় উন্মুক্ত করিয়া দিল। )

রাজবাড়ীর দিকে গেল', রাজবাড়ীর দিকে গেল', বাঃ, বাঃ, কেমন উড়্চে, কেমন উড়ে যাচ্ছে। পালাই, পালাই; গায়ের আন্ত চামড়া ছিঁড়ে, খুলে, কেটে নিলেও আর ক্ষতি নেই, একটা শোধ নিয়েচি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, পালাই, ধন্তে আসবে, ( প্রকাশে ) রাজা, রাজা, তোমার পায়রা উড়্চে, তোমার পায়রা উড়্চে।

( জঙ্গলে পদ্মাকী লুকাইত হইল। )

বল্লাল। ( উদ্ভ্রান্তভাবে উর্জদৃষ্টি সহ ) একি ! কি কলি ? ( উত্থানপূর্বক ) সংবাদ দাও পরাজয় নয়, শত্রুর ছলনা। শিল কৈ ? পদ্মা, পদ্মা, সব যাবে, হাংকার উঠবে, অনলশিখার গৃহ স্থানে পরিণত হবে।

[ শূন্ত খাঁচা লইয়া বেগে বল্লালের প্রস্থান।

জঙ্গলের অভ্যন্তর হইতে নিরামতের প্রবেশ

ও পদ্মাকীর প্রতি—

নিরামৎ। শোন শোন।

পদ্মাকী। ছোরা আছে, ভয় পাবো না, এ মনে আর ভয় নেই।

নিরামৎ। কাকে কি বল্চিস্ ? এখুনি ধরা পড়বি, রাজার লোক এখুনি লুটে নেবে। আমার সঙ্গে আর, পুরস্কার পাবি, খিলজীর আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় নেই

পদ্মাক্ষী। আমার ধর্ম তুই রক্ষা করবি বল ? মুসলমান হ'য়ে শপথ কর।  
নিয়ামৎ। তুই আমার জাতের বন্ধু, না বলিয়ে নিলেও রক্ষা ক'রবো,  
সকলেই ত' গেল, তোর সেই পাগলও ত' গেছে।

পদ্মাক্ষী। সে গেছে ? চল নিয়ামৎ, ছুটে আয়, আমাকেও সেখানে  
নিয়ে চল। সে আমার কাছে পাগল নয়, তার হাসি আমার স্বর্গ,  
ত র দয়া ঈশ্বরের করুণা।

নিয়ামৎ। ঈশ্বর তোদের দুজনকে সুখী করুন।

পদ্মাক্ষী। কি বলি কি বলি ? না, না, সে স্বপ্ন, সে আকাশকুসুম, সে  
শূণ্ডে রাজ অটালিকা।

( উভয়ের প্রস্থান )।

### সপ্তম দৃশ্য।

( বল্লালবাটী ; দুর্গসম্মুখস্থ দ্বার । )

[ ভিতরে বল্লালবাটী ও দুর্গচূড়া দেখা যাইতেছে, পারাবত-  
যুগল গৃহচূড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছে ইত্যাদি । ]

নেপথ্যে। ও কি ! ও কি !!

নারীকণ্ঠে। পায়রা ফিরেচে, পায়রা ফিরেচে।

নেপথ্যে। মা, মা।

( নেপথ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল ও ভিতরের বারান্দায়  
শিলামেবী দেখা দিল । )

শিলামেবী। কুলবধুগণ, আর কেন ? যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েচে। চিতা  
জালো, চিতা জালো, এসো, এসো।

( শিলা নিয়ে গেল ও ভিতর হইতে প্রজ্জলিত

অগ্নিশিখা দেখা গেল । )

( উন্মত্তবৎ বলদেবের প্রবেশ ও নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি । )

বলদেব । কি হ'লো, কি হ'লো, পুণ্য শরীরে অগ্নি স্পর্শ ক'রে, চকিতে  
জলে উঠলো, চকিতে জলে উঠলো ।

[ বলদেবের গৃহস্থান ।

নেপথ্যে বল্লাল । ওই মঙ্গল শঙ্খ, ওই ক্রন্দনের রোল, অপেক্ষা কর হুলা,  
হুলা, অপেক্ষা কর অপেক্ষা কর ।

বেগে বল্লালের দুর্গমধ্যে প্রবেশ ।

নেপথ্যে বল্লাল । শিলা, শিলা, আমার সঙ্গে নাও, আমার সঙ্গে নাও ।

নেপথ্যে বলদেব । রাজ্যেশ্বর ! রাজ্যেশ্বর !! কি কল্লেন ?

( লক্ষ্মণের বাটীর অপরান্ধ হইতে বহিরাগমন । )

লক্ষ্মণ । শেষ, সব শেষ, ঈশ্বর কি দেখালে ? বাঙ্গলার গৌরব অন্ত  
গেল, শুধু গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে থাকাতে লক্ষ্মণ জীবিত রইলো ।

লক্ষ্মণ বিষন্নভাবে বসিয়া পড়িল ।

# চতুর্থ অঙ্ক ।

## প্রথম দৃশ্য ।

( দুর্গাভ্যন্তর ;—রাজসভা । )

আলোকমালাসজ্জিত নদীয়া রাজবাটীর একাংশ, সৈন্তগণ শ্রেণীবদ্ধ-  
ভাবে দণ্ডায়মান, সিংহাসন পার্শ্বে বলদেব । দূরে শৃঙ্খলিত  
গালব, ধর্ম্মগিরি ইত্যাদি রহিয়াছে ।

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । আপনারা দেশের অলঙ্কার, দেশে শত্রু আনবেন না, যদি আমি  
অনুপযুক্ত হই, শিথিলে নিন্, এক ভূমিতে বর্জিত হ'য়েছি আমার  
শেষাতে অধিক শ্রম হবে না । ( শৃঙ্খল উন্মোচন ) আপনারা মুক্ত,  
বাহাদুরী, বঙ্গসন্তান ! বঙ্গজননীকে চিরস্মরণীয় কর্ত্তে চেষ্টা করুন ।

বলদেব । বাঙ্গলা, ক্ষমাবীর মহারাজ লক্ষ্মণকে দেখো ! এসো, সাগরা-  
স্রয়া, শৈলচূড়া, ধরার গোরব এসো, এসো, স্রোতস্বিনীর স্রাব  
নির্ম্মল, ফুলের স্রাব পরিমলপূর্ণ, শিশুর স্রাব সুন্দর এসো, রাজ-উকীষ  
পরিধান কর, তোমার শাসনে রাজ্য জয়-ক্রীযুক্ত হ'ক !

( লক্ষ্মণের মস্তকে উকীষ দিল, উপর হইতে পুরনারীগণ

পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল । )

ধর্ম্মগিরি । রাজা, রাজা, মার্জনা কর ।

গালব । আমি আশ্রিত, অহুগত, সেবকমাত্র ।

( ধর্ম্মগিরি ও গালব উভয়ে রাজ-পদতলে জাহ্নু পাতিয়া বসিল । )

লক্ষ্মণ । আপনারা আশ্রিত হ'ন । রাজ্যের অলঙ্কার হ'তে চেষ্টা করুন ।



## বন্দনাকারিণী গণের প্রবেশ ।

বন্দনাকারিণীগণ ।

গীত ।

তুমিই দেশের সকল আশা, তুমিই দেশের সকল মান ।  
 তুমি বঙ্গজননী-সাধনা-জীবন, বঙ্গ-জননী প্রাণ ॥  
 আর কোথা কে তোমার মতন, বুঝবে বুকে ব্যথার বেদন,  
 রাখবে ক'রে পরে আপন, দেশের জন্ত ক'রবে টান ॥  
 তুমি তাদের আশা, দেশ ভরসা, তাদের তুমি বল,  
 বাদের পুণ্যতোয়া গঙ্গানদী, পাহাড় হিমাচল ॥  
 তুমি বাঙালে গরু, হবে না খরু, উড়িবে জয় নিশান ॥  
 তুমি বঙ্গ, তুমি বিক্রম, তুমি সত্য, তুমি জয়,  
 তোমার মহিমা, তোমার কাহিনী, জুড়ে যাক জগময়,  
 ভারত ভরিয়া দেখুক আজি তোমারি করুণা দান ॥

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গ্রাম্যপথ ।

( বিবল শূদ্রাণী আসিল ও হোরা নিশ্বাস ফেলিয়া  
 একস্থানে চুপ করিয়া রহিল । )

শূদ্রাণী । জেখর ! জেখর !!

গীত ।

আমি বাসতে ভাল রইলু ব'সে, আশার বাতি বুকে জ্বলে ।  
 আমার রাত পোহাল, নিভলো আলো, এলো গেল' স্বপ্ন চ'লে  
 আমার আমার আমার ব'লে, আমার হ'য়ে ছিল ছলে,  
 আমি গেলুম, আমার গেল, রইলো নাক' প্রভাত হ'লে,  
 ওরে হ'তো সারা, থাকলে আমার, যেত' নাক' পায়ে ঠেলে ॥

হোঁরা। (নিখাস ফেলিয়া স্বগত) এ গান শুধু তোর মনে নয়, আমার  
প্রাণেও বইচে।

শূদ্রাণী। এঃ, মাগীও মরচে! ওরে ওই, হোঁরা, ও হোঁরা, দেখেচো?  
দেখেচো? কথা ক'ইবিনি? কথা ক'ইবিনি? ছুঁছুঁড়ি, কাল ছুঁড়ি,  
খোঁদি ছুঁড়ি, আদর ক'র্বো সতি আদর ক'র্বো। (হোঁরা সজল-  
চক্ষে মুখ ফিরাইয়া লইল।) মানিক আমার, মন্ননা আমার,  
টেয়া আমার, পাগিয়া আমার, একটা কথা কও! শুন্‌বিনি?  
শুন্‌বিনি?

হোঁরা। কি ব'ল'বি বলনা।

শূদ্রাণী। এই ব'ল'ছিলুম কি, কি ব'ল'ছিলুম ব'ল'বো? ব'লে ফেলি, কি  
বলিস? ইয়ারে, তুইও বুঝি তাকে ভালবেসে ফেলিচিস!

হোঁরা। হঁ।

শূদ্রাণী। হঁ কি রে, এঃ মাটি ক'রেছিস্ বল? আরে মোলো, এত' কাজ  
থাক্তে ম'ন্তে ভালবাস্তে গেলি কেন? এই বয়েসে কি রকম  
ব'কেচে দেখো!

হোঁরা। আর তুই যে তোর তাকে ভালবাসিস্‌নি? তার ভাবনাতেও স্নেহ  
ব'লে বল্লিনি?

শূদ্রাণী। সেটা গেরোর ক্ষেত্র। এই মিসে গুণোকে দেখতুম, আর ম'নে  
হ'তো, না হয় একটু নাচালুম। ছ'বার চ'খোচোখী হ'লে ত আর  
খইবো না! এই ধরো, যদিই হঠাৎ, কোন পুরুষের নজরে পড়লুম,  
দেখি, ক্যাল ক্যাল ক'রে মুখের দিকে চেয়ে আছে। একটু চোক  
ফিরিয়েচি, কি ইতিমধ্যে ছবার গাল ব'সেচে; কথা কইবে, ত' অতি  
আন্তে, হাসবে, ত' অতি মৃদু, আহা, যেন আর পারে না। অর্থাৎ এই  
রকম ক'রে, ওরে মনে করে, তাদের মুখখানি, একবার দেখবার  
অপেক্ষা, ব্যাস, আর কি, মেয়ে মাছুষ গোলাম, ভেড়া হ'য়ে গেলো।

হা অদৃষ্ট, ওই আকাবোকার মতন কথা, ভাল মানুষের মতন মুখ করা, চাইতে চাইতে চোখ নামান, এ হ্যা হ্যা করে কাঁসা, দেখলেই ফিক্ ক'রে হাসা, এ সব ত মেয়েলী ঢং; মেয়েলী ঢং দেখে, সত্যিকার মেয়েমানুষ হাসে, ভোলে না। পুরুষ যেমন চায়, কোমল, সরল, সুন্দর গালভবা হাসি, নারীও তেমনি চায়, সাহসী, বলিষ্ঠ, কঠোর, কর্তব্যপরায়ণ পুরুষ।

হোরা। হা সাবাস, তবে তুই ভুলি কেন ?

শূদ্রাণী। রাজার মধ্যে নির্ভর করার মতন বীরের হৃদয় দেখেছিলুম। যখন রাজা, মেয়ে মানুষের মতন মিষ্টি কথায় ভোলাতে চেষ্টা ক'রেছিল, তখন ভালবাসা পায়নি, যখন রাজাকে পুরুষের মত দেখলুম, যখন রাজাকে, রাজা ব'লে মনে কত্রে পাল্লুম, যখন রাজা, উপেক্ষা করে চ'লে যেতে পাল্লেন, তখন ভয়ে, ভক্তিতে, ভালবাসায়, লুটিয়ে পড়তে সাধ হ'লো, যখন আর পাবার উপায় রইলো না, তখন সাধ জাগলো, দাগ ছিল না, মনের মধ্যে পাহাড় আঁকা হ'লো !

হোরা। এঃ, তা হ'লে তুইও মরিচিস্ বল ?

শূদ্রাণী। গেরোর ফের। চল্ যেদিকে হুঁচকু যায় যাই, আর তাকে ভাবি। আর ভাবি, সে যেমন কোমল, তেমনি কঠোর, সে একাধারে মেঘ ও রৌদ্র, তিরস্কার ও পুরস্কার, শাসক ও ক্ষমানীল !

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

## তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান ; নদীয়া । সময় ;—প্রাহ্ন ।

( সভাকক্ষ । )

[মস্তকে তাজ ও পট্টবস্ত্রপরিহিত ভৃঙ্গসেন ; নাগরিকগণ কেহ এই 'তোমার গিয়ে, আমার গিয়ে' করিতেছে, কেহ বা হৈঃ হৈঃ শব্দে গোল কবিতেছে, কেহ বা "ওহে গুন্টো" ইত্যাদি রবে ডাকিতেছে, ভৃঙ্গসেন সকলকে যথাস্থানে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে ইত্যাদি :— ]

ভৃঙ্গসেন । আরে, অধীর হও কেন ? অধীর হও কেন ? আমি বিচার-পতি, আমার মাননা যে হে ! চোপ, চোপ, আরে ব'সো, ব'সো ।

১ম নাগ । সেনজা মশায়, আমার একটা মীমাংসা ক'রে দিতে হবে ।

ভৃঙ্গসেন । হবে নাকি ? তোমার মীমাংসা, তা আর ক'রবো না !

২য় নাগ । ( প্রথম নাগরিককে ঠেলিয়া ) আরে আমি ব'ল্চি ।

ভৃঙ্গসেন । বল, বল ।

২য় নাগ । আমার একটা বাড়ী আছে, দেখেচেন ত' ?

ভৃঙ্গসেন । চোপ র'য়েচে, তোমার গিয়ে, বাড়ী র'য়েচে তা আর দেখিনি !

১ম নাগ । আজ্ঞে, বাড়ীর সঙ্গে খানিকটে জায়গাও ত' আছে ?

ভৃঙ্গসেন । আছে নাকি ? তা আর থাকবে না, আহা—

২য় নাগ । তাইতে ছটো ডাঁটা আর নাউ ক'রে হাটে বেচতে গিছলুম ।

ভৃঙ্গসেন । তোমরা ? গেছ' নাকি ? খুব করেচো, হাটে নইলে কি আর ঘরে বেচবে !

১ম নাগ । আজ্ঞে, হাটে গিয়ে বেই তরকারী আর নাউটা নামিয়েচি, অমনি, জমিদারের লোক তোলা নিতে এলো ।

ভৃঙ্গসেন । তা নেবে বই কি । তাদের হাটে গেছ, তোমার গিয়ে, বিক্রী ক'রো, তা আর নেবে না ।

১য় নাগ। তা ব'লে নাউ নেবে ?

ভৃঙ্গসেন। তা নেবে কেন, তা নেবে কেন ? সেটা, তোমার গিয়ে,  
তুমিই বিক্রী ক'রবে।

১ম নাগ। তা দিইনি ব'লে কিনা মাঝে !

ভৃঙ্গসেন। অ্যা ! মাঝে নাকি ? তা আর মারবে না বাপু, তাদের  
হাটে গেছ, নাউ দেবে না, উন্টে গিয়ে ঝগড়া ক'রবে, তা আর  
মারবে না ?

নাগরিকগণ। মারবে কি রকম ?

ভৃঙ্গসেন। অস্ত্রায় বটে, অস্ত্রায় বটে, তা তোমার গিয়ে, অস্ত্রায়টা বটে !

২য় নাগ। শেষে কিনা লোক আনলে !

ভৃঙ্গসেন। আনলে নাকি ? আহা, তা আর আনবে না, তোমরা হ'লে  
চাষার মদ, লোক ত' আনবেই।

২য় নাগ। শেষে মেরে ধ'রে বাজরা কেড়ে নিলে।

ভৃঙ্গসেন। নিলে নাকি ? আহা, তা আর নেবে না বাপু, তোমরা  
গিয়ে, ঝগড়া ক'লে, মারামারি ক'লে, মার খাওয়াবার জন্তে লোক  
আনলে, বাজরা আর কেড়ে নেবে না ?

১ম নাগ। তা হ'লে মীমাংসাটা হ'লো কি ?

ভৃঙ্গসেন। পর দিবে ঘরের ঝগড়া মেটাতে গেলে, এর চেয়ে আর কি  
হবে বাপু, বাকীটুকু তোমরাই আপোষে সেবো।

সকলে। সারবো কি রকম ! সারবো কি রকম !

( সকলে নিকটবর্তী হইয়া গোলমাল করিতে লাগিল।

ভৃঙ্গসেন। ব'সো, ব'সো, আরে মান না যে হে, রাজা আসচে, রাজা  
আসচে, পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো, চোপ, চোপ, আরে মাননা যে হে।

( ঠেলাঠেলি করিতে করিতে নাগরিকগণের  
পায়ের তলা দিয়া ভৃঙ্গসেনের গ্রন্থান। )

নাগরিকগণ। ধরো, ধরো

( ভৃঙ্গসেনের পশ্চাদ্ধাবন। )

সুশেণসহ মহারাজ লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সুশেণ। চতুর্দিকে বিজ্রাট হ'চ্ছে, আপনি একটু উদ্বেগী হন।

লক্ষ্মণ। আমি কি ক'রবো সুশেণ! আমি ত' যুগ যুগান্তর ধ'রে রাজ্য আঁকড়ে রাখবো না। অবিচার আসবে, কাহলুগাঁ, আগম্হল, কাঁকজোল, নদীয়া, সনন্ত শত্রুতে পূর্ণ হবে, সোণার গোড়, হেজল জঙ্গলে ব্যাপ্ত হ'য়ে যাবে, ব্যাজ্র ভল্লুকে বাস ক'রবে, কক্কক। যাদের নিয়ে রাজ্য, তারা যদি না দেখে, একজনের চেষ্টায় কতটুকু হ'তে পারে? একবার সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখো, লালসা মহুঘাত্ত হারিয়ে দিচ্ছে, সবল দুর্বলকে তাড়না ক'চ্ছে, ধনী দরিদ্রকে তার শ্রেণীভুক্ত মনে ক'চ্ছে না, ধরণীতে যেন কোন সম্বন্ধ নেই, যে বলবান সেই মাত্র সব। গুণের পুরস্কার হবে না, এ বস্ত্রে আর থাকতে পারবো না, নোকা প্রস্তুত রাখ', আমি তীর্থযাত্রা ক'রবো। সুশেণ! সমর থাকতে এখন' নোকা সাজাও, আমার নদীয়ার আজ আমার বহু বৎসর অতীত হ'লো।

সুশেণ। রাজা, রাজা, আপনি এর উপায় করুন।

লক্ষ্মণ। ঢের চেষ্টা ক'রে বুকেচি, হবার নয়। তুমি নোকা প্রস্তুত রাখ, আমার তীর্থযাত্রাই ভাল।

সুশেণ। না দেখায় কি সব নষ্ট ক'রবেন?

লক্ষ্মণ। চেষ্টা ক'রে যা হ'লোনা, তা যদি হবার হয়, হবে। সকলকে অসন্তুষ্ট ক'রে লাভ কি? যুগ যুগান্তর আমি ত' রাজ্য ধ'রে রাখবো না?

সুশেণ। রাজা, রাজা, এই অশুভলিঙ্গ হস্ত যদি একবার তুলতেন!

লক্ষ্মণ। কি ক'র্বো সুষেণ, আমার জাতি যদি আপনাদের ভালবাসাতে জানতো, যদি স্বার্থ ভুলে জাতীয় উন্নতির প্রার্থনা ক'তো, ব্যক্তির কেন, সমবেত মুসলমানের এমন শক্তি থাকতো না, তারা বঙ্গের একটা স্তম্ভ চ্যুত করে।

### পুঁথিহস্তে সভাপণ্ডিতের প্রবেশ।

সভাপণ্ডিত। যথা বলচেন, যথা বলচেন, এহানকার মঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহা। আমাগোর দর্শনশাস্ত্রে স্পষ্ট ল্যাখছে, বেদ মিথ্যা অইবো, ব্যক্তিরারের লক্ষর বিজয় ক'র'ক', ক'র'ক', ক'র'ক'।

লক্ষ্মণ। কি ব্রাহ্মণ? বেদ মিথ্যা হবে, তবু ব্যক্তিরারের জয়! সুষেণ এখন' ব'লে রাখি, নৌকা সাজাও।

সভাপণ্ডিত। গাহেন না, গাহেন না, অই পত্রটি বুকের মধ্যে রাখি।

লক্ষ্মণ। রাখুন, রাখুন, ওই পত্রটি জপমালা ক'রে রেখে দিন। সুষেণ, যদিও থাকতুম, আর থাকতে পারবো না, আর থাকা হবে না। দেশের লোক বড়বয়স ক'রে, স্বেচ্ছায় যদি মাথার মোট ক'তে চায়, তাদের সিংহাসনে বসিয়ে লাভ কি? আজ একটা নূতন শিক্ষা করলেম।

সুষেণ। কি রাজা?

লক্ষ্মণ। জানুতেন, কেবল ধনীর দোষে দরিদ্র হয়, বিদ্বানের দোষে মূর্থ হয়, বলবানের দোষে দুর্বল হয়, আজ শিখলেম, মাত্র প্রজার দোষেই কু-রাজা জন্মায়।

[মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রস্থান।]

সুষেণ। ভেদ, ভেদ, ভেদজ্ঞানই হিন্দুর সর্বনাশ করে! (অনুগমন।)

সভাপণ্ডিত। হ, আমারে বোধ হয় বোঝবার পারছে।

## চতুর্থ দৃশ্য ।

( মহাবন ; শিবিরাত্যন্তর । )

একদিন দিয়া বক্তিরার ও অপর দিক দিয়া মুসলমানীবেশে

সুসজ্জিতা পদ্মাকীর প্রবেশ ।

পদ্মাকী । বাবা, আমি মুসলমান হবো ।

বক্তিরার । সে কি ।

পদ্মাকী । মুসলমানদের বেশ নিরম, বারা কুলত্যাগ ক'রেচে, তারাও  
গেরস্ত হ'তে পারে, স্বামী নিয়ে আবার তারা ঘর ক'তে পারে ।হিন্দুরা কিন্তু, যাকে একবার ত্যাগ ক'রেচে, তাকে আর নেয় না,  
এরা ত্যাগই করে, ওরা ত্যাগ করাকেও আদর ক'রে ডেকে নেয় ।

বক্তিরার । তাতে তোর কি ?

পদ্মাকী । কেন সকলেই ত' হ'চে, সেই পাগলও ত' তোমাদের ধর্ম  
নিয়ে জোহান হ'লো ।বক্তিরার । তোমার স্মৃতি হয়, পবিত্র ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হও,  
আমি কথা দিয়েচি, নিষেধও ক'রবো না, আদেশও দোব না । কিন্তু  
এই মাত্র ভেবে রেখো, জোহান সাধারণ সৈন্য, তাকে বিবাহ করা  
আমার কন্ডার উচিত কি না ? মনে রেখ', আরবের মর্যাদা তোমার  
বিবাহপ্রার্থী ।পদ্মাকী । আমি ত' ব'লেচি, তার হাসি আমার স্বর্গ, তার দরা দৈবের  
করণা ।

জোহানের প্রবেশ ।

জোহান । ( সেলামপূর্বক ) আজ আমার কোন্ দিকে পাহারা ?



পদ্মাক্ষী। (মৃদুস্বরে) ওই ওই, উঃ—(হাঁফাইতে হাঁফাইতে পদ্মাক্ষী  
জোহানের প্রতি চাহিয়ারহিল, জোহানও দেখিল।)

জোহান। (স্বগত) কোথায় যেন দেখিচি।

বক্তিরার। উত্তরমুখে থাক'।

জোহান। কবুল কর্‌মান্‌।

[সলাম করিতে করিতে পিছু হটিয়া প্রস্থান।

পদ্মাক্ষী। (স্বগত) ঈশ্বর! ঈশ্বর!! উঃ,

[পদ্মাক্ষীর অপরদিকে প্রস্থান।

বক্তিরার। জয় কিম্বা পরাজয়, কিছুই মীমাংসা হ'লো না, সন্দেহ-  
দোলায় ছল্‌চি, ভবিষ্যৎ অন্ধকারগর্ভে, শুধু বিশ্বাসঘাতকের ক্ষীণ  
আলোক দেখা যাচ্ছে, তাও ক্রয় করা, জাতীয় সহানুভূতি নেই, সম্বল  
কৌশল, আশা সাহস মাত্র।

### ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।

(স্নিগ্ধমুখে) এই যে, আসুন।

ভৃঙ্গসেন। আহা, দয়া দেখ, আপন গোরবে আপনি নত, কি শীলতা  
বোঝ', এই শুধেই ত' তুর্কীরা সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত জয় ক'রে ফেলেচে।  
আজ বাঙ্গলার সূদিন, তাই দয়া ক'রে বঙ্গবিজয় ক'ন্তে এসেছেন।  
আপনি বড় কেও-কেটা ন'ন, স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, সেই মদনমোহন,  
আহা—

বক্তিরার। আপনি কি বল্‌চেন!

ভৃঙ্গসেন। প্রমাণ ক'ন্তে পারি, “অবতারাঃ হসংখ্যোঃ”, আপনি  
হসংখ্যোয়া, ঐ পক্ষুণেটা কথ'ন' আপনার সঙ্গে আঁটিতে পারবে না,  
আমার কাছে পষ্ট কথা, খোসামোদ পাবেন না, তা রাগই করুন, আর

কি বলে, তোমার গিয়ে, গোসাই করুন, বিশেষ ধর্মগিরি আপনার  
সহায়।

বক্তার। তিনি ত' এখন' এলেন না ?

ভূসেন। এই যে, এই যে, স্বয়ং আসছেন, সশরীরে আসছেন, দেখো  
একবার, দেখো একবার, আচ্ছা !

ধর্মগিরির প্রবেশ।

বক্তার। আসুন, আসুন, গরীবের শিবির পবিত্র হ'লো। (অভিবাদন।)

ধর্মগিরি। (প্রত্যভিবাদনপূর্বক) সে কি ! সে কি !! আপনি  
মহাত্মাভব।

ভূসেন। নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা একশো বার। (বক্তার প্রতি)

আর আপনার ভাব্যের দরকার নেই, ইনিই হ'চ্ছেন সব, মন ক'লে  
ইনিই আপনার হাতে রাজ্য তুলে দিতে পারেন।

বক্তার। একবার বায়াম শাহকে ও ত' আহ্বান ক'রেছিলেন ?

(ভূসেন শিরঃকণ্ঠনপূর্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।)

ধর্মগিরি। তখন বল্লাল জীবিত ছিলেন, তিনি একাই উদ্ধোগী হ'লে  
অগ্রসর হ'তেন, তাঁর অপেক্ষা ছিল না। শত্রুকে অবসর দেবার  
স্বযোগ ছিল না। প্রতাপে, গৌরবে, বিক্রমে, বলে শাসন ক'তেন।  
লক্ষণ সকলের মুখাপেক্ষী, দশে যদি এগোয় তবেই তিনি প্রস্তুত, তিনি  
শূত্রমাত্র, দশের পার্শ্বে থাকলে শত হ'তে পারেন, কিন্তু একক থাকলে,  
তাঁর কিছুই মূল্য নাই। আপনি সপ্তদশ অধারোহী সৈন্তসহ অথ-  
বিক্রেতা বা মুসলমানদূতরূপে নগরে প্রবেশ করুন, কেউ বাধা দেবে  
না, প্রবেশের অধিকার-স্বরূপ আনার অঙ্গুরী গ্রহণ করুন, এখন আমিই  
সেনানায়ক, সমস্তই আমার অধিকারে। দেখবেন, দুর্গে সৈন্ত পর্যন্ত  
নিদ্রা যাবে, সজ্জিত থাকবে না, আপনি অবাধে কার্য শেষ ক'রবেন।

বক্তার। (অঙ্গুরী লইয়া) আপনি যদি এতই ক্ষমতাপন্ন, নিজের নামে রাজ্য  
চালালেই পাতেন, আমার উপলক্ষ্য ক'রবারই বা কি প্রয়োজন ছিল ?  
ধর্মগিরি। সেনবংশ এখনও জীবিত, বর্তমান রাজা এখনও অনেকের  
হৃদয় অধিকার করেন। বিশেষতঃ তিনি আমার প্রভু, আমি গতযুদ্ধে  
বন্দী হয়েছিলাম, তিনি স্বহস্তে আমার মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে  
আবার প্রকাশ্য বিদ্রোহ করা আমার জায়তঃ অজ্ঞায়। আপনি  
অধীশ্বর, আমি কর দিতে প্রস্তুত, আপনি স্বেচ্ছায় রাজ্য দিলে, কেউ  
আমার বিপক্ষ হবে না।

বক্তার। এ আপনার মন্দ যুক্তি নয়। আগ্রহ, আনন্দ উপভোগ করা  
যাক, নাচনা বোলাও।

( সকলের উপবেশন ও গোলাপপাশ পুষ্পসার পিচ্কারী প্রভৃতি  
হস্তে দুই জন সেনানায়কের প্রবেশ। )

ধর্মগিরি। সে কি !

বক্তার। সৈন্তশিবিরে রমণীর কথা শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন ?  
আমরা পরিশ্রম ও আনন্দ একত্র উপভোগ ক'তে জানি। যোদ্ধার  
চক্ষে, নারী লালসার নয়, ভোগের নয়, বিলাসভৃঙ্গির নয়, উর্বোধনের,  
উৎসাহের, নবজীবনলাভের, নূতন উপায় মাত্র।

ভৃঙ্গসেন। তা, তোমার গিয়ে, সময় সময় বটে। রমণী না নবনী, আহা।  
( সেনানায়কদ্বয় কর্তৃক গোলাপাদি দ্বারা সকলের অভ্যর্থনা। )  
দয়া দেখ, দয়া দেখ, দেখে এলাম ঠাই ঠাই, শিলিজীর তুলনা নাই,  
আহা।

নর্তকীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

নর্তকীগণ।

গীত।

ভূমি হে পরাপরিত্রা, প্রিয় হ'তে প্রিয়জন।

তোমাতে সঁপেছি, জীবন, যৌবন, হৃদয়, পরাপরিত্রা, মন ॥

জীবনপথে তুমি হে সারথী, নিরাশে স্মৃৎ-স্বপন,  
সখা হে, বঁধু হে, মধু হে, বিধু হে, শুধু হে তুমি আগন ॥

তব চঞ্চল পায় অঞ্চলে,

বাঁধিয়া রাখিব, চরণে লুটিব, পর ব'লে যদি যাও ভুলে,  
এব'হে, ব'স'হে, তোষ হে, মেশ'হে, পেতেছি হৃদি-আসন,  
তুমি পূজ্য-দেবতা, হৃদয়ে রাখা, লহ এ প্রীতি-পূজন ॥

[ নর্তকীগণের প্রস্থান ।

স্বর্গগিরি । চলুন না, চলুন না, ওইখানেই সব বিশদভাবে ব'লুচি ।  
( বক্ত্রিয়ারের হস্ত ধরিয়া লইয়া গেল । যাইতে যাইতে বক্ত্রিয়ার হাসিল । )  
ভ্রমসেন । তোমাব গিয়ে, ব'ল'বার উপযুক্ত আয়গাই বটে !

( ভ্রমসেনের অঙ্গুগমন । )

পঞ্চম দৃশ্য ।

নদীয়া ;—রাজকক্ষ ।

সময় :—প্রাতঃ ।

[ সহসা আকাশে সূর্য্য মলিন হইয়া গেল । ]

বলদেবের প্রবেশ ।

বলদেব । একি ! একি !! কি যেন একটা কাল রজের ছায়া, পূর্ব্ববঙ্গের  
সুন্দর প্রভাতকে আবরিত ক'রে, সূর্য্যে প্রকাশ নেই, আভা নেই,  
দীপ্তি নেই । ঈশ্বর, ঈশ্বর, বাজালায় কি ক'রে ? কি বিভীষিকাময়  
অন্ধকারের ঘনকুসুম-ববনিকা বাজালায় ভাঙ্গা-গগনে ফেলে দিলে ?

[ প্রস্থান ।

এক হস্তে দীর্ঘ ছুরিকা লইয়া মহারাজ লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আর কেন? শেষ, সব শেষ, সুষেণ, নোকা প্রস্তুত কর'।

পানীয়ে বিষ, শয্যায় গুপ্ত ছুরিকা, দয়া, শঠের খলতা; মমতা হিংসা;

আত্ম-বিসর্জন, হত্যা; বাঙ্গালার সুন্দর দিন, বাঙ্গালার সুন্দর দিন!

মহারাজ লক্ষ্মণের প্রস্থানোচ্চোগ ও গালবের প্রবেশ।

গালব। রাজা, রাজা, সাবধান হ'ন, সসৈন্তে বক্তিমার আসচে।

লক্ষ্মণ। এসেচে, এসেচে, শয্যায় ছুরিকা দেখুক, প্রজার হৃদয়ে চমৎকার

রাজভক্তি দেখুক! পদ্মা কর্শনাশা হ, সব ভাসিয়ে দে, বল্লালকীর্তি

কল্লোলিনীর গভীর জলরাশিতে নিমগ্ন হ'ক।

বলদেবের পুনঃপ্রবেশ।

বলদেব। রাজা, রাজা, বক্তিমার নগর-প্রবেশ ক'রেছে, অশ্ব-ধূলিতে গগন  
অন্ধকারময়!

লক্ষ্মণ। সুন্দর, আরো সুন্দর!

সুষেণের প্রবেশ।

সুষেণ। এসো রাজা। (অভিবাদন পূর্বক রাজার হস্তধারণ।)

লক্ষ্মণ। চলো, চলো, বন্ধুরক্তে, প্রজারক্তে, নদীয়া রঞ্জিত ক'র্বো না,  
যেখানে নিজের পায়ে ভর দিয়ে নিজে দাঁড়াতে পারুবো, সেইখানে  
চলো। চলো, যে অংশে শত বক্তিমারের অধিকার নেই, সত্য আছে,  
একতা আছে, বিশ্বাস আছে, ধর্ম আছে, জয় আছে, সেই সোণার,  
সোণার-গাঁয়ে চলো। সুষেণ সম্মুখে বেগবতী গঙ্গা ছিল, আজ হ'তে  
লক্ষ্য হ'লো, কিন্তু অবিখ্যাসী নয়, সরল, আবেগময়, সুন্দর,  
ভালবাসাপূর্ণ।

[সুষেণের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান ও বলদেবের অঙ্গুগমন।

নেপথ্যে চীৎকার। আল্লা হা হা হো।

স্বর্ণসূর্য্য-অঙ্কিত বল্লালপতাকা লইয়া জনৈক সৈন্য ও অর্দ্ধচন্দ্র-  
চিহ্নিত পতাকাধারী অমুচরবেষ্টিত ব্যক্তির  
খিলিজীর সৈন্যগণ, জোহান ও নিয়ামৎ  
সহ প্রবেশ ।

জোহান । বানায়ে খুদা মহম্মদ বক্তিরার খিলিজী মুলতান্ ।

অমুচর । ( অসি উন্মুক্ত করিয়া ) গুরুর হায়, গুরুর হায়, গুরুর হায় ।

সেলাম করিতে করিতে ধর্ম্মগিরির প্রবেশ ।

ধর্ম্মগিরি । আপনার বিজয়ে দেশ গোরব অমুভব ক'ছে, ধনাগার,  
অদ্বাগার ও দুর্গসমূহের কুক্ষিকা গ্রহণ করুন ।

[ প্রস্থানোচ্চোগ ।

বক্তিরার । নিয়ামৎ, গ্রহণ কর এবং উপযুক্ত কার্য্য দেখাও ।

সৈন্যগণ । আল্লা ল্লা হো—

[ কুক্ষিকা গ্রহণপূর্ব্বক সৈন্যগণসহ নিয়ামতের প্রস্থান ।

বক্তিরার । প্রয়োজন হয় রক্তে গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রাবিত কর', গৃহচূড়ে পতাকা  
তোল', সমস্ত গোড় আমার পরিচয় জাহ্নুক্ ।

( বহু সৈন্তের গৃহ অতিক্রমপূর্ব্বক বহুদিক দিয়া  
প্রবেশ ও প্রস্থান । )

ধর্ম্মগিরি । এ কি ! এ কি ! ! এত' সৈন্ত প্রবেশ ক'ছে, এত সপ্তদশ নয় ?  
এরা বোধ হয় সপ্তদশের অমুবর্ত্তী ? এ কি ! এ কি ! এ যে পিপীলিকা-  
শ্রেণী !

বক্তিরার । যুদ্ধ দেখে চিন্তিত হ'বেন না ।

ধর্ম্মগিরি । নিরীহ সৈন্তরা অত্যাচার করেনি, তাদের হত্যা ক'ছেন কেন ?

বক্তিরার । রক্ত দেখে বোধ হয় ভীত হ'ছেন, আপনি বদ্ধভাবে আছেন,  
আপনার আশঙ্কা নেই ।

নেপথ্যে । আল্লা ম্মা হো ।

কতিপয় সৈন্যসহ নিয়ামতের প্রবেশ ।

নিয়ামৎ । পুরী শত্রুহীন ।

বক্তিস্বার । আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইচি ।

ধর্ম্মগিরি । জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, আপনার অভিপ্রেত কার্য্য হ'য়েচে, এই-  
বার আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন ।

বক্তিস্বার । করা নিশ্চয় কর্তব্য, তা আপনি কিরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা  
করেন ?

ধর্ম্মগিরি । একরূপভাবে ব'লুচেন কেন ? আপনি বোধ হয় রহস্ত ক'ছেন ?  
যে সর্ব্বে আমি আপনাকে সাহায্য ক'রেছিলাম, মাত্র তাই চাই,  
রাজ্যোদ্ধারের পদ দিতে ত' আপনি অঙ্গীকার ক'রেচেন ?

বক্তিস্বার । একরূপ উচ্চ-পুরস্কার, আপনার দুরাশা মাত্র !

ধর্ম্মগিরি । সে কি ! কিরূপ আদেশ ক'ছেন, স্বার্থ ব্যতীত একরূপ রাজ-  
দ্রোহ আমি কেন ক'র্ব্বো ?

বক্তিস্বার । সে আপনার ইচ্ছা, আপনি কি নিজেকে রাজ্যোদ্ধারের উপযুক্ত  
মনে করেন ?

ধর্ম্মগিরি । নিশ্চয়, আশা করি, আপনিও তাই ভাববেন ।

বক্তিস্বার । না কখন' নহ ।

ধর্ম্মগিরি । এই কি আপনার যোগ্য কথা ?

বক্তিস্বার । আমার যোগ্যযোগ্য বিচারের অধিকার তোমার নেই ।

তোমার ভ্রাতৃ হীনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও ঘৃণাজনক । বিশ্বাস-হস্তা !

যদি ঘোর পাপী কেউ থাকে, সে তুই ; তোর ভ্রাতৃ হীনের পুরস্কার  
এই, এই পদাঘাত, এ তোরই উপযুক্ত ।

( পদাঘাতপূর্ব্বক সৈন্তগণের প্রাতি )

এসো বন্ধুগণ ! প্রফুল্ল হও, ত্রায় অধিকার স্থাপন করিগে এসো ।

[ সদলে বস্ত্রিয়ারের প্রস্থান ।

ধর্মগিরি । এতদূর, এতদূর ! কি ক'লেম, কি হ'ল ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

( নদীয়া ;—রাজপথ । )

শূদ্রাণীর প্রবেশ ।

শূদ্রাণী ।

( গীত )

গগনে মগন হও তারা হার,

মুছে যাও রবি চক্ৰমা ।

যুচে গেছে, সুখ শান্তি আদি,

বঙ্গের চিরসুখমা ॥

আর কেন মিছে সুখের আশ,

আঁধার হইল বঙ্গাকাশ,

অতলে ডুবিল মহিমা গরিমা,

গুত্রকীর্তি, সাজমা ॥

[ গীতান্তে শূদ্রাণীর প্রস্থান ।

ধর্মগিরির প্রবেশ ।

ধর্মগিরি । কি ক'রেচি, চিরজীবনটা কি ক'লেম, জীবনটা কি বুখার  
যাবার জন্তে হ'য়েচে, না, না, কিন্তু আমার ঠিক হ'য়েচে, আমার শান্তি  
ঠিক হ'য়েচে । এসো, নিশার সমস্ত অন্ধকার আমার আবরিত করো,  
আমি হের, ঘুণা, পদাহত, তাক্তিত-কুকুর । আমি নীচ, আমি প্রতা-



রিত, আমি, আমি, উঃ, ব'লতে পাচ্ছি নি, আমি কি, আমি কত হয়,  
কত ঘৃণ্য !

[ ধর্মগিরির প্রস্থান ।

বাঘকরাদি সহ উল্লাসপূর্বক ভৃঙ্গসেনের  
মিশ্র বেশ পরিয়া প্রবেশ ।

ভৃঙ্গ । জয়, জয়, তোমার গিয়ে, মুসলমানের জয়, ঢোল বাজাও, ঢোল  
বাজাও, এমন প্রবলপ্রতাপাবিত রাজা, তোমার গিয়ে, কখন' হয় নি,  
উঃ, কি যুদ্ধটাই ক'লে ! রাজা থরহরিকম্প, বীরস্ব শুনে, রাজা কেঁপে  
সারা, ভাত খেতে বসেছিল, ভয়েই অজ্ঞান ; একেবারে জুড়ি খেয়ে  
খালার উপর প'ড়লো, শেষে এঁটো-হাতে, রানী কাছা ধ'রে টানে,  
তবে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে থিড়কীর দোর দিয়ে পালাতে পায় । এই  
সতের জন লোকের একবার ধমকটা দেধ, তুঙ্গশৃঙ্গ, কেটে জোড়া দেয়,  
একবার বিক্রমটা বোঝ,' কি রাজা পেয়েচো দেধ । বক্তিরার, ত'  
ভক্তিরার, একেবারে প্রবলপ্রতাপাবিত, দাপটে দাঁড়ায় কে ? একে-  
বারে কেটে জোড়া দেন, আহা—বীর বলি ত' বক্তিরার, আর লোক  
বলি ত' বক্তিরার, আমার কাছে পষ্ট কথা মশাই, হ্যা ।

[ ঘোষণা করিয়া বাঘকর সহ ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান ।

সাধ্যানন্দের প্রবেশ ।

সাধ্যানন্দ । হিন্দু ! তোমরা দর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়ে উন্মত্ত থাকবে, পর-  
কালের ব্যাণার নিয়েই ক্ষিপ্ত হবে, ইহকালের দিকে একবারও ফিরে  
তাকাবে না । জ্ঞান-চক্রে নিছের জাতিকে একবার দেখো, তোমা-  
দের জাতীয়-নিন্দার বায়ু শুকু হয়, কেউ প্রতিকার করে না । হার  
রাজা, এ কথাও শুন্তে হ'লো ! সত্যিই এক রকমে দিন যায় না ।

[ সাধ্যানন্দের প্রস্থান ।

## শূদ্রাঙ্গীর প্রবেশ ।

শূদ্রাঙ্গী ।

( গীত )

( গুরে ) সবদিন হ'তোনা এক সমান ।

একদিন রাজা, হরিচন্দ্রকে ঘরনে,

সম্পত্তি মেরু সমান ।

একদিন দাস স্তম্ভচকে ঘরমে, অধর করত মশান ॥

একদিন রাম সহিত জানকী, বিচরত পুষ্প-বিমান,

একদিন রোদন করত, ফিরত হয়, মহা-বিগিন উদীয়ান ॥

একদিন যুধিষ্ঠির বৈঠে সিংহাসন, অমুচর শ্রীভগবান্ ।

একদিন দ্রুপদ-সুতা কামরো বশ চীর হঃশাসন টান ॥

## জয়দেবের প্রবেশ ।

জয়দেব । মা, মা, এ হুদিনে পথে বেরিয়েচিস্, কে তুই ?

শূদ্রাঙ্গী । বাবা, বাবা, আমি পাগিষ্ঠা ।

জয়দেব । না মা, তোর কণ্ঠে শ্রামের বাঁশরী ঝঙ্কাব ক'চে, তুই ভক্ত  
বড় ভক্ত, যদি দেখা দিগেচিস্, আমার কুটার পবিত্র ক'র'বি আর ।  
আর সঙ্গে সঙ্গে কে পরিত্যক্তা আছিস্, কে সমাজবর্জিতা হতভাগিনী  
আছিস্, বিয়ুময়ে দীক্ষিত হবি আর । মহারাজ লক্ষ্মণ কল্পতরু, তোরা  
শিক্ষা নিবি আর, তোরা দীক্ষিত হ'বি আর ।

[ জয়দেব ও শূদ্রাঙ্গীর প্রস্থান ।

## রক্তাক্ত-কলেবরে অর্দ্ধক্ষিপ্ত ধর্ম্মাগিরির পুনঃপ্রবেশ ।

ধর্ম্মাগিরি । উঃ, উঃ, মস্ত বড় ইট, আবার গৃহস্থ-গৃহে যাবো, আবার  
ধান ইট ছুঁড়বে, আশ্রয় দেবেনা, রক্ত ঝুঁজিয়ে প'ড়বে, ঠিক, ঠিক,  
এই আমার উপযুক্ত হ'য়েচে, ঘারে ঘারে ভিক্ষা ক'র'বো, স্থণা ক'র'বে,

আশ্রয় দেবে না, দেব-মন্দির হ'তে ত্রিশূল উঠবে, উপযুক্ত, এই  
আমার উপযুক্ত, আমার জায় পাপীর সত্যই এই উপযুক্ত।

[ ধর্মগিরির প্রস্থান।

## সপ্তম দৃশ্য।

( সোণার গাঁ ;—রাজবাটা । )

[ প্রসন্নমুখে সুষেণ, গালব, বলদেব, ধ্রুবসেন, সামন্তবর, ও  
রাজপুরুষত্রয়বেষ্টিত মহারাজ লক্ষ্মণ । ]

লক্ষ্মণ । আমার প্রিয় সোণার গাঁ, আমার পূর্বপুরুষের চির-পরিচিত প্রিয়  
আশ্রয়স্থল, আবার তোমার শাস্তিময় অঙ্গে আশ্রয় পেইচি, আবার  
জাতীয় একতা দেখিচি, আমার সমস্ত দুঃখ, সুষেণের জন্ত হ'য়েচে, আজ  
আমি আপনার চিন্লেম, জাতীয় ভালবাসা দেখলেম, আর আমার  
কোন আক্ষেপ নেই।

সামন্তবর । দেশপূজ্য উদার অধীশ্বর, আপনার আক্ষেপ নেই, কিন্তু  
আমাদের আছে, কি রত্ন সোণার-গাঁ ধ'রে রেখেচে, প্রকাশ ক'তে  
পাঙ্গে না। নদীয়ার শত্রু-অনুগত ব্যক্তিমাঝে, আপনার কলঙ্ক ঘোষণা  
ক'চে, আপনার আগমনের স্বার্থ ইতিহাস লিখতে দিন। জগৎ  
জাহ্নুক, বঙ্গেশ্বর অধিকশত্রুবেষ্টিত হয়েছিলেন, অল্প কতিপয় মিত্রকে  
রক্ষা করবার জন্ত, নদীয়া ত্যাগ করেচেন, বঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি।

লক্ষ্মণ । যদি জান্‌বার উপযুক্ত হয়, জগৎ আপনি জান্‌বে, বিবেচকমাঝেই  
সহজে অনুমান ক'তে পার্‌বেন, যদি সেন-রাজ হুর্লগ হতেন, ভীকৃত্য  
যদি নদীয়া পরিত্যাগ ক'তেন, বক্তিত্যার, কুজ নদী অতিক্রম ক'রে,  
বিক্রমপুর-আক্রমণে আসতো ; বিক্রমপুরভীত মুসলমানরাজ, এখন  
বেশ বুঝেচেন, পৃথিবীর সকলস্থানেই ধর্মগিরি থাকে না।

সামন্তবর। রাজা, রাজা, তবু ইতিহাস লিখতে দিন।

লক্ষণ। যাদের আদর্শ চরিত্র নেই, স্মরণ করবার মতন তেমন কিছু নেই, তারা ইতিহাস লিখুক। ষড়ষন্ত্রকারীর কুচক্রীব কলঙ্ক-কালিমা তারা প্রকাশ করুক, পাখী শিকারের ইতিহাস লিখুক; ভেকধ্বনির ইতিহাস লিখে জাতীয়মহিমা প্রকাশ করুক। যে দেশের কবি ভগবান বাসিন্দা, যে দেশের কবি ভগবান বাস, সে দেশে ইতিহাস লেখার প্রয়োজন করে না। যে জাতিকে অতিথিসেবা জানাতে দ্বীতি আছে, প্রতিজ্ঞা-পালন শিক্ষা দিতে ভীত আছে, আত্মচেষ্টার উন্নতি দেখাতে একলব্য আছে, সে দেশের নূতন ইতিহাস কেন? যে সোণার ভারতের শিক্ষাগুণে, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী জন্মেছে, সে দেশের নূতন ইতিহাস দিও না। বাঙ্গলা, রাম লক্ষণ ভাই দেখুক, ঘরে ঘরে সেই আদর্শে শিক্ষিত হ'ক, গৃহবিবাদ ভুলুক, জাতীয়গরিমায় প্রত্যেক বঙ্গসন্তান, নিজেকে গৌরবারিত্ত ভাবুক।

নেপথ্যে ধর্মগিরি। বাধা দিও না, বাধা দিও না, পাগল নই, পাগল নই, আমার রাজা, একবার আমার দেখতে দাও।

লক্ষণ। দর্শনপ্রার্থীকে প্রবেশ ব'ন্তে দাও।

রক্তাক্ত-কলেবরে ক্ষিপ্তপ্রায় ধর্মগিরির  
বেগে প্রবেশ।

ধর্মগিরি। রাজা, রাজা, আমি! আমি!!

সুবেণ ও বলদেব ইত্যাদি। একি! একি!! এ যে ধর্মগিরি!!!

ধর্মগিরি। আমি শত্রু হ'লেও শরণাগত, বঙ্গের কুজাপি আশ্রয় পাই নি।

তাড়িতকুকুরকে কেউ আশ্রয় দিলে না। আমি বিপন্ন, শরণাগত, প্রজা; রাজা, আমার আশ্রয় দিন।

লক্ষ্মণ । ধর্ম্মাধিকার, আপনি একাধিকবার বিশ্বাসঘাতকতায় আমার বিপন্ন  
ক'রেছেন, তথাপি আমার নিকট আশ্রয় চান কেন ?

ধর্ম্মগিরি । বাজলায় আর যে কেউ দাতা নেই রাজা ! পৃথিবীতে কোটী  
মহাপুরুষ জন্মাবে, কিন্তু শত্রুকে এত' ক্ষমা ক'ত্তে কেউ শিখবে না !

সামন্তবর । এ নীচ, শঠ, ক্রুর ; একে বধের আদেশ দিন ।

লক্ষ্মণ । অগরে এ আদেশ দিতে পারে, সেনবংশ, কখন তা পাব্বে না ।

প্রজা সাহায্য চাচ্ছে, রাজগৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা ক'চ্ছে, আমি শত বজ্র  
মস্তকে নোব, তবু সাহায্য ক'র্ব্বো, হিন্দু গৌরব শিবি, পক্ষীর জন্ত  
দেহ দিয়েছিলেন, আর, সেই হিন্দুর রাজা আমি, প্রজাকে আশ্রয়  
দোব না ? হিন্দুরাজা প্রাণ দিতে পারে, আশ্রিতকে কখন' পরিত্যাগ  
করে না ।

সামন্তবর । উদার অধীশ্বরের চিত্ত স্থির নেই, বিদ্রোহীকে হত্যা করুন ।

( সামন্তবর ও অধীনস্থ রাজপুরুষগণ অসি উত্তোলন করিল । )

লক্ষ্মণ । সাবধান, রাজভক্ত প্রজা, এখনো সাবধান । সেনরাজ বৃদ্ধ, স্থবির,  
তবু কম্পিতহস্তে অসি ধারণ করে না । আমি বিদ্রোহীর বিনিময়ে,  
শত বিপদ নতশিরে নিতে প্রস্তুত ; আমার হাণ্ডা কন্সবার পূর্বে, কার  
সাধ্য ধর্ম্মগিরিকে স্পর্শ করে ।

( রাজা অসি উল্লুঙ করিয়া সামন্ত-অনুচরগণের সম্মুখীন হইলেন । )

সামন্তবর । রাজা, রাজা, বুঝ্তে পারিনি, চিনেও চিন্তে পারিনি, মাগ  
করুন, সকলকে মাগ করুন । ( সামন্তবরের রাজ-পদতলে পতন । )

ধর্ম্মগিরি । ধর্ম্মগিরি, তাকিয়ে দেখো, বাজলা তাকিয়ে দেখো, রাজা,  
রাজা, আপনি কত উদার, কত মহৎ !

( সামন্তবর রাজার প্রশান্ত মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল । )

# পঞ্চম অঙ্ক ।

## প্রথম দৃশ্য ।

স্থান ;—সোণার গাঁ। রাজ-উদ্যানের একাংশ, তুলসীবন ।

সময় ;—প্রাহ্ন ।

( বৈষ্ণবীবেশে শূদ্রানী ও হোরা এবং হিন্দু ও মুসলমান

প্রজাসহ জয়দেব উপবিষ্ট । )

জয়দেব । বৃন্দাবনে বহু সাধনার, যে নীলকান্ত মণিকে ভক্তে ধ'ন্তে  
পারেনি, আজ প্রভাসে শ্রীমতীর নয়নজলে সে গ'লে গেছে, তাই  
প্রভাসে, যেচে প্রেম দোব ব'লে, তোদের সে, দাসখং দিয়ে গিছলো !  
তোদের সে, 'আমায় নাও', 'নামে প্রেম', শুধু 'নামে প্রেম' ব'লে  
কৈদেছিল। সেই নন্দভ্রালাকে তোর, যে নামে ডেকে তৃপ্তি, সেই  
নামে ডাক। যে বাপ, সেই বারি, সেই বরক, ভাবের ঠাকুরের ভাব  
নিরে রূপ :—

হিন্দু ও মুসলমান প্রজাবর্গ । গীত ।

রাম রহিম তু জপ্লে প্যারে, কেঁও মগুরুরী কর্তা হয় ।  
কাচ মিট্ঠিকা, বাংলা তেরা, পাও পলক্মে যাতা হয় ॥  
মোলা হোকে বাঙ্ পুকারে ওক্যা সাহব বহরা হয় ?  
চুঁটীকো পগু যুজুর বোলে, ওভি সাহব শুন্তা হয় ।  
কহত কবীর শুন্ তাই সাধু কেঁওকন্ সাহব মিল্তা হয় ।  
যো ভগবৎ ধ্যান ধরতু হয়, উনুকো সাহব মিল্তা হয় ॥

[ গীতান্তে হিন্দু ও মুসলমানপ্রজাবর্গের প্রস্থান ।

জয়দেব। দিন ব'হে যাচ্ছে, সেখানা মেয়ে, সেখানার মত পরকালেব' পাথের সংগ্রহ ক'রে নে। জানিস্ ত' মা,—

যা রাকা শশীশোভনা গতবনা সা যামিনী যামিনী  
যা সৌন্দর্য্যগুণাবিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী ।  
যা গোবিন্দরস প্রমোদমধুরা সা মাধুরী মাধুরী  
যা লোকদ্বয়সাধনী তনুহুতাং সা চাতুরী চাতুরী ॥

শ্রুঙ্গী। বাবা, বাবা, আশীর্বাদ করো, যেন ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি  
হৃদয়ে বসতি করে ।

জয়দেব। তবে গা মা, আমার ছুলাল, তোমার ছুলাল, সকলের ছুলাল,  
সেই নন্দছুলালকে ডাক ।

শ্রুঙ্গী। গীত ।

সেবক প্রতি করুণা অতি, ভক্ত প্রীতিকারী ।  
সারথী, প্রতিহারী, দ্বারী, গোবর্দ্ধনধারী ॥

সুন্ন অসুন্ন নরে কঠোর, বীধেন যিনি করম ডোর,  
ক্রন্দন যশোমতী মাতার বন্ধন ভয়ে তাঁরি ।

বিধি শঙ্কর যার মায়ার, নারদ, বাণী, নাচে গায়,  
গোপী তাঁরে নাচ নাচার, বাজারে করতারি ॥

যাঁর অভয় চরণ নীর, নিয়ত যাচে ভকত ধীর,  
শিরে ধরি পদ নারীর তিনি কৃপাভিধারী ॥

ধর্ম্মগিরি, ধ্রুবসেন ও কেশব সহ মাল্যহস্তে

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ ।

লক্ষণ। কবি, আপনিই বথার্থ ভাগ্যবান, আপনিই দেশে শ্রেষ্ঠ কার্য  
ক'রেচেন ! ত্যাগ করা অতি সহজ, পতিতা ও সমাজবর্জিতাদের  
আশ্রয় দিলে, তাদের অন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করে, দেশের চির-অভাব

আপনিই পূর্ণ ক'লেন, জয়মাণ্য ধারণ করুন! (জয়দেবের কণ্ঠে মাণ্য দান) গোস্থামী-সম্প্রদায় দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে সমাজতান্ত্র্য হতভাগিনী পতিতাদের উদ্ধার করুন, ধর্ম্মে সকলেরই প্রবৃত্তি হ'ক। জয়দেব। রাজা, রাজা এ আপনারই চেষ্টার ফল। ঈশ্বর আপনাকে যশস্বী করুন।

### সু্ষেণের প্রবেশ।

সু্ষণ। বজ্রেশ্বর! লক্ষ্মণাবতী ও কামরূপ এই দু'য়ের মধ্যস্থ প্রদেশ খিলঞ্জী-অত্যাচারে পীড়িত, মেছসর্দার লুকা, আপনার অমুগ্রহ ভিক্ষা ক'তে এসেছে।

পাত্রের উপঢোকন লইয়া লুকার প্রবেশ ও

নতজামু হইয়া রাজসম্মুখে স্থাপন।

লুকা। দোসরা সন্ন্যাস কেনো, তুই থাকতে, মোর মূলুক কাড়িয়ে লেবে রাজা?

লক্ষ্মণ। কেন নেবে? কেন নেবে? ধর্ম্মে নিতে পারে না, কিন্তু নিচে, সকলেরই নিচে, একটা একটা ক'রে ত' সব দেশই গেল, রংপুর গেল, দিনাজপুর গেল, বর্ধনকোটা গেল, বেগুড়া গেল, কারাবাড়ি গেল, সবই ত যাচ্ছে, আমি কি ক'বো সর্দার? আমি বৃদ্ধ, অশক্ত, বেন আর পাচ্চিনি, রাজ্য আছে, প্রজা আছে, সেই তোমরা আছ, জাতির সেই ভালবাসা আছে, শক্তি নেই, সব উপায় ফুরিয়ে যাচ্ছে। দেখ', তুমি কিরে যাও, সর্দার, আমি পাল্লাম না, তুমি কিছু মনে ক'রো না, তুমি কিছু মনে ক'রো না, কি ক'বো, উপায় নেই, আমি পাল্লাম না।

লুকা। মুই ত' কিরুনো সন্ন্যাস! তোরা ঘরতু আসি, কে হুধা হাথে কিরি গৈছে, রাজা?



লক্ষ্মণ । ফেরেনি, কেউ ফেরেনি ? হবে, হবে । সুষেণ, আজ যদি এক-বার যৌবন পেতেম !

সুষেণ । কি ক'ন্তেন রাজা ?

লক্ষ্মণ । আজ বোধ হয় তা ব'লতেও পাব্বে না, বলবারও সে শক্তি নেই । কেশব, কেশব, তোমার গৃহে সাহায্য চাচ্ছে, লুকা কি অমনি ফিরে যাবে ?

কেশব । ও কেরাই ভাল, বিপদ ত' আর আমাদের নয়, পরের জন্ত কে সেই হৃদয় দেশে যায়, আর আমাদের দবকার বা কি ?

লক্ষ্মণ । শোন' লুকা, ভাল ক'রে শোন', এও সেই পুরাণো পৃথিবী, সেই বাঙ্গালা, সেই মানুষ ! বাঙ্গালা আছে, আজ সে বাঙ্গালী নেই !

লুকা । রাজা, গড় লে, মুই অদত্ লেবে না ।

( পুনঃ প্রণত হইয়া উঠিল ) ।

লক্ষ্মণ । না সর্দার, যেও না, দাঁড়াও, এখন' দাঁড়াও, এখন' মানুষ আছে, জিজ্ঞাসা কব্বার এখন' লোক আছে । ( ঙ্গবসেনের প্রতি ) ভাই, ভাই, লুকা কি অমনি ফিরে যাবে ?

ঙ্গবসেন । কেন ফিব্বে রাজা, এ গৃহে পরণাগত ত' কখন' ফেরেনি । মহারাজ লক্ষ্মণের আলীকাদ এখন' বাঙ্গলার আছে, বাঙ্গালী এখন' মরেনি ।

লক্ষ্মণ । যদি বুঝে থাক, ভাই, ভায়েব মৰ্যাদা রাখ', আমার নরনে জল আছে, হৃদয়ে প্রার্থনা, শুধু প্রার্থনা ।

ঙ্গবসেন । ( লুকার হস্ত ধরিয়া ) এসো সর্দার । রাজা আদেশ দিন ।

লক্ষ্মণ । তবে যুদ্ধ, আবার যুদ্ধ, বিগ্রহ, সংবর্ষণ, প্রতিশোধ, অগ্নি নিয়ে আবার খেলা, জাতীর অত্যাচারের আবার প্রতীকার !

[ লুকার হস্ত ধরিয়া ঙ্গবসেনের প্রস্থান ।

ধন্যগিরি। রাজা, প্রভু! বিজয়গর্বে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি নিয়ে যদি আবার  
জেগেচেন, প্রতিশোধ নিতে আদেশ দিন, সে পদাঘাত এখনও বুকে  
বাজ্জে।

শঙ্কর। যাও বীর, সাহায্য কর', নিরস্তাব মঙ্গলেচ্ছা সকলকে রক্ষা করুক।  
গাও ভক্তিমতি, আবার গাও।

গীত।

শূদ্রাণী। “অরুণিত চরণে, রণিত মণিমঞ্জীর,  
আধপদ চলনি রসাল।

কাঞ্চন বঞ্চন বসন মনোরঞ্জন,  
ললিত কলিত বনমালা।

ধনি, ধনি, মদন মোহনিয়া।

কিবা অঙ্গিহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম,  
বঙ্কিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া।

মাঝি ক্ষীণ পীন উব, অধর প্রাতর,  
অরুণ কিরণ মণিরাঙ্গ।

কুঞ্জর করভ করহি করবন্ধন,  
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ ॥”

( গাহিতে গাহিতে শূদ্রাণীর প্রস্থান  
ও সকলের অনুগমন। )

## দ্বিতীয় দৃশ্য ।

পার্কতাপ্রদেশ ; বাবামতী নদীতীর ।

[ বহু খিলানবিশিষ্ট সেতু ]

( উন্মুক্ত অসিহস্তে পতাকা লইয়া গর্বভরে বক্তিরার খিলজী ও তৎসহ  
নিরামং, হারদর, জেহাত, জোহান মিঞা, মুসলমানীবেশে পদ্মাক্ষী  
ও মুসলমান সৈন্তগণের প্রবেশ । বাহকগণ সেতুর  
উপর দিয়া নালীকাজ, শতগ্রী ও অপরাপর  
বহুদ্রব্য পরপারে লইয়া গেল । )

বক্তিরার । বহুগণ, সৈন্তগণ ! আমার জীবনের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হ'তে  
আর অল্পমাত্র বিলম্ব । তোমরাই আমার জয়শীল সেনা, আমার  
দক্ষিণ-হস্ত, হৃদয়ের বল ; ক্লেশ সহ্য ক'ন্তে ভীত হ'য়ো না ; অর্দ্ধ-  
চন্দ্রাকৃতি পতাকা ভারতের পশ্চিম সীমান্ত হ'তে, পূর্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত  
অপ্রতিহতভাবে উড্ডীন হ'ক্ । পার্কতাজাতি জাহুক, অসভ্য বর্বর  
তোমাদের শক্তি বুঝুক, পবিত্র ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ ক'রে জীবন সার্থক  
করুক । এসো, উৎসাহিত হও, সেতু অতিক্রম কর', তোমাদের  
বিজয়-পতাকা, তোমাদের জাতীয়-গৌরব, তোমাদের আবাহন ক'ছে ;  
এসো, অগ্রসর হও, স্মরণ করো, হিম্মতে মরদ, মদদে খোদা !

( পর্বত-পৃষ্ঠে নিরামংসহ উত্থান ও সকলের অনুসরণ । )

নিরামং । সর্দার, সর্দার, সেতুর অবস্থা বড় শোচনীয়, শত্রুতে যদি ভগ্ন  
ক'রে দেয়, ফিরে আসবার উপায় থাক'বে না ।

বক্তিরার । হারদর, জেহাত, সৈন্তসহ সেতু রক্ষার উপস্থিত থাক' ।

হারদর ও জেহাত । কবুল ফরমান, কবুল ফরমান, কবুল ফরমান ।

বক্তিরার । অগ্রসর হও । সাবধান, অপরে যেন সেতু অতিক্রম ক'ন্তে  
না পারে । . আজ্ঞা হো আকবর !

( হায়দর, জেহাত্ ও কতিপয় সৈন্ত ব্যতীত সকলের সেতু অতিক্রমণ । )  
 প্রাহান । ( পদ্মাক্ষীর প্রতি ) বাহু, আমার হাত ধরুন, আপনায় কষ্ট হবে ।  
 পদ্মাক্ষী । ( স্বগতঃ ) দৈব ! ( প্রকাশে ) না, না, থাক, থাক, আমি  
 নিজেই উঠছি ।

বক্তার । অগ্রসর হও ।

পদ্মাক্ষী । ( স্বগতঃ ) আমার চিন্তে পাগলও কি নেয় ? ( নিঃশ্বাস ফেলিল )

( বক্তার অসি হেলাইয়া রাখিল ও সৈন্তগণ, নর্তকীগণ  
 প্রভৃতি সেতু অতিক্রম করিতে লাগিল । )

হায়দর ও জেহাত্ । ( সেলাম পূর্বক ) খোদা আবাদ রক্ষে ।

বক্তার । ( আশীর্বাদের হস্ত তুলিয়া ) খোদা এনায়েৎ করে ।

হায়দর ও জেহাত্ । ( পূর্ববৎ ) খোদা আবাদ রক্ষে ।

বক্তার । ( পূর্ববৎ ) খোদা এনায়েৎ করে ।

হায়দর ও জেহাত্ । ( পূর্ববৎ ) খোদা আবাদ রক্ষে ।

বক্তার । ( পূর্ববৎ ) খোদা এনায়েৎ করে ।

[ সেতু পার হইয়া সকলের প্রস্থান ।

মুসলমান সৈন্তবেশী লুকাসহ তুর্কীবেশী ঙ্গবসেনের প্রবেশ ।

ঙ্গবসেন । সর্দার, সর্দার, আমি পেছিয়ে পড়িছি, পার ক'রে দিন, একবার  
 পার ক'রে দিন ।

হায়দর । ভয় কি ভাই, আমাদের সঙ্গে থাক, আমি দোস্তের ভায়  
 তোমায় সম্মানে রাখবো ।

ঙ্গবসেন । আমার একছেলে এপারে, একছেলে ওপাড়ে, জান্ ঠিক  
 থাকবে না, আমার জান্ ঠিক থাকবে না । দয়া করুন, একবার  
 আমার দয়া করুন ।

জেহাত্ । আরে বেতেই দাও না ; বাও হে, তোমার ছেলে দিয়ে বাও ।

ঐবসেন । বাপুজান্, এসো, এসো, শীগগির এসো ।

( লুকাকে লইয়া ঐবসেনের সেতু অতিক্রমণ । )

মোল্লাবেশী ধর্ম্মগিরির প্রবেশ ।

ধর্ম্মগিরি । বিস্মিল্লা, কুল্‌হাওয়ারা, হুস্‌ সমদ্‌ লম্বিলীদ্‌, বল্‌ ময়ে উন্দ,  
বল্‌ ময়ে কুল্ল হ ।

হারদর । কে আপনি ?

ধর্ম্মগিরি । মুই মোল্লা, পিছাইয়া পড়্‌চি, আর ঘাইবার পাব্‌বো না ।

হারদর । দরকার কি ? বেশ ত' এক সঙ্গেই থাক। যাবে ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

বিজনীর উত্তরপ্রান্ত ;—পার্কত্যাপ্রদেশ ।

মুসলমান-শিবিরের একাংশ ।

হাস্তমুখে মুসলমানীবেশধারিণী পদ্মাক্ষীর ও তৎপশ্চাতে  
অনুগতভাবে জোহানের প্রবেশ ।

( পদ্মাক্ষী অন্তমনস্কভাবে এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিল । )

জোহান । আপনি দিবি্য লোক ! ( অধর দংশন করিয়া পদ্মাক্ষী স্মিতমুখী  
হইল । ) বিলিজীসাছেব পর্য্যন্ত আপনার স্মৃথ্যাতি করেন ।

পদ্মাক্ষী । শুনে খুসী হওয়া গেল ।

জোহান । আপনার লাভণ্য যেন দিন দিন আরও কুটে উঠছে ।

পদ্মাক্ষী । ( ঔদাস্তের সহিত ) স্নন্দর চেহারা ওরকম হ'য়েই থাকে ।

( পাদচারণ । )

জোহান । আমি না হয় প্রতিহিংসা নিতে হিঁচুদের ছেড়ে, মুসলমান  
হ'লুম, আপনি হ'লেন কেন ?

পদ্মাক্ষী। সখে !

জোহান। বাস্তবিক আপনি যেন একটা অদ্ভুত, আপনার কথাও এমনি  
মিষ্টি, বোধ হয় সঙ্গীতও তেমন নয়।

পদ্মাক্ষী। সত্যি নাকি ? আমি আইবুড়ো থাকলে বোধ হয় বিয়ে ক'রে  
ফেলতে ? উহু, বোধ হয় পাতে না, বড় বার'মুখো হ'য়ে প'ড়তুম,  
কি বল' ? ভয় হ'তো ? নয় !

জোহান। না, না।

পদ্মাক্ষী। দেখুচো কি ? আরে বাঃ, তুমি ঙ্গ' বেণ ! আচ্ছা ধরো,  
টপ্ ক'রে যদিই আমি ব'লে ফেলি, আমি তোমার জন্তে পাগল,  
তুমি কি করো ?

জোহান। ( নতজানু হইয়া ) বলুন, আবার বলুন।

( পদ্মাক্ষী সরিয়া গেল। )

পদ্মাক্ষী। হায়রে, হি'দ্র' ঘরে যদি একটু বাহার দিতে জানতো, আর  
মন বুঝে, কথা ব'লতো, কিঞ্চি নিজের একটু দর বাড়িয়ে নিতো !

জোহান। আপনার মুখের একটা কথা।

পদ্মাক্ষী। দূর মিলে। (পদ্মাক্ষী হাসিয়া প্রশ্ন করিতে করিতে স্বগত )  
ঈশ্বর, আজ আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'য়েচে, এইবার আরো বুঝে নোব  
তুমি কত নির্ভাবানু, নিজের জীব হাত ধ'রেছিল' তাই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলে,  
আজ আমার পরজীবী জেনেও নষ্ট ক'ত্তে দিবা ক'চোনা।

[ প্রশ্নান।

জোহান। এ বাহু সাহেবা কে ? হা ঈশ্বর ! ছেলেবেলায় সেই স্বপ্ন  
মনে পড়ে, সেই যত্ন, সেই ভালবাসা, সেই কুঁড়েঘর, প্রথম যৌবনে,  
সেও এমনি সরল, এমনি সুন্দর, এমনি প্রকৃত ছিল !

[ জোহানের প্রশ্নান।

হেয়াদ্ সহ বক্তিরার খিলিজীর প্রবেশ ।

হেয়াদ্ । হজুরালি, এই লোকে রটিয়েচে । আমি পথ দেখাবার লোক,  
পথ দেখিয়ে যাবো, ওই কামরুপে গেলে ভেড়া হয়, পিঁড়ের বসলে  
উঠতে পারে না, মাছ ব'লে বাঁশপাতা খাইয়ে যাচ্ করে, এ সব রচলে  
কে ? দিনে ডাকাতি !

বক্তিরার । শুণ্ডচর, শত্রুর ছলনা, কে অবিশ্বাসী আছে খোঁজ নাও ।

হেয়াদ্ । নিয়ামৎ সাহেবের কিস্ত ভারি ইচ্ছে, সে কামরূপ যায় ।

বক্তিরার । সে বিশ্বাসী ; আমার ভাবিয়ে তুললে ।

[ চিন্তিতভাবে বক্তিরাবের প্রস্থান ।

তৎসম্মুখ দিয়া নিয়ামতের প্রবেশ ।

হেয়াদ্ । ( বহু সেলাম পূর্বক ) সাহেব যে, সাহেব যে, সর্দার ত' পাশ  
কাটিয়ে গেলেন, কৈ আপনাকে ত' কিছু ব'লেন না ?

নিয়ামৎ । তুমি ছ'দিন এসেচো, প্রিয়পাত্র হ'য়েচো, তোমাকে ব'লিই হ'ল ।

হেয়াদ্ । সে কি হজুর ! আমি গোলামের গোলাম, আমার কহুর  
দিচ্ছেন কেন ? কি জানেন সাহেব ! ব'লতেই ভয় হয়, বুঝিই ত'  
পাচ্ছেন, সর্দার আপনাকেই সন্দেহ করেন ।

নিয়ামৎ । আমি মুসলমান, বিশ্বাসঘাতক জানতেম না, খিলিজি সাহেবেক  
ব্যবহার, বোধ হয়, তাও শিখিয়ে দেবে ।

হেয়াদ্ । খোদার ইচ্ছে, খোদার ইচ্ছে, আপনিই বা কম কি, সব কোজই  
ত' আপনার এক্সারে, ও যেমন-কার তেমনি, আমি বলি আপনিও  
রটিয়ে দিন, মহম্মদ ঘোরীব এমন ইচ্ছে নয়, যে ভেড়া হওয়ার দেশে,  
বাঁশপাতা খেতে তুর্কী-সৈন্ত যায় । পেছনে লাগার ত' একটা সাজা  
আছে, একি দিনে ডাকাতি ?

নিয়ামৎ । হেয়াদ্, আজ হ'তে তুমিই আমার বন্ধ ।

হেয়াদ্। খোদা আছেন, খোদা আছেন, আমি গোলামের গোলাম,  
হুজুরালি যা হুকুম ক'রবেন, বান্দা সর্বদাই ক'রবে।

নিয়ামত্। আমি বালকের ছায় তোমার অহুমোদন ক'রবো।

[ নিয়ামতের প্রস্থান।

হেয়াদ্। \* মিঞা সাহেব, তোমার বুদ্ধিতে অহুমোদন ক'লে না, ওটা  
ঈশ্বরের তুল্যদণ্ড, এ ছনিয়ায় যারা ঠকায়, তারাই ঠকে, চিরকাল  
কেউ ঠকায় না, চিরকাল কেউ ঠকে না।

[ প্রস্থান।

জোহান ও পদ্মাক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

জোহান। আমি আগ্রহত্যা ক'রবো, তুমি শেষ উত্তর দাও।

পদ্মাক্ষী। তুমি কি চাও?

জোহান। আমার স্ত্রী হয়ে থাক', আমার বরবাসী করো, আমার চাকর  
ক'রে রাখ'।

পদ্মাক্ষী। আমি ত' ব'লেছি, আমি বিবাহিতা।

জোহান। কে সে? সে ত' তোমার খোঁজ নেয় না?

পদ্মাক্ষী। (বিবাদে) তা' কি আমার হাত।

জোহান। তবু তুমি তার কাছে বিশ্বাসী?

পদ্মাক্ষী। নারী একবার মন দিয়ে ফেলে, আর ফিরিয়ে নিতে পারে না।

ভালবাসা কি রাগ, যে ফিরিয়ে নেওয়া যায়? যা ফেরান যায় তা  
ভালবাসা নয়, নেশা!

জোহান। তবু সে তোমার চায় না?

পদ্মাক্ষী। তুমি যদি আমার স্বামী হ'তে কি ক'ন্তে?

জোহান। বুকে রাখতুম, বুকে রাখতুম, চ'খের আড়াল হ'তে দিতুম না।  
তাকে ত্যাগ কর', আমার নাও।



পদ্মাক্ষী। জোহান! ( স্বগতঃ ) কি কচি ( নিজেকে সামলাইয়া ) আমি  
খিলিজীর ধর্মকন্ডা, তোমার প্রকাশ্রে বিবাহ ক'ন্তে পারিনে, গোপনে  
তোমার হ'তে পারি। তুমি সম্মত ?

জোহান। হ্যাঁ।

পদ্মাক্ষী। রাত্রে দেখা ক'রো।

জোহান। বল', আমায় পায়ে রাখবে ?

( পদ্মাক্ষীর হস্ত ধরিয়া চুম্বন করিতে গেল। )

পদ্মাক্ষী। ( বাধা দিয়া ) কি ক'চো, কি ক'চো, কেউ দেখতে পাবে।

[ হাত ছিনাইয়া প্রস্থান। ]

জোহান। এ ফুল ঘেন বৃকে রাখতে পারি, যদি বৃকের তাপে শুধিয়ে  
যায়, প্রিয়! আমি চ'থের জলে সিক্ত ক'র্ব্বো।

[ প্রস্থান। ]

মস্ত-পেয়ালা হস্তে নর্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

সুখা, রূপেরি আশে,                      রূপ সুখাতে ভাসে,  
মদিরা মোহিনী নারী নামে ছ'পাশে।  
সুখা, যৌবন কুঞ্জে জাগায় পাখা,  
নারী গোপনে, নয়নে, নেহারে আঁখি,  
নেশায় সোণালী উষা মেঘে নেমে যায়,  
সাগর গরজি আনে, নারী সে হিয়ায়,  
তারারা তারারা টলে,                      তারো ধরা এরা বলে,  
হেসে এসে নেশা বসে মরম পাশে,  
নারী নয়নে নামায়ে দেয়, সরম-বাসে,

হাসি কমল হাসে,  
সেখায় চকোরী যেখা চন্দ্র বসে

[ নর্তকীগণের প্রস্থান ]

চতুর্থ দৃশ্য ।

[ শিবিরমধ্যস্থ কক্ষ ]

সময়—রাত্রি ।

পদ্মাক্ষী ভাবিতে ভাবিতে আসিল ।

পদ্মাক্ষী । আলো আরও নিস্তেজ ক'রে দিই, এই থাক । আজ সে  
আসবে, আমার সে ! ইচ্ছে হ'লে ছুটে গিয়ে বলি, আমার মাপ  
ক'রো । ব'লে যদি আব না নেয় ? না, আব লুকুঝো না । অতীত  
গোপন রেখে নূতন জীবন পাতবো না । আমার আশ্রয়হীন পেয়ে,  
পুরুষে কত মিছে আশা দিগেছিলো, মিছের রাস্তায় যাবো না । সত্য  
ব'লবো, আজ শেষ ক্ষমা চেয়ে নোব' । দেখবো পুরুষ ! নারীর  
একটুতেই দোষ ধ'রো, তোমরাও দোষী কি না ।

( দ্বারে আঘাত শব্দ হইল । )

কেও ?

নেপথ্যে জোহান মুহুর্তে কহিল—

বেগম সাহেবা ।

পদ্মাক্ষী । ভেতরে আসুন না ।

পা টিপিয়া ধীরে ধীরে শঙ্কিতভাবে, সভয়ে, জোহানের প্রবেশ ।

জোহান । বল্ছিলুম, এদিকে কেউ নেই ।

পদ্মাক্ষী । ভালই । হ্যা, আমার কাছে কি ক'ত্তে এসেচেন ?

জোহান। সে কি সাহেবা, তুমি যে অনুগ্রহ ক'রবে ব'লেছিলে ? ঠাট্টা ক'চো ?

পদ্মাক্ষী। না।

জোহান। তুমি কি আস্তে বলনি ?

পদ্মাক্ষী। এখন আব আমি তোমার চাইনে।

জোহান। যখন একবার স্বীকার ক'রেচো, আর তুমি ত্যাগ ক'ন্তে পার'না, তুমি যে স্বীকার ক'রেচো, ( পদ্মাক্ষীর হাত ধরিল। )

পদ্মাক্ষী। জোহান, তুমিই কি তোমার স্ত্রীকে স্ত্রী ব'লে স্বীকার করনি ? তবে কেন তাকে ত্যাগ ক'ল্লো ? আজ যে দোষে তুমি ছুঁই হ'তে এসেচো, তার চেয়ে তোমার স্ত্রী কি বেশী দোষ ক'রেছিল ? আজ তুমি পরনারীর হাত ধ'ন্তে এসেচো, কুলনারী কেনেও আমার ব্যভিচারিণী ক'ন্তে এসেচো, তুমি ত'ঠেলা হওনি ? সে, আজও ঠেলা কেন ? আমার এই হাত ধরার পব, আজ সেই স্ত্রী যদি, তোমার সাম্নে আসতো, সে কি তোমার ত্যাগ ক'ন্তো ? না জোহান, আজও সে তোমার, সেই দেবতা ব'লে ভাবত', আজও, সেই রকম ক'রে, তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকতে চাইতো, জগতেব সব ঐশ্বর্য্য, তোমার তুলনায়, তার নিকট একটা কপর্দক ব'লেও মনে হ'তো না।

জোহান। কে তুমি সাহেবা ?

পদ্মাক্ষী। আমি। আমি ॥ পরিত্যক্তা তোমার সেই পদ্মাক্ষী।

( জোহানের পদতলে পদ্মাক্ষী পতিতা হইল। )

জোহান। তুমি !

পদ্মাক্ষী। ( বসিয়া ) সেই আমি, সুখের দিকে চেয়ে দেখো, সেই আমি ( উঠিয়া ) সেই ছেলেবেলার, সেই কুঁড়ে ঘরে, তোমারি হাতে গড়া, সেই, তোমার সেই খেলার বিনিষ। আমার পায়ে রাখো, মাপ করো, তুমি ত্যাগ ক'রেচো, বর্জন ক'রেচো, আমি তোমার, তবু আমি

তোমার। হিন্দু-বিবাহ ত্যাগের নয়, বর্জনের নয়, এ জীবনের সাধী,  
এ মরণের পাখী।

জোহান। এসো পদ্মা, তোমায় নিয়ে আমি নূতন সংসার পাতি।

( আবেগভরে পদ্মাক্ষীকে ধারণ করিতে যাইল। )

পদ্মাক্ষী। না, না, তখন হ'লে হ'তো, এখন আমি বিধব্রী।

জোহান। আমার দোষ ভুলে যাও, আমার মন জেনেচে তুমি কি, আমার  
সুখী কর, আমায় গৃহবাসী কর।

পদ্মাক্ষী। স্বামী, প্রভু! এতদিনের পর এ কথা শোনালে কেন?

আগে যদি এ কথা ব'লতে, আগে যদি এই রকম ক'রে পারে রাখতে,  
ধর্ম ত্যাগ ক'ন্তে হ'তো না, স্বজাতির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে সর্বনাশের  
আগুন জ্বালাতে হ'তো না। তখন যদি সমাজ দয়া ক'ন্তেন, তাঁদের  
বাস্তবিক স্বার্থ বা গ্রাম্য দলাদলিকে, ধর্মের আবরণ দিয়ে, তাঁদের  
হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ না ক'ন্তেন, আমাদের উভয়ের চেষ্টা স্বজাতির  
সর্বনাশের পরিবর্তে, স্বজাতিকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্ত উন্মোচনী  
থাকতো।

জোহান। এসো পদ্মা, আবার আমরা সংসার পাতিয়ে শান্তিময় জীবন  
অতিবাহিত করি।

পদ্মাক্ষী। না প্রভু! যখন দেশদ্রোহী হ'য়েছি, ধর্মত্যাগ করেছি, ব্রাহ্মণ  
হ'য়ে চণ্ডালের প্রতিহিংসা নিয়েছি, তখন এ জীবন ~~সংসার~~ ক'ন্তেই  
হবে। যদি অপরাধ ভুলেচেন, গ্রহণ ক'রেছেন, আশীর্বাদ করুন,  
অন্যন্তরে যেন স্বার্থ হিন্দুনারী হ'তে পারি, যেন এই আপনাকে সুখী  
ক'ন্তে পারি, যেন হিন্দু মা জননীদেবতার আনন্দদরী অন্নপূর্ণা মূর্তিতে  
সোণার বাংলার সোণার চরিত্র দেখাতে পারি।

( কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পদ্মাক্ষী বন্ধে

ছুরিকা আঘাত করিল। )

জোহান। কি ক'লে, কি ক'লে, আমার রাজ্যেখর ক'তে এনে কান্দালী' ক'লে কেন? সারা জীবন কলুম কি? ভুলে, পত্নীত্যাগ করিচি, জাতিত্যাগ করিচি, রাজ্যত্যাগ করিচি, ধর্মত্যাগ করিচি, আমারও এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত চাই। বসন্তসমীর পেয়ে, ফুল আপনি ফুটে উঠেছিল, বাতাস পেয়ে আপনি ঝরে গেল'। এক সন্দের খেলাঘর, এক সন্দেশে ভেঙ্গে দি।

( বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন । )

পঞ্চম দৃশ্য ।

( মুসলমান-শিবিরের অপর পার্শ্ব । )

চিন্তিত বক্তব্যারের প্রবেশ ।

বক্তব্যার। কি রটনা, কি জনশ্রুতি, কুগ্রহ, কুগ্রহের বিড়ম্বনা! ভাগ্য, আমার ললাটে জ্যোতির কিরণ ফুটিয়ে দিয়েছিল, অন্নমাত্র সৈন্ত নিয়ে নদীয়া জয় হ'লো, আজ বিপুল বাহিনী নিয়ে, বিব্রত, উন্মত্ত ক'নে তুলেচে। আমার সকল আশা, সকল উত্তম, সকল শ্রম, জীবনের সমস্ত যত্ন, বিফল হ'য়ে গেলো, সাগর অতিক্রম ক'রে, কূলে এসে ডুবতে হ'লো। যে সাহসী বাহিনীবলে, আমি ধরণীর সকল জাতিকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'ন্তেম, সে শক্তি আজ মুষ্টিমেয় বর্করের রটনায় সংজাহীন। হুনিয়ার মালিক, শক্তি দাও, বিপুল বাহিনীকে সংঘত কর', রটনা অমূলক বিশ্বাস করাও, অসভ্যের বাহুতে বিজয়ী জাতিকে আর মোহিত ক'রে দিও না।

জনৈক মুসলমান সহ-নায়কের প্রবেশ ।

সহ-নায়ক । সর্দার, সর্দার, অর্ধেক সৈন্য নিয়ে হেয়াদ্ সহ নিয়ামৎ  
নিরুদ্দেশ ।

বক্তার । সে কি ! হেয়াদ্ অবিশ্বাসী !

সহ-নায়ক । ঈশ্বর জানেন, জোহান আর বাহুর হত্যা নিয়ে কে রটিয়েচে,  
যে আত্মহত্যা ক'লে, তবু বাঁশপাতা খাবার ভয়ে যেতে সম্মত  
হ'লো না ।

বক্তার । সৈন্তেরা কি বলে ?

সহ-নায়ক । সকলেই বিব্রত, সকল সেনাই বিদ্রোহী হ'তে চায় । যে  
রূপগণ্ডিত একদিন অল্প সৈন্য নিয়ে বাঙ্গলা বিজয় ক'রেচেন, হায়  
প্রভু ! তাঁর মস্তিষ্কের উপর, এখন সামান্য সৈন্যও নির্ভর ক'তে  
অনিচ্ছুক ।

বক্তার । ক্ষুর সৈনিক ! আক্ষেপ ক'রোনা, সংসার অতীত ভাবে না,  
সহানুভূতি জানে না, নিজের কার্য্যই বোঝে । হুকুম দাও, বাঘামতীর  
পথ ধ'রে সৈন্ত বঙ্গের অভিমুখে আবার ফিরুক ।

[ উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

বাঘামতী নদীতীর ; সম্মুখে পার্কাত্য-সেতু ।

দূরে বৃক্ষাবলী । সময়—অপরাহ্ন ।

হায়দর ও জেহাত উপবিষ্ট, পান-পাত্র হস্তে

মোল্লাবেশী ধর্ম্মগিরির প্রবেশ ।

ধর্ম্মগিরি । কি জনাব আলি, বর গরম লাগচে ? হাওয়া খাইবার

আইচেন ? ঠাণ্ডাই দিয়া হয়বত্ বানাইয়া আনুছি, ইচ্ছা হয়, খাইবার  
পায়েন ।

হায়দর । ক্ষেতি কি, দাওনা, উঃ, কি গুমট্ ক'রেচে দেখেচো ?

( গ্রহণ ও পান । )

ধর্মগিরি । আরে দোম্ ভইয়া পিয়েন, হেথা না আইলে কি মজা ?  
পিয়েন, পিয়েন, আপনিও পিয়েন ।

( জেহাতের হস্তে দান এবং তাহারও পান । )

এহানকার একটা কল্লুচ্ছা শোনবা ? “আম পুরং গেহু, আম বাবুর  
বাসাত, খাইবার দিল রাম, হাও রাম রাইস্তা, রাধা পাকা, রাধা  
কাচা”, কেমন ঠাাক্ছে ?

হায়দর । দেখ, দেখ, আমি যেন আস্মানে ভাস্টি ।

ধর্মগিরি । আইবো না ?

বাদাম দিছি, কিচমিচ্ দিছি, আর দিছি হসা ।

হরবং খাইয়া ভূতির পুং আইবো নিদান দশা ॥

ক্যাতাবে ল্যাখছে, আইবো না ?

জেহাত । আমি যেন ঘুব্টি, আমি যেন ঘুব্টি ।

ধর্মগিরি । ঘুব্বোনা ? ক্যাহাই রামপাক্ লাগাই দিছি ?

হায়দর । বড় গরম, বড় গরম ।

জেহাত । প্রাণ যেন ছিটকে বেরিয়ে যাচে ।

ধর্মগিরি । ( উভয়ের হস্তধারণপূর্বক ) চাচা, এহন বন্ধর সন্তানের নাগিল  
আইসেন ।

[ উভয়ে উঠিল ও যোন্নার সহিত গেল ।

উভয়ে । বড় গরম, বড় গরম ।

( গাও-বজ্রভাগ । )

ধর্মগিরি। হুম্মুন্দি ডাবকাইছে। এইবার উদ্দি রাছেন, পোষাকটা খুইয়া  
 জ্ঞান, হুম্মুন্দি কথা বলবার আগেই শোনবার লাগছে। আমাগোর  
 হাতিয়ার জ্ঞান, এহন নদীর দারে আইসেন। হুম্মুন্দি কথা বলবার  
 আগেই শোনবার লাগছে। এহন কুত্তার মত ঝাপাইয়া পরেন।

(মোল্লার কথামত উভয়ে কার্য্য করিতে লাগিল

শেষে নদীতে ঝাপাইয়া পড়িল।)

হারদর। (জলে) উঃ—

জোহাত। (জলে) বড় গরম।

(ধর্মগিবি বংশীধ্বনি করিল ও ছুইজন  
 হিন্দু-সৈন্ত আসিল।)

ধর্মগিরি। এই পোষাক প'রে, এদের অধীনস্থ সৈন্তদের বিপথগামী করো,  
 পার্শ্বতাপথে সকলে রুদ্ধ থাকুক।

[পোষাক লইয়া হিন্দু সৈন্তঘরের প্রস্থান।

অপর দিক হইতে সেতুর উপর দিয়া

ঋবসেনের প্রবেশ।

ঋবসেন। বাহিনী সহ বক্তির উপস্থিত, সেতু ভাঙ্গুন, সেতু ভাঙ্গবার  
 • আদেশ দিন।

ধর্মগিবি। লুকা কোথায়?

ঋবসেন। সে অর্ধ সৈন্ত নাশ ক'রে পার্শ্বতাপথে।

ধর্মগিবি। (বিভিন্ন বংশীধ্বনি করিল) প্রস্তুত হও, শত্রু প্ররোগ কর'।

(ঋবসেনের প্রতি) এসো, উচ্চভূমি অধিকার করি।

(উভয়ের প্রস্থান ও শত্রুর শব্দ হইল ও তৎসহ সেতু

ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোঁচ, মেছ, তিহিরসৈন্তগণ

বৃক্ষে গুলে দেখা দিল।)



নেপথ্যে বক্তব্য। (সেতুর অপর দিকস্থ পার্কৃত্য প্রদেশ হইতে)  
পার্কৃত্যপথ কঁপেতে, হুঁসিয়ায়, সৈন্তগণ! আবার হুঁসিয়ায়, সাবধান,  
সাবধানে সকলে অগ্রসর হও।

(পার্কৃত্য প্রদেশে বাহিনী সহ বক্তব্যের দেখা দিল।)

ধ্রুবসেন। তাই সব দিন পেয়েচো, তোমাদের সুযোগ দিতে, আকাশ মেঘ  
মালায় সেজেচে। তীরন্দাজ তীর ছোড়, এক প্রাণীকেও কিং  
যেতে দিওনা।

বক্তব্য। কি দুর্যোগ, কি দুর্যোগ, মেঘ-মালায় গগন আবৃত ক'লে,  
অন্ধকারে সমস্ত ধরনী ব্যাপ্ত হ'য়ে গেল। (মেঘ-গর্জন ও বৃষ্টিপাত।)  
সাবধান, সকলে সাবধান, শরজ্বালে মেদিনী আচ্ছন্ন ক'চে। লক্ষ্য  
কব', আবার লক্ষ্য কব'।

সৈন্তগণ। উঃ, উঃ, (শব্দবদ্ধ হইয়া সৈন্তগণ পর্ত্তগাত্রে  
পড়িতে লাগিল।)

অপরসৈন্ত। পাহাড় কঁপুচে, পাহাড় কঁপুচে,  
বক্তব্য। সৈন্তগণ, নির্ভয় হও, সাহস কর, বাহুবল সব উড়ে যাবে,  
সেতুর অপর পারে আর কোন বাধা থাকবে না, আক্রমণ কর',  
অগ্রসর হও।

সহ-নায়ক। সেতু নেই।

সৈন্তগণ। সর্দার, সর্দার, পাহাড় খসলো!

(বৃষ্টিপাত মেঘ-গর্জন ও বিদ্যুৎ হানিতে লাগিল  
এবং পর্ত্তের একাংশ খসিয়া পড়িল।)

বক্তব্য। দুঃখী, চারিদিকে দুঃখী, নির্ভীক সৈন্তগণ! ভীত হ'য়ো না,  
অগ্রসর হবার উপায় নেই, পশ্চাতে ফেরবার উপায় নেই। বীরগণ!  
বীরের জ্ঞান মৃত্যু নাও; যদি পার একজনও সন্ন্যাসকে সংবাদ দিও।

‘ আল্লার নাম নিয়ে দৃঢ় করে অস্ত্রধারণ কর’ ; পদাতিক, হাতিয়ার নাও ; অখারোহী অশ্বসহ ঝাম্প প্রদান করুক । স্বরণ রাখো, “না ইর্রা দিন রহা, না রহে গা ।”

( বক্তিস্বারের নদীতে ঝাম্প-প্রদান ও মুসলমান

সৈন্তগণের তদনুসরণ । )

ধর্ম্মগিরি । ওই, ওই, ওই প’ড়েচে, তাঁর ছোড়’, ধরো, হত্যা করো, পতাকা কাড়ো ।

( ধর্ম্মগিরি ও ফুবসেন উভয়ের পতাকা লইতে

নদীতে ঝাম্প-প্রদান )

সপ্তম দৃশ্য ।

সোণারগাঁ,—রাজপথ ।

প্রহরী ও সাধ্যানন্দের প্রবেশ ।

প্রহরী । হ্যাঁ সন্নিসা ঠাকুর, তুমিও যে সোণারগাঁয়ে ?

সাধ্যানন্দ । রাজার মত রাজার রাজ্যে থাকব’ ব’লে । আমি ভিন্নজাত, আমি চিন্লুম, কিন্তু তোদের দেশের সকলে এখন’ তাঁকে চিন্তে পারেনি, নইলে ফেরায় আশ্চর্য্য হ’স ? চের দেশে চের লোক জন্মায়, একটা লোকের নাম করু দেখি, যিনি সমাজের প্রত্যেক লোকটাকে পর্য্যন্ত শাসনে এনেচেন, জা’তের প্রত্যেকটির রোজগারের ব্যবস্থা ক’রে দিয়েচেন, দেশের ক্ষুদ্রতম লোকটিরও বংশাবলী কুলাচাৰ্য্যের কাছে রেখেচেন, প্রত্যেক বংশের বড় লোকদের নাম মনে করিয়ে, তাঁদের বংশাবলীকে বড় হ’তে উৎসাহিত ক’ছেন ; বুড়ে, সংস্কারে, সমাজে, ধর্মে, শিল্পে, সবদিকেই অগ্রণী, মাহুঘের মধ্যে মহারাজ বজাল

ছাড়া একটা দেখা ; আর দেখা, আর একটা মহারাজ লক্ষ্মণ, যে সেই বাপের ওপর টেকা দিয়ে যায়। তোদের পোড়া দেশে যদি এঁদের জন্ম না হ'তো, দেখতিস্, এই এঁদেরই মূর্তি ঘরে ঘরে গড়িয়ে, দৈনিক উৎসব হ'তো, দৈনিক পূজা হ'তো। নিজের জা'ত, তাই তোদের কাছে দর নেই। হিন্দুবঙ্গবাসীকে প্রতি-গ্রহবে, প্রতিদণ্ডে, প্রতি-মুহুর্তে, তারা কে, যদি এখন' কেউ বুঝিয়ে থাকে, ত' এই পুণ্যলোক বঙ্গাল, এই বাঙ্গালীর বঙ্গাল, এই রাজা বঙ্গাল, গকলের বঙ্গাল।

প্রহরী। তুই যে বড় মন খুলে সূখ্যাৎ ক'চ্চিস্, তোর জা'তভাই যদি শুনতে পায় ?

সাধ্যানন্দ। পেলেই বা ভাই, দেশের লোকের সূখ্যাৎ ক'রবো, রাজার সূখ্যাৎ ক'রবো, বাপের সূখ্যাৎ ক'রবো, এতে কারুর মনে লাগে না। বাঙ্গলার সূখ্যাৎের লোক আছে, ঈশ্বর করুন, বাঙ্গলার আরো সূখ্যাৎের লোক হ'ক।

[ সাধ্যানন্দের প্রস্থান।

প্রহরী। হও তুমি ভিন্নজাত, তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হয়।

[ প্রহরীর প্রস্থান।

রুক্মকেশ ও ছিন্নবসনে, বিকৃতাক্ষ ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।

অপর দিক দিয়া জনৈক লোক আসিল।

ভৃঙ্গসেন। তিক্কে দাও বাবা, তিক্কে দাও, আমি বড় নাচার।

জনৈক লোক। এ দেশে তিক্কুক ! এ সোণার বাঙ্গলার থেকে তুমি অন্নের কান্দাল ? রাজার ধর্ম্মশালার যাও, চিরদিন থাকতে পার'বে ; যার বাড়ী গিয়ে উঠবে, সেই তোমার পাত পেতে ভাত দেবে।

ভৃঙ্গসেন। হ্যাঁ, যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি বাবা, জানতুম না, জানতুম না।

[ জনৈক লোকের প্রস্থান।

এই শরীর দেখাতে; হবে ? তাই দেখাতে যাবো ? না।

(নিখাস ফেলিয়া) চোরে অর্থ নিলে, মুসলমানে ধর্ম নিলে, স্বার্থে  
বিশ্বাসী নাম নিলে, দেবতা বাদী হ'য়ে স্বাস্থ্য নিয়ে গেলো। আমার  
মত আর কেউ হ'য়ে না, দেবতার অভিসম্পাত, গা দিয়ে বেরুবে,  
চ'ক দিয়ে কুটবে, আমার মতন পেয়েও রাখতে পারবে না, ভোগে  
হবে না, বাঙ্গলার গৌরবকে, নিজের বুদ্ধির দোষে, নষ্ট ক'ন্তে  
বাওয়ার এই ফল, নামীর নামে বদনাম রটানর এই ফল।

[ ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে শূদ্রাণীর প্রবেশ।

শূদ্রাণী।

গীত।

অহো নীল নভঃ,                      বিশাল বিশ্ব ভব,  
রটে মহিমা তব, অনন্ত অপার।  
অনিল বহে,                      দহে অনল বাড়ব,  
মেঘ বর্ষে নামি, আজ্ঞা তোমার ॥  
কনক-কান্তি-কর ভাহু নভাঙ্গে,  
রজত সুধাকর, ভাতিত রঙ্গে,  
মঙ্গল সঙ্গীত, গায় বিহঙ্গে  
অথরে উজ্জল তারকা হার ॥  
গন্ধে আনন্দে,                      কুসুম সুবাসে,  
গুঞ্জরে ভৃঙ্গ পীযুষ পিয়াসে,  
লীলা বিলাসে,                      মঙ্গল ভাবে  
স্বর, মুনি, সিদ্ধ-নর অনিবার ॥

[ শূদ্রাণীর প্রস্থান।

## অষ্টম দৃশ্য ।

স্থান ;—সোণারগাঁ রাজবাটা ।

লক্ষ্মণসেন । আজ প্রহরীদ্বার মনে প'ড়চে, বিজয়ী পিতার, গৌরবময় সেই সুন্দর সেতু, সেই সাগরদীঘি, সেই ঢোলসমুদ্র, সবই যেন চ'থেব সামনে ভাসুচে । সেই বনকুসুমশোভিত, ফলগন্ধে আমোদিত বনরাজী, অনন্ত আত্মানে জানিয়ে দিচ্ছে, সব যাবে, অনন্তের লয়ময় কোলে সব নষ্ট হবে, সত্য, চির সত্য, তবু, তবু যদি একবার জয় দেখতেম ।

## সু্ষেণের প্রবেশ ।

সু্ষেণ । ধর্ম্মের প্রভাবে মহারাজ বিজয়ী হ'ন, বক্তৃত্যর পরাজিত ।

লক্ষ্মণসেন । ( উঠিয়া ) সু্ষেণ, সু্ষেণ, বলো, আবার বলো, এ সংবাদ কি সত্য ?

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি । সত্য, ঐক্যসত্য, ধর্ম্মের প্রভাবে মহারাজ বিজয়ী হ'য়েছেন । ( পতাকা হস্তে ধর্ম্মগিরির প্রবেশ ) দেশ-বৈরী প্রাণশিঙ ক'রেচে, এই আপনার গচ্ছিত টাকার সুদ, এই সেই স্বর্ণ-সুহৃৎ-অঙ্কিত মহারাজ বল্লালের পতাকা ।

## বেগে ঐক্যসেনের প্রবেশ ।

ঐক্যসেন । আর্ধ্য, আর্ধ্য ! আজ বাঙ্গালী সপ্তদশ অশ্বারোহীর ডরে পালায়নি, আজ তারা বিজয়ী, আজ তারা বীর ।

লক্ষ্মণসেন । তাই, তাই, আলিঙ্গন দাও, তাই ভিন্ন ভায়ের যাতনা কেউ বোঝেনি । বলো সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয় । সমবেত সত্যমণ্ডলী ! সকলে শুমন, আজ হ'তে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী, আমার পুত্র নয়, ঐক্যসেন তুমি, আজ হ'তে তুমিই রাজ্যেশ্বর ।

কবসেন। রাজা, রাজা,

( কবসেন নতজাহু হইয়া প্রণাম করিল, মহারাজ  
তাহার মস্তকে আশীর্বাদী হস্ত দিলেন। )

লক্ষ্মণ। - বুকের আশীর্বাদ নাও, সতো, ধম্মে, গো ব্রাহ্মণে, বিপন্নে,  
শরণাগতে, অশ্রম দাও কৃতী হও, বঙ্গমাতা, তাঁব প্রত্যেক সন্তানকে  
অায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণরূপে দেখতে চান।

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। পাহাড়-দুর্গ বল্লালেব গৌরব নয়, কোলীন্তপ্রথা বল্লালের  
গৌরব নয়, জাতির প্রত্যেকের কার্য নির্দেশ বল্লালেব গৌরব নয়,  
অপরিসীম জ্ঞান বল্লালের গৌরব নয়; পূর্ব-গগনের জ্যোতিষ্মান-সূর্য্য,  
মহারাজ বল্লালের আপনিই গবিষা, যে অন্তর্বিদ্রোহ দমন ক'ন্তে  
জিনিষ করেননি, আপনি তাই ক'বেচেন। রাজা, রাজা, আপনিই  
বল্লাল-গৌরব!!!

( শবনিকা পতন। )